তাওহীদের ডাক

৭১তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৪
www.tawheederdak.com

- সত্য গ্রহণে অযুহাত
- যেসব আমলে দ্বিগুণ ছওয়াব
- সাক্ষাৎকার : মাহফুযুর রহমান (জয়পুরহাট)
- সমকালীন মনীষী : আব্দুর রহমান আল-মু'আল্লিমী (ইয়েমেন)
- অনুবাদ গল্প : হঠকারিতায় ধ্বংস

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘কালোজিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ’ *(বুখারী হা/৫৬৮৭)*।

২০০ মি.লি
মূল্য : ৬০০ টাকা

খাটি মধু ও কালোজিরার তেল

অর্ডার করুন
০১৭৪০-৯৯৯৩২৮

প্রস্তুতকারক : লাবীব বিন হাফেয আব্দুল কাহ্হার
গাছবাড়ী উত্তর পাড়া, পোঃ রঘুনাথপুর, কালিয়াকৈর, গাযীপুর

RainMan

AN EXCLUSIVE COLLECTION FOR GENTS

Director
Muhammad Habibur Rahman (Habib)

Al-sami shopping complex, monipur, gazipur sadar. 01732-224778, 01721-937785

স্মারকগ্রন্থ-২

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বই

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর কর্মী সম্মেলন ২০২৪ উপলক্ষ্যে স্মারকগ্রন্থ-২ প্রকাশিত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। এতে কর্মী সম্মেলন ২০২২-এর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনসহ ‘যুবসংঘ’-এর প্রায় অর্ধ শত বছরের পথ-পরিক্রমার খণ্ড খণ্ড চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে উঠে এসেছে একদিকে স্বর্ণোজ্জ্বল সাফল্যের নানা দিক ও বিভাগ, অপরদিকে ঘাত-প্রতিঘাতের এক বেদনাময় ইতিহাস। সন্নিবেশিত হয়েছে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর সাক্ষাৎকার সহ মূল্যবান তিনটি সাক্ষাৎকার। রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যে ভরপুর প্রবীণদের স্মৃতিকথা।

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

৭১ তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৪

উপদেষ্টা সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার
ড. নূরুল ইসলাম
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ড. মুখতারুল ইসলাম

সম্পাদক
মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী

নির্বাহী সম্পাদক
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সহকারী সম্পাদক
নাজমুন নাঈম

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
মোবাইল : ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ৩০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে

সূচীপত্র

➪ **সম্পাদকীয়**
সময়ের সাথে প্রাসঙ্গিকতা ২

➪ **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা**
মানুষের মর্যাদা ৩

➪ **আক্বীদা**
শারঈ মানদণ্ডে বিদ'আতে হাসানাহ ও সায়্যিআহ ৫
মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম [শেষ কিস্তি]

➪ **তাবলীগ**
যে আমলে দ্বিগুণ ছওয়াব ৯
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

➪ **তারবিয়াত**
যে কান্নায় আগুন নেভে [২য় কিস্তি] ১২
আব্দুল্লাহ

➪ **সাময়িক প্রসঙ্গ**
আলোচিত ছাত্র আন্দোলন : একটি পর্যালোচনা ১৫
সাইফুল ইসলাম

➪ **সাক্ষাৎকার**
মাহফূযুর রহমান (জয়পুরহাট) ১৮

➪ **ধর্ম ও সমাজ**
যালেমদের মর্মান্তিক পরিণতি ২৩
ড. ইহসান ইলাহী যহীর

➪ **চিন্তাধারা**
মোবাইল আসক্তিতে মায়োপিয়া রোগ ২৭
তোফায়েল আহমাদ

➪ **শিক্ষাঙ্গন**
উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার : অভিভাবকদের দায়িত্ব নাকি অনুগ্রহ ২৯
সারোয়ার মিছবাহ

➪ **স্মৃতিকথা**
স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় ত্রাণ বিতরণের কিছু স্মৃতি ৩১
ড. ইহসান ইলাহী যহীর

➪ **পরশ পাথর**
আইরিশ সঙ্গীতজ্ঞ সিনাড ওকনরের ইসলাম গ্রহণ ৩৩

➪ **সমকালীন মনীষী**
আব্দুর রহমান আল-মু'আল্লিমী ৩৪
তাওহীদের ডাক ডেস্ক

➪ **গল্প : হঠকারিতায় ধ্বংস** ৩৬
মূল : মুহসিন জব্বার, অনুবাদ : নাজমুন নাঈম

➪ **জীবনের বাঁকে বাঁকে**
মিষ্টি খাওয়ার অধিকার ৩৭

➪ **সংগঠন সংবাদ** ৩৮

➪ **সাধারণ জ্ঞান** ৩৯

➪ **কুইজ, সুডোকু** ৪০

সম্পাদকীয়

সময়ের সাথে প্রাসঙ্গিকতা

সময়কে ধারণ করা, সময়ের পাঠ গ্রহণ করা, সময়ের দাবীকে মেটাতে পারা মানুষগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান মানুষ। যাদের একটি কথা, একটি বক্তব্য, একটি লেখনী, একটি সাহসী পদক্ষেপ, এক মুহূর্তের ধৈর্যশীল অবস্থান শুধু তার নিজের নয়, পুরো সমাজের গতিপথ পর্যন্ত বদলে দেয়। রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনীর পরতে পরতে এমন অজস্র ঘটনা বিদ্যমান। পৃথিবীতে যারা সংস্কারক হয়েছেন, যারা যুগের পরিবর্তনের আদর্শ নকীব হয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেরই জীবনে এমন ঘটনা কম-বেশী ঘটেছে-চেতনে কিংবা অবচেতনে। যার সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসাবে আমরা দেখেছি রংপুরের আবূ সাঈদকে, যার অদম্য সাহস, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় আত্মত্যাগের সদিচ্ছা এক নিমিষে পুরো একটা যুলুমশাহী তখতে তাউস উল্টিয়ে দিল!

আমরা দেখেছি একজন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকারুয্যামানকে, যার ধৈর্যশীল অবস্থান কেবল জ্বলন্ত উনুনে পানিই ঢেলে দেয়নি, বরং দেশকে সমূহ গৃহযুদ্ধের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। নিজ দেশের মানুষের নির্বিচার রক্তপাত ঘটানো কিংবা সেনাশাসন জারি করা নতুবা দেশকে দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের মুখে ঠেলে দেওয়ার পরিবর্তে ধৈর্যের সাথে সময়ের সবচেয়ে সঠিক ও সুন্দর পথটিই বেছে নিতে পেরেছিলেন তিনি সেই মুহূর্তে। আর তাতেই তিনি একজন সেনাপ্রধান পরিচয়ের অনেক উর্ধ্বে একজন মূল্যবান মানুষ হয়ে ওঠেন। আর এভাবেই সময়ের দাবী মেটাতে পারা মানুষগুলো সমাজ গড়ার মূল কারিগর হয়ে থাকেন। পরিণত হন দেশ-কালের বাধা মাড়ানো এক বিশ্ব মানব।

এর বিপরীতে সময়ের দাবী বুঝতে ব্যর্থ হ'লে বহু কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এমনকি অনেক সময় অচিন্তনীয় বিপদ নেমে আসে, যা হয়ত কারো কল্পনাকেও হার মানায়। বাহান্ন'র ভাষা আন্দোলনে মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ-র ভুল সময়ে 'উর্দূই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'—বাক্যটি গেঁথে দেয় ভবিষ্যৎ বাংলা রাষ্ট্রের ভিত্তি। অনুরূপভাবে সম্প্রতি ছাত্র আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে বলা অসময়োচিত 'রাজাকার' বাক্যটি প্রতাপশালী বিগত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লাঞ্ছনাকর পতনের ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়।

প্রিয় পাঠক, যেকোন দেশ ও সমাজ সংস্কারে মূল প্রভাবক হয়ে থাকেন সেই সমাজের কোন আদর্শবান ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তি সমষ্টিগণ। কিন্তু সেই প্রভাব তারা কিভাবে সমাজের বুকে ছড়িয়ে দেন! হ্যাঁ, তাদের সময়পোযোগী পদক্ষেপ, কালজয়ী চিন্তাধারা এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা সমাজকে সম্মুখপানে অগ্রসর করে। এক্ষেত্রে সমাজ সংস্কারকামীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে চরিত্রটি ফুটে ওঠে তা হ'ল সময়কে পড়তে পারা এবং সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করতে পারা। বিগত ৫ই আগস্ট ২০২৪ বাংলাদেশের ইতিহাস বদলে যাওয়ার যে উপলক্ষ্য হাযির করেছে, তা ছিল এই সময়োচিত পদক্ষেপেরই ফলশ্রুতি।

প্রিয় পাঠক, বর্তমানে আমরা এমন এক যুগসন্ধিক্ষণ অতিক্রম করছি যখন এদেশের তরুণরা অভূতপূর্বভাবে দেশের হাল ধরেছে। তাদের হাত ধরে এদেশের মানুষ স্বপ্ন দেখছে স্বাধীনতার হারানো স্বপ্ন ফিরে পাবার। বর্তমান প্রেক্ষাপট আমাদের খুব করে স্বপ্ন দেখাচ্ছে এমন এক নতুন বাংলাদেশ গড়ার, যা হবে অতীতের সমস্ত আফসোস ও গ্লানি থেকে মুক্ত। যে স্বপ্ন নিয়ে এদেশের মানুষ ১৮৫৭, ১৯৪৭, ১৯৭১-এ ত্যাগের যে নযরানা পেশ করেছিল, সে স্বপ্ন এবার বাস্তবরূপ পায়। বারবার যেন আমাদের স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় পুড়তে না হয়। আমরা যেন অতীতের ফেলে যাওয়া কোন কালো আইনের দাস না হয়ে বলি-এটাই আইন। বরং যতসব কালো আইন, নিয়ম-কানূন বদলানোই হোক আমাদের বিপ্লবের মূলমন্ত্র। সমাজে অসৎ মানুষের ঠাঁই যেন না হয়, যেন অনৈতিকতা প্রশ্রয় না পায়, সততা ও ন্যায়বোধের সর্বাত্মক জাগরণ হয়, সেটাই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা। আর এজন্য প্রয়োজন কিছু বিপ্লবী চেতনার মানুষ, কিছু জনদরদী মানুষ, কিছু এমন মানুষ যারা নিঃস্বার্থভাবে, বুদ্ধিমত্তার সাথে, চেক এ্যাণ্ড ব্যালান্সের মাধ্যমে সমাজটাকে কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। যারা সময়কে সঠিকভাবে পাঠ করে জাতীয় জীবনে পরিবর্তনের রূপরেখা রচনা করবে।

প্রসঙ্গত আমরা দেখেছি, এদেশের প্রায় আশিভাগ মুসলিম শরী'আ আইন চায় মর্মে পিউ রিসার্চের দশ বছর পূর্বেকার এক রিপোর্টে প্রকাশ। অথচ এদেশে এখনও পর্যন্ত ইসলামী আইনের পক্ষে কথা বলা মানেই পশ্চাদপদতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা কিংবা মৌলবাদ। অন্যদিকে বাংলাদেশে প্রচলিত বৃটিশ আইন অধিকাংশ স্বয়ং বৃটেনেই কার্যকর নেই, অথচ সেই আইন সুশীল নামধারীদের বদৌলতে মহাপ্রতাপে বেঁচে-বর্তে আছে। এমনকি মানবাধিকারের নামে বিকৃত এলজিবিটিকিউ (সমকামিতা) মতবাদকে সমর্থন করা হচ্ছে। অথচ এসব আইন মোটেই কোন মানবাধিকার রক্ষাকারী আইন নয়। বরং অন্যায়কারীদের বাঁচানো আর বিচারের দীর্ঘসূত্রিতার মাধ্যমে নিরপরাধের অন্যায্য শাস্তিবিধানই হ'ল এই আইনের বাস্তবতা। সেই সাথে অধিকারের নামে সমাজে অনাচার, অপসংস্কৃতি ও অশালীনতার প্রসার ঘটানো। কিন্তু সে বিষয়ে আমরা সমাজের সচেতন অংশকেও তেমন কথা বলতে দেখি না। তথাকথিত 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠার চেয়ে এদেশের পুরো আইন কাঠামোই যে বদলানো প্রয়োজন সে আওয়ায আমরা কোথাও শুনতে পাই না। এর কারণ এই জনআকাংখ্যাকে বাস্তবে অনূদিত করার মত আদর্শবান মানুষের নিদারুণ অভাব। অতএব একটি মানবিক ও আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য সমাজ সচেতন আদর্শবান মানুষ গঠনই বর্তমান সময়ে আমাদের মূল কাজ।

মনে রাখা কর্তব্য যে, সময়ের দাবী মেটানোর সক্ষমতা একদিনে তৈরী হয় না। পরিশুদ্ধ অন্তর, মাল ও মর্যাদার

[বাকী অংশ ১৭ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

মানুষের মর্যাদা

আল-কুরআনুল কারীম :

١- الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ- ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ- ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ-

(১) ‘যিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন সুন্দরভাবে এবং মাটি হ’তে মানুষ (আদম) সৃষ্টির সূচনা করেছেন’। ‘অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেছেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে’। ‘অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন ও তাতে রূহ ফুঁকে দেন তাঁর নিকট হ’তে’ *(সাজদাহ ৩২/৭-৯)*।

٢- لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ-

(২) ‘অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম অবয়বে’ *(তীন ৯৫/৪)*।

٣- يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ- الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ- فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ-

(৩) হে মানুষ! কোন্ বস্তু তোমাকে তোমার মহান প্রভু থেকে বিভ্রান্ত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন, অতঃপর সুষম করেছেন। তিনি তোমাকে তেমন আকৃতিতে গঠন করেছেন, যেভাবে তিনি চেয়েছেন’ *(ইনফিত্বার ৮২/৬-৮)*।

٤- وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا- قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا-

(৪) ‘আর (স্মরণ কর) যখন আমরা ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর। তখন সবাই সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে বলল, আমি কি তাকে সিজদা করব যাকে আপনি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন?’। ‘সে বলল, আপনি তো দেখছেন যে, আপনি একে আমার উপরে মর্যাদা দিয়েছেন! এক্ষণে যদি আপনি আমাকে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দেন, তাহ’লে তার বংশধর সবাইকে আমি পথভ্রষ্ট করে ফেলব কিছু সংখ্যক ব্যতীত’ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৬১-৬২)*।

٥- وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا-

(৫) ‘আমরা আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দিয়েছি। আর আমরা তাদেরকে পবিত্র রূযী দান করেছি এবং আমরা তাদেরকে আমাদের অনেক সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি’ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৭০)*।

٦- الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ-

(৬) ‘পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক। এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা (নারীদের ভরণ-পোষণের জন্য) তাদের মাল-সম্পদ হ’তে ব্যয় করে থাকে’ *(নিসা ৪/৩৪)*।

٧- إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا-

(৭) ‘যদি তোমরা কবীরা গোনাহসমূহ হ’তে বিরত থাক, যা থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহ’লে আমরা তোমাদের (ছগীরা) গোনাহসমূহ মার্জনা করে দেব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবো’ *(নিসা ৪/৩১)*।

٨- وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ-

(৮) ‘তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন এবং তোমাদের একের উপর অন্যের মর্যাদা উন্নত করেছেন। যাতে তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে পরীক্ষা নিতে পারেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়াময়’ *(আন‘আম ৬/১৬৫)*।

٩- فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ- وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ-

(৯) কিন্তু মানুষ এরূপ যে, যখন তার প্রতিপালক তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর তাকে সম্মানিত করেন ও সুখ-সম্পদ দান করেন, তখন সে বলে, আমার প্রভু আমাকে সম্মানিত করেছেন। ‘পক্ষান্তরে যখন তিনি তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তার রূযী সংকুচিত করেন, তখন সে বলে, আমার প্রভু আমাকে হেয় করেছেন’ *(ফজর ৮৯/১৫-১৬)*।

হাদীছের বাণী :

١٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ؟ قَالَ: أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاهُمْ. قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: فَأَكْرَمُ النَّاسِ

يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ. قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا-

(১০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী মুত্তাক্বী। তারা বলল, আমরা তো আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, তাহ'লে (সবচয়ে সম্মানিত ব্যক্তি) আল্লাহ্র নবী ইউসুফ, যিনি আল্লাহ্র নবী (ইয়াকুব) এর পুত্র, আল্লাহ্র নবী (ইসহাক)-এর পৌত্র, এবং আল্লাহ্র খলীল ইব্রাহীম) এর প্রপৌত্র। তারা বলল, আমরা আপনাকে এ সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, তাহ'লে কি তোমরা আরবের মূল্যবান গোত্রসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছ? জাহেলী যুগে তাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, ইসলামেও তাঁরা সর্বোত্তম ব্যক্তি যদি তাঁরা ইসলামী জ্ঞানার্জন করেন'।[১]

١١- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ: فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ: لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ، تَكْرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ-

(১১) জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের একদল লোক সত্যের উপর দৃঢ় থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে বিজয়ীরূপে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবে। তিনি বলেন, অতঃপর ঈসা ইবনু মারিয়াম (আঃ) অবতরণ করবেন। সে সময়ের লোকেদের আমীর বা নেতা (ইমাম মাহদী) তাকে বলবেন, আপনি এদিকে আসুন এবং লোকদেরকে ছালাত আদায় করিয়ে দিন। তিনি বলবেন, না; বরং তোমরা একে অপরের ইমাম। আল্লাহ এ উম্মাতকে মর্যাদা দান করেছেন'।[২]

١٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُؤْتَى بِالعَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَمَالًا وَوَلَدًا وَسَخَّرْتُ لَكَ الأَنْعَامَ وَالحَرْثَ، وَتَرَكْتُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلَاقِي يَوْمَكَ هَذَا؟ فَيَقُولُ: لَا فَيَقُولُ لَهُ: اليَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي-

(১২) আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন বান্দাকে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে বলবেন, আমি কি তোমাকে কান-চোখ, সম্পদ-সন্তান, তোমার জন্য চতুষ্পদ জন্তু ও কৃষিকে কি অনুগত করে দেইনি? আর তোমাকে নেতৃত্ব দেয়া ও ভোগ করার সুযোগ দিয়েছি। (এত কিছুর পর) তুমি কি চিন্তা করেছিলে এ দিনে আমার সাথে তোমার সাক্ষাত হবে? রাসূল বলেন, সে বলবে, না। অতঃপর তিনি তাকে বলবেন, আজ আমি তোমাকে ভুলে যাব, যেমন তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে'।[৩]

١٣- عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ هِشَامُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْبَاطِ بِالشَّامِ، قَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُهُمْ؟ قَالُوا: حُبِسُوا فِي الْجِزْيَةِ، فَقَالَ هِشَامٌ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا-

(১৩) হিশাম (রাঃ)-এর পিতা হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হিশাম ইবনু হাকীম ইবনু হিযাম সিরিয়ার কৃষকদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এদের কঠিন রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। তিনি বললেন, এদের কী হয়েছে? তারা বলল, জিযয়ার জন্যে এদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অতঃপর হিশাম বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাজা দিবেন যারা পৃথিবীতে (অন্যায়ভাবে) মানুষকে সাজা দেয়'।[৪]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইবনু আত্বিয়া (রহঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষকে সমস্ত সৃষ্টি জীবের উপর মর্যাদা দান করেছেন তার জ্ঞানের কারণে। আর জ্ঞান দ্বারা তিনি মানুষকে পরিচিত করেন এবং কথা বলার মাধ্যমে পারস্পরিক বুঝ দান করেন'।[৫]

২. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই ইল্ম তার অধিকারীকে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্যাদাবান করে, যা রাজত্ব, সম্পদ বা অন্য কিছু করতে পারে না'।[৬]

৩. ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, উচ্চমর্যাদা ও ক্ষমতা লাভের মোহে মানুষের মন যথাসম্ভব পরিপূর্ণ থাকে'।[৭]

সারবস্তু : (১) ইসলামে একজন অমুসলিম কিংবা যিম্মীরও মর্যাদা ও অধিকার রয়েছে। যা একজন দায়িত্বশীল মুসলিমকে তা প্রদান করা অত্যাবশ্যকীয়। (২) সম্মান বা মর্যাদার একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে তাক্বওয়া। তাক্বওয়াশীল আমলে ছালেহ সম্পাদনকারী ব্যক্তির মর্যাদাই আল্লাহ্র নিকটে বেশী। (৩) ইসলাম সাম্যের ধর্ম, পরস্পরের মর্যাদা ও গোপনীয়তা রক্ষার ধর্ম। ফলে একে অপরের মর্যাদা রক্ষা করা আবশ্যক। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন।-আমীন!

১. বুখারী হা/৩৩৭৪; মুসলিম হা/২৩৭৮; মিশকাত হা/৪৮৯৩।
২. মুসলিম হা/১৫৬; মিশকাত হা/৫৫০৭।
৩. তিরমিযী হা/২৪২৮; ছহীহুল জামে' হা/৩০৯১।
৪. মুসলিম হা/২৬১৩; মিশকাত হা/৩৫২২।
৫. বাহরুল মুহীত ৬/৫৮ পৃ.।
৬. ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা ৮৬ পৃ.।
৭. ইবনু তায়মিয়া, মাজমূঊ ফাতাওয়া ৮/২১৮ পৃ.।

শারঈ মানদণ্ডে বিদ‘আতে হাসানাহ ও সায়্যিআহ

মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

[শেষ কিস্তি]

তৃতীয় দলীল : আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল ক্বারী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি ওমর (রাঃ)-এর সাথে রামাযানের এক রাতে মসজিদের দিকে বের হলাম। আর মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে ছালাত আদায় করছিল। কেউ একাকী ছালাত আদায় করছিল আবার কেউ কয়েকজনকে সাথে নিয়ে ছালাত আদায় করছিল। ওমর (রাঃ) বললেন, আমি মনে করি যে, আমি যদি এই লোকগুলিকে একজন ক্বারী (ইমাম)-এর পেছনে একত্রিত করে দেই, তবে তা উত্তম হবে। এরপরে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উবাই ইবনু কা‘বের পেছনে সকলকে একত্রিত করে দিলেন। তারপর অন্য এক রাতে আমি ওমর (রাঃ)-এর সাথে বের হ’লাম। তখন লোকেরা তাদের ইমামের সাথে ছালাত আদায় করছিল। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ ‘কতই না সুন্দর এই নতুন ব্যবস্থা’! তোমরা রাতে যে অংশে ঘুমিয়ে থাক তা রাতের ঐ অংশ অপেক্ষা উত্তম যে অংশে তোমরা ছালাত আদায় কর। এর দ্বারা তিনি শেষ রাত বুঝিয়েছেন। কেননা লোকেরা তখন রাতের প্রথম অংশে ছালাত আদায় করত’।[১]

জবাব : প্রথমত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ– ‘নিশ্চয়ই সকল প্রকার বিদ‘আত ভ্রষ্টতা’।[২] অতএব এর বিপরীতে অন্য কারো বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি নবী (ছাঃ)-এর পরে উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ আবুবকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), ওছমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ)-এর উক্তিও নয়। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ– ‘অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, যেন সতর্ক হয় যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে’ *(নূর ২৪/৬৩)*।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, أَتَدْرِيْ مَا الْفِتْنَةُ؟ اَلْفِتْنَةُ الشِّرْكُ لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقَعَ فِيْ قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْغِ فَيُهْلِكُ– ‘তুমি কি জানো ফিৎনা কি? ফিৎনা হ’ল শিরক। কেউ যখন রাসূল (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ প্রত্যাখ্যান করে, তখন তার হৃদয়ে ভ্রষ্টতা উৎপন্ন হয়। ফলে সে ধ্বংস হয়ে যায়’।[৩]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, يُوْشِكُ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُوْلُوْنَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ– ‘আশংকা হয় যে, আকাশ থেকে তোমাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করা হবে। আমি বলছি যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আর তোমরা বলছ, আবুবকর ও ওমর (রাঃ) বলেছেন’।[৪]

দ্বিতীয়ত আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, আমীরুল মুমিনীন ওমর (রাঃ) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীকে সম্মান করার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক দৃঢ় ছিলেন। তিনি আল্লাহ্র নাযিলকৃত দণ্ডবিধি সম্পর্কে অবগতির ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এমনকি তিনি আল্লাহ্র বাণীর নিকট আত্মসমর্পণকারী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং ওমর (রাঃ)-এর ক্ষেত্রে একথা বলা অনুচিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণীর বিরোধিতা করে কোন বিদ‘আত সম্পর্কে বলবেন, نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ (এটা উত্তম বিদ‘আত)? অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেই রামাযান মাসে ক্বিয়ামুল লাইল জামা‘আতবদ্ধভাবে আদায় করেছেন। হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে এক রাত্রিতে (তারাবীহ) ছালাত আদায় করলেন। তাঁর সাথে কিছু মানুষও ছালাত আদায় করল। অতঃপর পরবর্তী দিনও তিনি তারাবীহ্র ছালাত আদায় করলেন। এতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেল। অতঃপর ৩য় বা ৪র্থ রাত্রিতে লোকেরা সমবেত হ’ল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের নিকট বের হ’লেন না। সকাল বেলায় তিনি বললেন, তোমরা যা করেছ আমি তা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু আমি তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকা করছিলাম। কারণ (ফরয হয়ে গেলে) তোমরা তা পালন করতে অক্ষম হবে। এছাড়া অন্য কোন কারণ আমাকে তোমাদের নিকট বের হ’তে বাধা দেয়নি’।[৫]

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ওমর (রাঃ) জামা‘আতবদ্ধভাবে তারাবীহর ছালাত আরম্ভ করেননি। বরং তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত। তিনি তারাবীহ্র ছালাত

১. বুখারী হা/২০১০, ‘ছিয়াম’ অধ্যায়; মিশকাত হা/১৩০১।
২. ইবনু মাজাহ, ‘খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ, হা/৪২।
৩. ছালেহ আল-উছায়মীন, শরহে রিয়াযুছ ছালেহীন, ১/১৭৯; তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৩৪৮; সূরা নিসা ৬৪-৬৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।
৪. শরহে রিয়াযুছ ছালেহীন, ১/১৭৯; ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ‘উ ফাতাওয়া ২০/২৫০; তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৩৪৮ পৃ.; সূরা নিসা ৬৪-৬৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
৫. বুখারী হা/২০১২; মুসলিম হা/৭৬১।

www.tawheederdak.com

তিন দিন জামা'আতের সাথে আদায় করার পরে উম্মতের উপর তা ফরয হওয়ার আশংকায় জামা'আত ত্যাগ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে যেহেতু তা ফরয হওয়ার আশংকা দূরীভূত হয়েছে, সেহেতু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনুমোদিত সেই সুন্নাতকেই ওমর (রাঃ) কেবল পুনর্জীবিত করেছিলেন মাত্র।

তৃতীয়ত ওমর (রাঃ) জামা'আতবদ্ধভাবে তারাবীহ্র ছালাতকে বিদ'আত বলেছিলেন আভিধানিক অর্থে। কেননা আবুবকর (রাঃ)-এর যামানায় ও ওমর (রাঃ)-এর প্রথম যামানায় তারাবীহ্র ছালাত জামা'আতবদ্ধভাবে আদায় হ'ত না। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর ফরয হওয়ার আশংকায় ত্যাগকৃত জামা'আতবদ্ধভাবে তারাবীহ্র ছালাত আদায়ের সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করেছিলেন বলেই আভিধানিক অর্থে এটাকে বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করলেও পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা অবশ্যই বিদ'আত নয়।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, قَوْلُ عُمَرَ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ فَأَكْثَرُ مَا فِيْهِ تَسْمِيَةُ عُمَرَ تِلْكَ بِدْعَةً مَعَ حُسْنِهَا، وَهَذِهِ تَسْمِيَةٌ لُغَوِيَّةٌ، لاَ تَسْمِيَةٌ شَرْعِيَّةٌ. وَذَلِكَ أَنَّ الْبِدْعَةَ فِيْ اللُّغَةِ تَعُمُّ كُلَّ مَا فُعِلَ اِبْتِداءً مِنْ غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ، وَأَمَّا الْبِدْعَةُ الشَّرْعِيَّةُ : فَمَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ– 'ওমর (রাঃ)-এর উক্তি, 'এটা উত্তম বিদ'আত' বলার মধ্যে বেশীর বেশী এতটুকু আছে যে, তিনি সেটাকে বিদ'আতে হাসানাহ হিসাবে নামকরণ করেছেন। এই নামকরণ আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে; পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। আভিধানিক দৃষ্টিতে বিদ'আত ঐ সকল নতুন সৃষ্টিকে বোঝায়, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। আর পারিভাষিক দৃষ্টিতে বিদ'আত হ'ল, যা শারঈ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত নয়'।[৬]

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'বিদ'আত দুই প্রকার। পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ'আত। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী 'নিশ্চয়ই সকল নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত এবং সকল প্রকার বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'। আর আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ'আত হয়। যেমন- আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) লোকদেরকে তারাবীহর ছালাতের জন্য একত্রিত করেন এবং সর্বদা এ আমল করার জন্য উৎসাহিত করে বলেন, 'এটা কতই না সুন্দর বিদ'আত'।[৭]

চতুর্থ দলীল : বর্তমান পৃথিবীতে এমন কিছু নতুন বিষয় রয়েছে যা মুসলিম সমাজ গ্রহণ করেছে এবং তার উপর আমল করছে। অথচ সেগুলো রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে পরিচিত ছিল না। যেমন মাদ্রাসা নির্মাণ, গ্রন্থ রচনা প্রভৃতি। এগুলিকে মুসলিম সমাজ উত্তম কাজ হিসাবে গণ্য করেছে ও তার উপর আমল করছে এবং তারা এগুলোকে। যদি ইসলামী শরী'আতে বিদ'আতে হাসানাহ্র কোন অস্তিত্ব না থাকে তাহ'লে উল্লিখিত ভালো কাজগুলো বাতিল হয়ে যাবে।

জবাব : প্রকৃতপক্ষে এগুলো বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটা শরী'আতসম্মত কাজের একটা মাধ্যম মাত্র। আর মাধ্যম সমূহ স্থান ও কালের আবর্তনে ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই মাধ্যমগুলোর বিধান উদ্দেশ্যগুলোর বিধানের আওতাভুক্ত হয়। কাজেই শরী'আতসম্মত বিষয়ের মাধ্যমগুলো বৈধ এবং শরী'আত বিরোধী মাধ্যমগুলো অবৈধ। যেমন- আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّواْ اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ– 'আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে' *(আন'আম ৬/১০৮)*। মুশরিকদের ইলাহসমূহকে গালি দেওয়া সীমালংঘন নয়, বরং সত্য ও উপযুক্ত। কিন্তু আল্লাহকে গালি দেওয়া সীমালংঘন ও যুলুম। কিন্তু মুশরিকদের ইলাহকে গালি দেওয়ার মত প্রশংসিত কাজ যখন আল্লাহকে গালি দেওয়ার মত ঘৃণিত কাজের কারণ হয়ে গেল, তখন সেটা (বিধর্মীদের উপাস্যকে গালি দেয়া) হারাম ও নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

অনুরূপভাবে ছুরি একটি ধারালো অস্ত্র, যা দ্বারা মানুষ হত্যা করা যায় এবং কুরবানীর পশুও যবেহ করা যায়। এক্ষণে যদি ছুরি তৈরী করা হয় মানুষ হত্যার উদ্দেশ্যে তাহ'লে ছুরি তৈরী করা হারাম। আর যদি তা কুরবানীর পশু যবেহ করার উদ্দেশ্যে হয়, তাহ'লে তা বৈধ।

অতএব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও গ্রন্থ রচনা যদিও শাব্দিক অর্থে বিদ'আত যা রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় ছিল না, কিন্তু এটা শারঈ জ্ঞান চর্চার একটা মাধ্যম মাত্র। আর মাধ্যম সমূহের জন্য উদ্দেশ্য সমূহের বিধান প্রযোজ্য। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি হারাম জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাদ্রাসা বা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে, তবে তার ভবন নির্মাণও হারাম সাব্যস্ত হবে। আর যদি কেউ দ্বীনী জ্ঞান শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তবে তার ভবন নির্মাণ বৈধ বা শরী'আতসম্মত হবে। কিন্তু এটাকে বিদ'আতে হাসানাহ বলার কোন অবকাশ নেই। কেননা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা সরাসরি কোন ইবাদত নয়; বরং এটা আল্লাহ্র ইবাদত সম্পর্কে জ্ঞান লাভের একটি মাধ্যম মাত্র।

পঞ্চম দলীল : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় কুরআন লিপিবদ্ধ ছিল না। ছাহাবায়ে কেরাম তাঁর মৃত্যুর পরে কুরআন জমা করেছেন এবং লিপিবদ্ধ করেছেন। আর নিশ্চয়ই এটা উত্তম কাজ যা রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে করা হয়েছে। যদি ইসলামী শরী'আতে বিদ'আতে হাসানাহ বৈধ না হ'ত, তাহ'লে কুরআনের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেত।

৬. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ, ইকতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম ২/৯৫ পৃ.।
৭. তাফসীর ইবনু কাছীর ১/১৬৬ পৃঃ; সূরা বাকারার ১১৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

জবাব : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশেই কুরআন লিপিবদ্ধ হয়েছিল। তবে তা বিচ্ছিন্নভাবে পাথর, খেজুর পাতা, হাড্ডি ইত্যাদিতে সংরক্ষিত ছিল। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় কোন সূরার মধ্যে কম-বেশী হওয়ার আশংকায় একত্রে জমা করার নির্দেশ দেননি। তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে অহী নাযিলের আশংকা দূর হয়ে গেছে। সাথে সাথে কুরআন জমা করার প্রতিবন্ধকতাও দূরীভূত হয়েছে। এছাড়াও ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক কুরআনের হাফেয শাহাদতবরণ করেছিলেন। এভাবে কুরআনের হাফেয শাহাদতবরণ করলে কুরআনের কিছু আয়াত হাদীছ হারিয়ে যেতে পারে এই আশংকায় ছাহাবায়ে কেরাম ঐক্যমতের ভিত্তিতে কুরআন সংকলন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, যা ইজমায়ে ছাহাবা হিসাবে পরিগণিত। আর ইজমায়ে ছাহাবা একটি অকাট্য দলীল।

যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু লোক শহীদ হওয়ার পর আবুবকর (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। এ সময় ওমর (রাঃ) তাঁর নিকটে উপস্থিত ছিলেন। আবুবকর (রাঃ) বললেন, ওমর আমার কাছে এসে বলেছেন, ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদদের মধ্যে ক্বারীদের (হাফেয) সংখ্যা অনেক। আমি আশংকা করছি, এভাবে যদি ক্বারীগণ শহীদ হয়ে যান, তাহ'লে কুরআনের বহু অংশ হারিয়ে যাবে। অতএব আমি মনে করি যে, আপনি কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিন। উত্তরে আমি ওমরকে বললাম, যে কাজ রাসূল (ছাঃ) করেননি সে কাজ তুমি কিভাবে করবে? জবাবে ওমর বললেন, আল্লাহ্র কসম! এটা একটি উত্তম কাজ। ওমর এ কথা বার বার বলতে থাকলে অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ কাজের জন্য আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিলেন এবং এ ব্যাপারে ওমর যা ভালো মনে করলেন আমিও তা ভালো মনে করলাম। যায়েদ বলেন, তখন আবুবকর (রাঃ) আমাকে বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক। তোমার ব্যাপারে আমার কোন সংশয় নেই। তদুপরি তুমি রাসূল (ছাঃ)-এর অহী লেখক ছিলে। সুতরাং তুমি কুরআন মাজীদের অংশগুলিকে অনুসন্ধান করে একত্রিত কর। আল্লাহ্র শপথ! তারা যদি আমাকে একটি পর্বত এক স্থান থেকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিতেন, তাহ'লেও তা আমার কাছে কুরআন সংকলনের নির্দেশের চেয়ে কঠিন মনে হ'ত না। আমি বললাম, যে কাজ রাসূল (ছাঃ) করেননি সে কাজ আপনারা কিভাবে করবেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! এটি একটি কল্যাণকর কাজ। এ কথাটি আবুবকর (রাঃ) বার বার আমার কাছে বলতে থাকলেন। অবশেষে আল্লাহ এ কাজের জন্য আমার বক্ষকে উন্মোচন করে দিলেন, যেমন উন্মোচন করেছিলেন আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর বক্ষকে। এরপর আমি কুরআন অনুসন্ধানের কাজে লেগে গেলাম এবং খেজুর পাতা, প্রস্তরখণ্ড এবং মানুষের বক্ষ থেকে আমি তা সংগ্রহ করতে থাকলাম...।[৮]

দ্বিতীয়ত আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ 'এটা (কুরআন) সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৭)*। সুতরাং তিনিই ছাহাবায়ে কেরামের অন্তরে কুরআন সংকলনের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি জাগ্রত করার মাধ্যমে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।

তৃতীয়ত কুরআন জমা করার মাধ্যমে নতুন কোন ইবাদতের জন্ম দেওয়া হয়নি; বরং তা সংকলনের মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতির নিকটে আল্লাহ্র বিধান সহজভাবে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাথে সাথে তা সংরক্ষণের পথকে দৃঢ় এবং মুখস্থ করার পথকে সুগম করা হয়েছে। অতএব কুরআন সংকলনের মত প্রশংসনীয় কাজকে বিদ'আতে হাসানাহ বৈধতার দলীল পেশ করা মূর্খতা বৈ কিছুই নয়।

ষষ্ঠ দলীল : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় জুম'আর একটি আযানই প্রচলিত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে ওছমান (রাঃ) সর্বপ্রথম দ্বিতীয় আযান চালু করেন। ইসলামী শরী'আতে বিদ'আতে হাসানাহ বৈধ না হ'লে ওছমান (রাঃ)-এর মত বিশিষ্ট ছাহাবী দ্বিতীয় আযান চালু করতেন না।

জবাব : যুহরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবুবকর এবং ওমর (রাঃ)-এর যুগে জুম'আর দিন ইমাম যখন মিম্বারের উপর বসতেন তখন প্রথম আযান দেওয়া হ'ত। অতঃপর যখন ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি জুম'আর দ্বিতীয় আযানের নির্দেশ দেন। 'যাওরা' নামক স্থান থেকে এই আযান দেওয়া হয়। পরে এ আযানের সিলসিলা চলতে থাকে'।[৯]

উল্লিখিত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবুবকর (রাঃ), ওমর (রাঃ)-এর যামানায় এবং ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথম দিকেও জুম'আর আযান একটিই ছিল। তারপর ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মসজিদে নববীর অনতিদূরে 'যাওরা' নামক বাজারে মানুষ ব্যস্ত থাকত। তদানীন্তনকালে মাইক এবং ঘড়ি না থাকার কারণে মানুষ আযান শুনতে পেত না এবং জুম'আর ছালাতের সময় বুঝতে পারত না। এহেন প্রেক্ষাপটে ওছমান (রাঃ) একই সময়ে উক্ত বাজারে অতিরিক্ত একটি আযান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে মানুষ জুম'আর সময় বুঝতে পারে। তবে বর্তমানে মাইক, ঘড়িসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়েছে; ফলে আযান শোনা ও ছালাতের সময় বুঝতে পারার প্রতিবন্ধকতাও দূর হয়েছে। সাথে সাথে জুম'আর অতিরিক্ত আযানের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে। কেননা ওছমান (রাঃ) কর্তৃক চালুকৃত উক্ত আযান যদি সকল মসজিদের জন্য অপরিহার্য হ'ত তাহ'লে তিনি নিজেই সকল মসজিদে জুম'আর অতিরিক্ত আযান চালু করতেন। অথচ তিনি শুধুমাত্র 'যাওরা' বাজারেই উক্ত আযান চালু করেছিলেন; কোন মসজিদে চালু করেননি। ওছমান

৮. বুখারী হা/৭১৯১।

৯. বুখারী হা/৯১৬, 'জুম'আ' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৪০৪।

(রাঃ)-এর মৃত্যুর পরে আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকালেও অন্য কোথাও উক্ত আযান চালু ছিল না। এমনকি মক্কাতেও নয়। অতএব ওছমান (রাঃ)-এর উক্ত নির্দেশ কখনোই সর্ব যুগের সকল মসজিদে জুম'আর অতিরিক্ত আযান বৈধ হওয়ার দলীল হ'তে পারে না।

সপ্তম দলীল : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামের এমন কতগুলি আমলকে স্বীকৃতি দিয়েছেন যা তিনি নিজে করেননি এবং করতেও বলেননি। যেমন- (ক) একদা প্রচণ্ড শীতের কারণে আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) অপবিত্র অবস্থায় গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করলে রাসূল (ছাঃ) তা স্বীকৃতি দিয়েছেন'।[১০] (খ) প্রত্যেক ওযূর পরে বেলাল (রাঃ)-এর দুই রাক'আত ছালাতকে রাসূল (ছাঃ) স্বীকৃতি দিয়েছেন'।[১১] (গ) ছুটে যাওয়া ফজরের পূর্বের দুই রাক'আত সুন্নাতকে ফরয ছালাতের পরপরই আদায় করাকে রাসূল (ছাঃ) স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন- ক্বায়েস ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) একজন লোককে ফজরের ফরয ছালাতের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে দেখে বললেন, ফজরের ছালাত কি দু'বার? তখন লোকটি বলল, আমি ফজরের পূর্বে দু'রাক'আত পড়িনি। তখন রাসূল (ছাঃ) চুপ হয়ে থাকলেন'।[১২]

অতএব ইসলামী শরী'আতে বিদ'আতে হাসানাহ বৈধ বলেই রাসূল (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামের উল্লিখিত ভালো আমলগুলিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

জবাব : রাসূল (ছাঃ) যেমন ছাহাবায়ে কেরামের কিছু ভালো আমলকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তেমনি তিনি ছাহাবায়ে কেরামের কতগুলি আমলকে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, যা তাঁরা উত্তম আমল হিসাবেই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। যেমন আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা তিন জনের একটি দল রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের বাড়ীতে আসল। তারা রাসূল (ছাঃ)-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। যখন তাদেরকে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জানানো হ'ল তখন তারা এটিকে কম মনে করল। অতঃপর তারা বলল, রাসূল (ছাঃ) কোথায় আর আমরা কোথায়? তাঁর পূর্বের ও পরের সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তারপর তাদের একজন বলল, আমি প্রতি রাত জেগে ছালাত আদায় করব। অপর ব্যক্তি বলল, আমি প্রতিদিন ছিয়াম পালন করব, কখনো ছিয়াম ত্যাগ করব না। অপর ব্যক্তি বলল, আমি নারীর সংশ্রব থেকে দূরে থাকব এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হব না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, তোমরাই কি তারা, যারা এরূপ এরূপ মন্তব্য করেছ? সাবধান! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের চাইতে আল্লাহকে বেশী ভয় করি এবং আমি সবচেয়ে পরহেযগার। কিন্তু আমি রাত্রের কিছু অংশে (নফল) ছালাত আদায় করি এবং কিছু অংশ ঘুমাই। কোন কোন দিন (নফল) ছিয়াম পালন করি এবং কোন কোন দিন ছিয়াম ত্যাগ করি। আর আমি বিবাহ করেছি। فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ 'অতএব যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হ'তে বিমুখ হবে (সুন্নাত পরিপন্থী আমল করবে), সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[১৩]

অত্র হাদীছে উল্লিখিত তিন জন ছাহাবীর কারো উদ্দেশ্যই খারাপ ছিল না। আর ছালাত আদায় করা, ছিয়াম পালন করা অবশ্যই ভালো কাজ। আরেকজন বিবাহ না করে সর্বদা আল্লাহ্র ইবাদত করতে চেয়েছিল, তারও উদ্দেশ্য ভালো ছিল। অথচ রাসূল (ছাঃ) তাদের উল্লিখিত ভালো আমলগুলিকে স্বীকৃতি দেননি; বরং তাদেরকে সুন্নাত পরিপন্থী আমল হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন এবং উম্মত থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার মত কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

সম্মানিত পাঠক! রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে বলে গেছেন, تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ– 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে দু'টিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হ'ল, আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত'।[১৪]

আর সুন্নাত হ'ল, مَا نُقِلَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ وَعَلَى مَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ أَوِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ– 'নবী করীম (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতি থেকে যা বর্ণিত হয়েছে এবং যা ছাহাবায়ে কেরাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের পক্ষ থেকে এসেছে'।[১৫]

উপসংহার : অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা করতে বলেছেন ও যা তিনি নিজে করেছেন, তা করা সুন্নাত। আর যা তিনি করতে বলেননি এবং নিজেও করেননি। কিন্তু অন্য কাউকে করতে দেখলে তাকে নিষেধ করেননি, তাঁর এরূপ মৌনসম্মতিও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী যুগে সৃষ্ট কোন আমলই সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং তা সুন্নাত পরিপন্থী আমল হিসাবে গণ্য হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বর্তমানে বেঁচে নেই যে, তিনি মৌনসম্মতি প্রদান করবেন! সুতরাং সুন্নাত পরিপন্থী কোন আমল ইসলামী শরী'আতে জায়েয হওয়ার আর কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন-আমীন!

[লেখক : কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

---

১০. আবুদাউদ হা/৩৩৪, 'নাপাক অবস্থায় ঠাণ্ডার আশংকায় তায়াম্মুম করা' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ।
১১. তিরমিযী হা/৩৬৮৯; মিশকাত হা/১৩২৬; ছহীহ তারগীব হা/২০১।
১২. আবুদাউদ হা/১২৬৭; ইবনু মাজাহ হা/১১৫৪; মিশকাত হা/১০৪৪, সনদ ছহীহ।
১৩. বুখারী হা/৫০৬৩; মিশকাত হা/১৪৫, 'কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।
১৪. মুওয়াত্তা মালেক হা/৩৩৩৮, মিশকাত হা/১৮৬, অনুচ্ছেদ ঐ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত ১/১৩২ পৃ.; সনদ হাসান।
১৫. আল-মাকাছেদ ইনদাল ইমাম শাতেবী ১/৪৮৩ পৃ.।

যে আমলে দ্বিগুণ ছওয়াব

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ভূমিকা : মানুষ হ'ল আল্লাহ্র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। আল্লাহ তাকে বিবেক-বুদ্ধি ও সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি এই মানুষকে একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। যেমন মানুষের মধ্যে নবী-রাসূলগণ হলেন শ্রেষ্ঠ। আবার আল্লাহ একজন নবীর উপর অপর নবীকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এভাবে রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাসূল নির্বাচন করেছেন। আর সমস্ত নবী-রাসূলদের মধ্যে একজনকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর তিনি হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। আর নবী মুহাম্মাদের উম্মত হিসাবে আমরা হলাম শ্রেষ্ঠ উম্মত এবং আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে মর্যাদান। এই উম্মতের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এমন কিছু আমল বাতলিয়ে দিয়েছেন যা পালন করলে দ্বিগুণ ছওয়াব লাভ করা যায়। নিম্নে তা বর্ণিত হ'ল।

১. আহলে কিতাবের অনুসারীর ইসলাম গ্রহণ : ইসলাম একটি শ্বাশত জীবন বিধান। আর এই ইসলাম প্রকাশিত হওয়ার পর আহলে কিতাবের কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহ'লে তাদের জন্য রয়েছে দ্বিগুণ ছওয়াব। মহান আল্লাহ বলেন, إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ- أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ، 'যখন তাদের নিকট এটি পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে আমরা এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম। এটা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে আগত সত্যবাণী। আর আমরা ইতিপূর্বেও আজ্ঞাবহ ছিলাম'। তারা দ্বিগুণ পুরস্কারপ্রাপ্ত হবে' *(ক্বাছাছ ২৮/৫৩-৫৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তিন ধরনের ব্যক্তির জন্য দু'টি ছওয়াব রয়েছে, তন্মধ্যে একটি হ'ল- (১) رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- আহলে কিতাব যে ব্যক্তি তার নবীর ওপর ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরও ঈমান এনেছে'।[১]

২. কষ্ট সত্ত্বেও কুরআন তেলাওয়াতকারী : কুরআন হ'ল মানুষের হেদায়াতের পথনির্দেশিকা। ফলে এই কুরআন শেখন-পঠন সকল মুসলিমের জন্য আবশ্যক। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা জীবনের প্রথম দিকে কুরআন না শেখার কারণে শেষ বয়সে এসে কুরআনে শেখা কষ্টকর হয় অথবা অনেকের স্বাভাবিকভাবে কুরআন শেখা কষ্টকর হয়। আর এমন ব্যক্তিদের জন্য কুরআন পাঠে দ্বিগুণ ছওয়াব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِى يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، 'কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশতাদের সঙ্গী হবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পড়ার সময় আটকে যায় এবং কষ্ট করে তেলাওয়াত করে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ ছওয়াব'।[২]

৩. নিকটাত্মীয়দের দানকারী : দান করার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে। তথাপি যদি কেউ নিকটাত্মীয়কে দান করে তাহ'লে সেই ছওয়াবের সাথে আত্মীয়তা রক্ষার ছওয়াব যোগ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَهِىَ عَلَى ذِى الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ- 'দরিদ্রকে দান করলে কেবল ছাদাক্বার ছওয়াব মেলে। আর আত্মীয়কে দান করলে ছাদাক্বার ছওয়াব ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার ছওয়াব উভয়ই পাওয়া যায়'।[৩]

৪. আছরের ছালাত হেফাযতকারী : পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছালাত হ'ল ফজর ও আছর ছালাত। আবু বাছরাহ গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুখাম্মাস নামক স্থানে আমাদের নিয়ে আছরের ছালাত আদায় করে বললেন, إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ 'এ ছালাত তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিকট পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা এ ছালাত ধ্বংস করেছিল। যে ব্যক্তি এ ছালাতের প্রতি যত্নবান হবে তাকে দ্বিগুণ ছওয়াব দেয়া হবে'।[৪]

৫. তায়াম্মুম দ্বারা ছালাত আদায়ের পর পানি পাওয়ায় ওযূ দ্বারা আবারও ছালাত আদায়কারী : আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, দু'জন লোক সফরে বের হ'ল। পথিমধ্যে ছালাতের সময় হলে তাদের কাছে পানি ছিল না। তাই তারা পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করে। অতঃপর ছালাতের সময়ের মধ্যেই তারা পানি পেলে তাদের একজন ওযু করে আবার ছালাত আদায় করে এবং দ্বিতীয়জন তা করল না। এরপর তারা ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে তা বর্ণনা করে। যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করেনি তাকে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি সুন্নাতের উপরই ছিলে। এ ছালাতই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি ওযূ করে পুনরায় ছালাত আদায় করেছে তাকে বললেন, لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ 'তোমার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে'।[৫]

১. বুখারী হা/৯৭; মুসলিম হা/১৫৪; মিশকাত হা/১১।

২. বুখারী হা/৪৯৩৭ আবুদাঊদ হা/১৪৫৪; তিরমিযী হা/২৯০৪।
৩. তিরমিযী হা/৬৫৮; মিশকাত হা/১৯৩৯, সনদ ছহীহ।
৪. মুসলিম হা/৮৩০; নাসাঈ হা/৫২১।
৫. আবুদাঊদ হা/৩৩৮; দারেমী হা/৭৪৪; মিশকাত হা/৫৩৩, সনদ ছহীহ।

৬. সঠিক বিচারক : একজন বিচারকের আবশ্যকীয় কর্তব্য হ'ল সঠিক বিচার করা। তিনি যদি প্রলুব্ধ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা সর্বোকৃষ্ট ফায়ছালা দেওয়ার চেষ্টা করেন তাহ'লে তিনি দ্বিগুণ ছওয়াব পাবেন। আমর বিন 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ– 'বিচারক যখন বিচারকার্য সম্পাদন করেন অতঃপর ইজতিহাদ করেন আর তা যদি সঠিক হয় তবে তার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে। আর বিচারকের ইজতিহাদ যদি ভুল হয়, তবুও তার জন্য একগুণ ছওয়াব রয়েছে'।[৬]

৭. সমুদ্রে ডুবে মারা গেলে : উম্মু হারাম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ وَالْغَرِيقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ– 'নৌযানে সফরকালীন মাথা ঘোরার ফলে বমি (ইত্যাদি সমস্যা) হ'লে একজন শহীদের ন্যায় ছওয়াবের অধিকারী হবে। আর সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুবরণ করলে দু'জন শহীদের সমপরিমাণ ছওয়াব অর্জিত হবে'।[৭]

৮. জিহাদে জন্য দানকারী : আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ একটি উত্তম কাজ। যৌক্তিক কারণে যদি কেউ জিহাদে যেতে না পেরে কোন মুজাহিদকে রসদ-পত্র সরবরাহ করেন তাহ'লে তিনি দান ও মুজাহিদের দু'ই ছওয়াব পাবেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لِلْغَازِي أَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي মুজাহিদ জিহাদ থেকে গাযী হয়ে ফিরে আসার পূর্ণ ছওয়াবের অধিকারী হবেন। আর জিহাদের জন্য রসদ-পত্র দানকারী জিহাদে শামিল হওয়া ও দান করা উভয়ের (দু'টি) ছওয়াবের অধিকারী হবেন'।[৮]

অন্যত্র যায়েদ বিন খালেদ আল-জুহানী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْئًا 'যে ব্যক্তি (জিহাদের জন্য) কোন যোদ্ধাকে (তার রসদ সহ) সাজিয়ে দেয়, সেই ব্যক্তিও ঐ যোদ্ধার সমপরিমাণ ছওয়াব লাভ করে, এতে ঐ যোদ্ধার ছওয়াবও কিছু পরিমাণ কম হবে না'।[৯]

৯. মুওয়াযযিন : আমাদের সমাজে ইমাম মুওয়াযযিনের মর্যাদা না থাকলেও আল্লাহ্‌র নিকট অফুরন্ত সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। ক্বিয়ামাতের দিন তাদের গরদান সবচেয়ে উচু হবে। এছাড়াও তাদের আযান দেওয়ার নেকী এবং তাদের আযানের আহ্বানে যত মানুষ ছালাত আদায় করবে তারও নেকী পাবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وأجره مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ 'মুওয়াযযিনকে তার আযানের ধ্বনি যতদূর পৌঁছবে ততদূর পর্যন্ত ক্ষমা করা হয়। আর প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব বস্তু যে তার আযান ধ্বনি শুনবে সবাই তার সত্যায়ন করে। যারা তার সাথে ছালাত আদায় করবে তার অনুরূপ ছওয়াবও তাকে লিখে দেওয়া হবে'।[১০]

১০. ছায়েমকে ইফতার করানো ব্যক্তি : আল্লাহ নৈকট্য লাভের অন্যতম একটি মাধ্যম হ'ল ছিয়াম। ছিয়াম সাহারী ছুবহে ছাদিকের পূর্বে নিয়তের সাথে খানা-পিনার মাধ্যমে শুরু হয় এবং শেষ হয় ইফতার করার মাধ্যমে। আর এই ছায়েমকে যদি কোন ব্যক্তি ইফতার করায়, তাহ'লে সে ছায়েমের মত ছওয়াব লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا 'যে ব্যক্তি ছায়েমকে ইফতার করাবে, তার জন্য ঐ ছায়েমদের অনুরূপ ছওয়াব রয়েছে। অথচ তাদের ছওয়াবে কোন কমতি করা হবে না'।[১১]

১১. দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষাদানকারী : দ্বীনী ইল্‌ম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয। আর এই সম্মানিত শিক্ষদানের কাজে যিনি নিয়োজিত থাকেন তিনি দ্বিগুণ ছওয়াব লাভ করবেন। সাহল বিন মু'আয বিন আনাস স্বীয় পিতা (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ شيء– 'যে ব্যক্তি ইসলামের জ্ঞান শিক্ষা দিবে, সে তদানুযায়ী আমলকারীর অনুরূপ প্রতিদান লাভ করবে। এতে আমলকারীর প্রতিদান কোন অংশে কম হবে না'।[১২]

১২. জানাযা ও দাফনে অংশগ্রহণকারী : কোন ব্যক্তি যদি জানাযা শেষে দাফন কার্য সম্পাদন করে, তাহ'লে সে জানাযার জন্য এক ক্বীরাত এবং দাফন দেওয়ার জন্য আরও এক ক্বীরাত ছওয়াব অর্জন করবে। মুসাইয়াব ইবনু রাফি হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বারা ইবনু 'আযেব (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ قِيرَاطٌ وَمَنْ مَشَى مَعَ الْجَنَازَةِ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ قِيرَاطَانِ وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ– 'যে ব্যক্তি জানাযার ছালাত আদায় করা পর্যন্ত জানাযার অনুগমন করে তার জন্য এক ক্বীরাত ছওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত জানাযার অনুগামী হয় তার জন্য

৬. ছহীহ বুখারী হা/৭৩৫২; মুসলিম হা/১৭১৬; মিশকাত হা/৩৭৩২।
৭. আবুদাঊদ হা/২৪৯৩; মিশকাত হা/৩৮৩৯; ছহীহুত তারগীব হা/১৩৪৩।
৮. আবুদাঊদ হা/২৫২৬; মিশকাত হা/৩৮৪২; ছহীহাহ হা/২১৫৩।
৯. ইবনু মাজাহ হা/২৭৫৯; ছহীহুল জামে' হা/৬১৯৪।
১০. নাসাঈ হা/৬৪৬; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৫।
১১. তিরমিযী হা/৮০৭; ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৬; মিশকাত হা/১৯৯২।
১২. ইবনু মাজাহ হা/২৪০; ছহীহুত তারগীব হা/৮০।

দুই ক্বীরাত ছওয়াব রয়েছে। এক ক্বীরাত উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ'।[১৩]

১৩. ঋতুবতী মহিলাদের ত্বাওয়াফে ইফাযাহ : আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি ওমরার ইহরাম বাঁধলেন, এরপর (মক্কায়) পৌঁছলেন এবং বায়তুল্লাহ ত্বাওয়াফ না করতেই ঋতুবতী হলেন। এরপর তিনি হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন এবং এর যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন ত্বাওয়াফ ব্যতীত। নবী করীম (ছাঃ) মিনায় অগ্রসর হওয়ার দিন তাকে বললেন, তোমার (একবারের) ত্বাওয়াফই তোমার হজ্জ ও ওমরাহ উভয়ের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তিনি তাতে তৃপ্ত হলেন না। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে তার ভাই আব্দুর রহমানের সাথে তানঈম পাঠালেন। অতএব তিনি হজ্জের পর (এখান থেকে) ইহরাম বেঁধে ওমরাহ করলেন'।[১৪]

১৪. মুনিব ও আল্লাহ্র হক আদায়কারী কৃতদাস : একজন কৃতদাস যদি সে তার মুনিবের যথাযথ হক আদায়ের সাথে আল্লাহ্র হকও আদায় করতে পারে, তাহ'লে সে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে। আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হ'ল, وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ 'যে ক্রীতদাস যথা নিয়মে আল্লাহ্র হক আদায় করেছে পুনরায় নিজের মুনীবের হকও আদায় করেছে'।[১৫]

অপর হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ 'আল্লাহ ও নিজ মনিবের) হক আদায়কারী অধীনস্থ দাসের দ্বিগুণ ছওয়াব অর্জিত হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আবু হুরায়রার জীবন আছে! যদি আল্লাহ্র পথে জিহাদ, হজ্জ ও আমার মায়ের সেবা না থাকত, তাহ'লে আমি পরাধীন গোলাম রূপে মৃত্যুবরণ করা পছন্দ করতাম'।[১৬]

১৫. ক্রীতদাসীকে বিবাহকারী : কোন ব্যক্তি যদি তার কৃতদাসীকে উত্তম শিক্ষাদানের পর স্বাধীন করে দেওয়ার পর বিবাহ করেন, তাহ'লে তিনি দ্বিগুণ ছওয়াব পাবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، 'যার তত্ত্বাবধানে ক্রীতদাসী ছিল, সে তার সঙ্গে সহবাস করেছে, তাকে উত্তমরূপে আদব-কায়দাও শিক্ষা দিয়েছে, অতঃপর তাকে মুক্ত করে দিয়ে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছে, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে'।[১৭]

১৬. সুন্নাহ পুনর্জীবিতকারী : কোন মৃত সুন্নাতকে যদি কোন ব্যক্তি চালু করেন তাহ'লে পরবর্তীদের সমপরিমাণ ছওয়াব পাবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ- 'ইসলামে যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ চালু করলো সে এ চালু করার ছওয়াব তো পাবেই, তার পরের লোকেরা যারা এ নেক কাজের উপর আমল করবে তাদেরও সমপরিমাণ ছওয়াব সে পাবে। অথচ এদের ছাওয়াব কিছু কমবে না'।[১৮]

অপর হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ- 'যে ব্যক্তি কাউকে কোন কল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শন করে, সে উক্ত কার্য সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে'।[১৯]

১৭. কোন নারী যদি স্বামী-সন্তানদের জন্য খরচ করে : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদের স্ত্রী যয়নব অন্য একজন আনছার মহিলা বেলালের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে প্রশ্ন পাঠাল এই মর্মে যে, তারা তাদের অভাবগ্রস্থ স্বামী ও সন্তানদের ছাদাক্বা দিতে পারবে কি না? জওয়াবে রাসূল (ছাঃ) বলে পাঠালেন, পারবে। তিনি আরও বলেন, لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ- 'তাদের জন্য দু'টি পুরস্কার রয়েছে। আত্মীয়তা রক্ষার পুরস্কার ও ছাদাক্বার পুরস্কার'।[২০]

উপসংহার : আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তার প্রিয় বান্দার ছওয়াবের পাল্লা ভারী করার জন্য নানাবিধ আমলের পদ্ধতি নবী করীম (ছাঃ)-এর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং বান্দা হিসাবে আমাদেরকে সেই আমলগুলির প্রতিফলন ঘটাতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে উপরোক্ত আমলগুলি সাধ্যমত করার তাওফীক দান করুন।-আমীন!

---

১৩. ইবনু মাজাহ হা/২৪০; ছহীহুত তারগীব হা/৮০।
১৪. মুসলিম হা/১২১১; আহমাদ হা/২৪৯৭৬।
১৫. বুখারী হা/৯৭; মুসলিম হা/১৬৬৬; মিশকাত হা/১১।
১৬. মুসলিম হা/১৬৬৫; আহমাদ হা/৯২১৩।
১৭. বুখারী হা/৯৭; মুসলিম হা/১৬৬৬; মিশকাত হা/১১।
১৮. মুসলিম হা/১০১৭; মিশকাত হা/২১০।
১৯. মুসলিম হা/১৮৯৩; মিশকাত হা/২০৯।
২০. বুখারী হা/১৪৬৬; মুসলিম হা/১০০০ (৪৫); মিশকাত হা/১৯৩৪।

যে কান্নায় আগুন নেভে

-আব্দুল্লাহ

[২য় কিস্তি]

কুরআন পাঠের সময় কান্না : কুরআন তেলাওয়াতের সময় কবরের আযাব, ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা, জাহান্নামের শাস্তি ইত্যাদি বর্ণনা আসলে ছাহাবী, তাবেঈসহ সালাফদের অনেকে কেঁদে ফেলতেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল :

(১) ইয়াহইয়া ইবনু ফুযায়েল আল-উনায়সী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, যারা মুহাম্মাদ ইবনু মুনকির হ'তে বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে কাউকে আমি বলতে শুনেছি যে, এক রাতে তিনি ছালাত আদায় করছিলেন। হঠাৎ তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং তার কান্না তীব্র থেকে তীব্রতর হ'ল। এমনকি তার পরিবার ভয় পেয়ে গেল। তারা তাকে কান্নার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু তিনি তীব্র কান্নার কারণে কিছুই বলতে পারলেন না। বরং তার কান্না অব্যাহতভাবে চলতে থাকল। অতঃপর তারা তাকে ইবনু হাযেমের কাছে প্রেরণ করলেন। ইবনু হাযেম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিসে আপনাকে কাঁদিয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন, একটি আয়াত। ইবনু হাযম বললেন, কি সে আয়াত? তিনি বললেন, আল্লাহ বলেন, وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ– 'অথচ সেদিন আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাদের জন্য এমন শাস্তি প্রকাশিত হবে, যা তারা কল্পনাও করেনি' *(যুমার ৩৯/৪৭)*। অতঃপর ইবনু হাযমও তার সাথে কাঁদতে লাগলেন। এমনকি তাদের কান্না খুবই তীব্র হ'ল'।[১]

(২) একদা আমর ইবনু উতবাহ ছালাতে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি ক্বিরাআত পড়তে পড়তে এই আয়াতে পৌঁছালেন, وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلَا شَفِيْعٍ يُطَاعُ– 'তুমি তাদেরকে আসন্ন (ক্বিয়ামত) দিবস সম্পর্কে সতর্ক করে দাও। যেদিন দম বন্ধ হয়ে প্রাণসমূহ ওষ্ঠাগত হবে। যেদিন যালেমদের কোন বন্ধু থাকবে না বা কোন সুফারিশকারী থাকবেনা, যা কবুল করা হবে' *(গাফের ৪০/১৮)*। তখন তিনি কাঁদতে কাঁদতে ক্বিরাআত বন্ধ করে দিলেন এবং বসে পড়লেন। অতপর আবার দাঁড়ালেন এবং ক্বিরাআত শুরু করলেন। অতঃপর আবার বসে পড়লেন। এভাবে সকাল হয়ে গেল'।[২]

(৩) ক্বাসেম ইবনু মা'আন হ'তে বর্ণিত, আবু হানীফা এক রাতে ছালাতে দাঁড়িয়ে এই আয়াতটি বারবার পড়ছিলেন, بَلِ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ– 'নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীরা থাকবে জান্নাতে ও নদী সমূহের মাঝে' *(ক্বামার ৫৪/৪৬)*। অতঃপর তিনি ফজর পর্যন্ত কাঁদতে কাঁদতে মিনতি করেছিলেন'।[৩]

(৪) আহমাদ ইবনু সাহল আল-হারী বলেন, একদিন আমি বকর ইবনু কুতায়বা ইবনু আব্দুল্লাহ্র পাশে ছিলাম। আমি এশার ছালাতের পর চলে আসলাম। তখন তিনি এই আয়াত পড়ছিলেন, يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ– 'হে দাঊদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে শাসক নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে ন্যায়বিচার কর। এ বিষয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তাহ'লে তা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। এ কারণে যে, তারা বিচার দিবসকে ভুলে গেছে' *(ছোয়াদ ৩৮/২৬)*। অতঃপর সাহরীর সময় আমি তার নিকট গেলাম। তখনও তিনি ঐ আয়াতই পাঠ করছিলেন এবং কাঁদছিলেন। আমি বুঝতে পারলাম তিনি রাতের প্রথমাংশ থেকে কেবল এই আয়াতই পড়েছেন'।[৪]

(৫) ইবনু ওমর সূরা মুতাফফিফীন তেলাওয়াত করতে করতে এই আয়াত পাঠ করলেন,–يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ 'যেদিন মানুষ দণ্ডায়মান হবে বিশ্বপালকের সম্মুখে' *(মুতাফফিফীন ৮৩/৬)*। অতঃপর তিনি প্রচণ্ড কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং ক্বিরাআত পাঠ হ'তে বিরত থাকলেন'।[৫]

(৬) ইবনু ওমরের মুক্তদাস নাফে' বলেন, ইবনু ওমর সূরা বাক্বারাহ শেষের এই আয়াত দু'টি কখনো ক্রন্দন ব্যতীত পড়েননি, لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ– 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র। আর তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে, তা তোমরা প্রকাশ কর বা গোপন কর, তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ তার হিসাব নিবেন। অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন ও যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। বস্তুত

১. শামসুদ্দীন যাহবী, তারীখুল ইসলাম, ৮/২৫৮।
২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৪০১; হিলইয়াতুল আওলিয়া ৪/১৫৮।
৩. যাহবী, তারীখুল ইসলাম, ৫/২৯৩; হিলইয়াতুল আওলিয়া ৪/১৫৭।
৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৬০০।
৫. আয-যুহদু লি আহমাদ ইবনু হাম্বল ১/১৫।

আল্লাহ সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাশালী' *(বাক্বারাহ ২/২৮৪)*। অতঃপর তিনি বলেন, অবশ্যই এই হিসাব খুবই কঠিন'।[৬]

(৭) ওমর ইবনু আব্দুল আযীয এক রাত্রে ছালাতে সূরা লাইল পাঠ করছিলেন। অতঃপর তিনি এই আয়াতে পৌঁছালেন। আল্লাহ বলেন, فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى 'অতএব আমি তোমাদেরকে প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে ভয় প্রদর্শন করছি' *(লাইল ৯২/১৪)*। তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। কিন্তু এই আয়াতকে অতিক্রম করতে পারছিলেন না। অতঃপর তিনি সূরাটি শুরু থেকে আবার পড়তে লাগলেন এবং এই আয়াতে পৌঁছালেন। কিন্তু তিনি এই আয়াতটি আবারও অতিক্রম করতে পারলেন না। এরূপ দুই অথবা তিনবার করলেন। তখন তিনি এই সূরা ব্যতীত অন্য আরেকটি সূরা পড়লেন'।[৭]

(৮) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ঠাণ্ডা পানি পান করলেন এবং খুব কান্নাকাটি করলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, কিসে আপনাকে কাঁদিয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি আল্লাহ্র কিতাবের একটি আয়াত স্মরণ করছি। আল্লাহ বলেন, وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مُرِيْبٍ– 'তাদের ও তাদের (দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার) আকাংখার মধ্যে পর্দা পড়ে গেছে। যেমন ইতিপূর্বে তাদের সমগোত্রীয় (কাফেরদের) ক্ষেত্রে করা হয়েছে। তারা ছিল ভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে নিমজ্জিত' *(সাবা ৩৪/৫৪)*। তখন আমি জানতে পারলাম যে, জাহান্নামীরা কোন কিছুর কামনা করবে না। তাদের কামনা হবে কেবল ঠাণ্ডা পানির। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالُوْا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِيْنَ– 'আর জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদের ডেকে বলবে, আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ তোমাদের যেসব রিযিক দিয়েছেন, তা থেকে কিছু দাও। তারা বলবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ এ দুই বস্তু কাফিরদের উপর হারাম করেছেন' *(আ'রাফ ৭/৫০)*।[৮]

(৯) মালেক ইবনু দিনার এই আয়াতটি পাঠ করলেন, لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ– 'যদি এই কুরআন আমরা কোন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তাহলে অবশ্যই তুমি তাকে আল্লাহ্র ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হ'তে দেখতে। আর আমরা এইসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি যাতে তারা চিন্তা করে' *(হাশর ৫৯/২১)*। অতঃপর তিনি কাঁদলেন এবং বললেন, আমি তোমাদেরকে শপথ করে বলছি যে, এই কুরআন পাঠ করে কোন বান্দা মুমিন হ'তে পারবে না, যদি কুরআন তার অন্তরে আঘাত না হানে'।[৯]

(১০) হাসান ইফতার করার জন্য এক কলস পানি নিয়ে আসলেন। অতঃপর যখন তিনি সেটা মুখের কাছে নিলেন তখন কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমি জাহান্নামীদের আকাঙ্খার কথা স্মরণ করছি। আল্লাহ বলেন, وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالُوْا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِيْنَ– 'আর জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদের ডেকে বলবে, আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ তোমাদের যেসব রিযিক দিয়েছেন, তা থেকে কিছু দাও। তারা বলবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ এ দুই বস্তু অবিশ্বাসীদের উপর হারাম করেছেন' *(আ'রাফ ৭/৫০)*।[১০]

(১১) একদিন আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা কাঁদছিলেন। তখন তার স্ত্রীও কাঁদতে লাগলেন। তিনি তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, কিসে তোমাকে কাঁদিয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি আপনাকে কান্না করতে দেখেছি। তাই আমিও কাঁদছি। তখন তিনি বললেন, আমি এই আয়াতটি স্মরণ করে কাঁদছি,–وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا 'আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে সেখানে পৌঁছবে না। এটা তোমার পালনকর্তার অমোঘ সিদ্ধান্ত' *(মারইয়াম ১৯/৭১)*। আর আমি জানি না যে, আমি সেখানে প্রবেশ করা হ'তে মুক্তি পাব কি না।[১১]

(১২) আব্দুল্লাহ ইবনু আবী মুলাইকা হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মক্কা থেকে মদীনা সফরে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সাহচর্য পেয়েছি। অতঃপর যখন তিনি মদীনায় পৌঁছলেন তখন রাতের কিছু অংশে ক্বিয়াম করলেন। আবু আইয়ূব তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তার ক্বিরাআত কেমন ছিল? তিনি উত্তর দিলেন, ইবনু আব্বাস খুবই ধীরে সুস্থে এই আয়াতটি পাঠ করলেন, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ– 'আর মৃত্যু যন্ত্রণা আসবেই সুনিশ্চিতভাবে। যা থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াতে' *(ক্বফ ৫০/১৯)*। এরপর ফুঁফাতে লাগলেন'।[১২]

(১৩) আয়েশা (রাঃ)-কে পাঠ করেন, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا– 'আর তোমরা নিজ নিজ গৃহে

৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/৩০৫।
৭. তাফসীর ইবনু রজব ১/৬৪০।
৮. শু'আবুল ঈমান হা/৪২৯৪।
৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/৩৭৮।
১০. হিলইয়াতুল আওলিয়া ৬/১৮৯।
১১. তাফসীর ইবনু রজব ১/৬৬৬।
১২. হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/৩২৭।

অবস্থান করবে। প্রাচীন জাহেলী যুগের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না। তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হও। হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পবিত্র করতে' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। অতঃপর আয়েশা (রাঃ) কাঁদতে কাঁদতে তার উড়না ভিজিয়ে ফেললেন'।[১৩]

(১৩) বশীর হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক রাত্রে আমি রবী' বিন খুছাইম-এর নিকট থাকার জন্য মনস্থ করলাম। যখন তিনি রাত্রে ছালাতে দাঁড়ালেন। তখন তিনি এই আয়াতটি পড়ছিলেন, أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ– 'যারা পাপসমূহ অর্জন করে, তারা কি ভেবেছে যে, আমরা তাদের বাঁচা ও মরাকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মাদি সম্পাদন করে? কতই না মন্দ সিদ্ধান্ত তারা নিয়ে থাকত' *(জাছিয়াহ ৪৫/২১)*। অতঃপর তিনি রাত্রে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সকাল করে ফেললেন। তথাপিও অধিক কান্নার কারণে তিনি এই আয়াতটিকে অতিক্রম করে অন্য আয়াতে যেতে পারেননি'।[১৪]

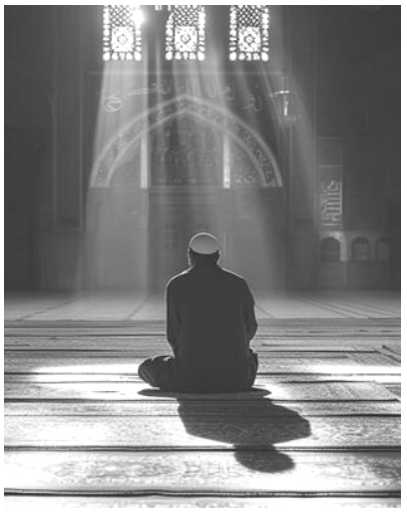

(১৪) ইব্রাহীম ইবনু আশ'আস বলেন, এক রাত্রে ফুযায়েলকে আমি সূরা মুহাম্মাদ পড়ে কান্না করতে শুনলাম। তিনি এই আয়াতটি বারবার পড়ছিলেন, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا– 'আর তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করবে। প্রাচীন জাহেলী যুগের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না। তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হও। হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পবিত্র করতে' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩১)*। এবং বলতে লাগলেন, إِنَّكَ إِنْ بَلَوْتَ أَخْبَارَنَا هَتَكْتَ أَسْتَارَنَا إِنَّكَ إِنْ بَلَوْتَ أَخْبَارَنَا فَضَحْتَنَا '(হে আল্লাহ!) যদি আপনি আমাদের অবস্থা যাচাই করেন তবে আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং আমাদের পর্দা ফাঁস করবেন। যদি আপনি আমাদের অবস্থা যাচাই করে তবে আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন এবং আমাদেরকে শাস্তি দিবেন'।[১৫]

আল্লাহ্‌র ভয়ে কান্না : আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ– 'বস্তুত আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল' *(ফাত্বির ৩৫/২৮)*। আল্লাহর ভয়ে সালাফদের কান্না এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। যেমন (১) কাব আল-আখবার বলতেন, আল্লাহ্‌র ভয়ে এক বিন্দু অশ্রু আমার নিকট আমার ওযন সমপরিমাণ স্বর্ণ ছাদাক্বাহ করা অপেক্ষা উত্তম'।[১৬]

(২) আব্দুল্লাহ ইবনে দিনার হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু ওমরের সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলাম। পথিমধ্যে আমরা যাত্রা বিরতি করলাম। তখন আমাদের নিকটে পাহাড় থেকে একজন রাখাল আসলে তিনি তাকে বললেন, তুমি কি রাখাল? সে উত্তর দিল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমার কাছে একটি ছাগল বিক্রি করে দাও। সে উত্তর দিল, আমি তো ক্রীতদাস। তিনি বললেন, তুমি তোমার মালিককে বলবে যে, একটি ছাগল বাঘে খেয়ে ফেলেছে। তখন সে বলল, তাহ'লে আল্লাহ কোথায়? (আল্লাহ কি দেখছেন না?) ইবনু ওমর তার কথা পুনরাবৃত্তি করে বললেন, আল্লাহ কোথায়! অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং পরবর্তীকালে তাকে (ক্রীতদাস রাখাল) ক্রয় করে মুক্ত করে দিলেন।[১৭]

(৩) আহমাদ ইবনু ক্বাসেম বলেন, আমি সুফিয়ান ছাওরীর সাথী ও খাদেম মুজিব ইবনু মুসা আল-ইস্পাহানীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি মক্কাতে সুফিয়ান ছাওরীর নিকটে ছিলাম। তিনি প্রচুর কান্নাকাটি করতেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার এই কান্না কি পাপের ভয়ে? অতঃপর তিনি কোষ থেকে একটি কাটা নিয়ে সেটিকে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমার পাপ আমার নিকট এর চেয়ে সহজ। বরং আমি তাওহীদকে পরিবর্তন করে ফেলার ভয় করি'।[১৮]

[ক্রমশ]

***[লেখক :** ২য় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।]*

১৩. হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/৪৮।
১৪. হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/১১২।
১৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া ৮/১১১।
১৬. খুতাব ওয়া দরূসু শায়খ আব্দুর রহীম আত-ত্বহহান ১৫২/৩১।
১৭. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৩১০।
১৮. শু'আবুল ঈমান হা/৮৩৯।

আলোচিত ছাত্র আন্দোলন : একটি পর্যালোচনা

-সাইফুল ইসলাম

ছাত্ররাই একটি জাতির ভবিষ্যৎ। প্রজ্ঞা, ন্যায়-নীতি, আদর্শ-মূল্যবোধ ও স্বশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিই হয়ে উঠতে পারে একটি জাতির কর্ণধর। জাতি গঠনের জন মানুষকে নৈতিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা যরুরী। আর এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন ও বৈষম্যহীন আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ করতে পারবে কেবল ছাত্রসমাজই। এ জন্যই একটি আদর্শ সমাজ গঠনে ছাত্রসমাজের গুরুত্ব অপরিসীম। ছাত্রসমাজ যে কোনো অধিকার আদায়ে সচেষ্ট। তবে ছাত্রদের দাবি আদায় করতে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস বহু পুরনো। শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে যৌক্তিক অধিকার আদায়ে মাঠে নেমেছে শিক্ষার্থীরা'।[১] নিম্নে যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত কিছু ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরা হ'ল-

১. ইম্পেরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়, চিন : ১৬০ খ্রিস্টাব্দে চীনে বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম ছাত্র আন্দোলন হয়। ইম্পেরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তখন সরকারের কয়েকটি নীতির প্রতিবাদে রাস্তায় নামে। তাদের আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন কিছু মেধাবী ছাত্রনেতা। তারা ছিল তুলনামূলকভাবে গরীব পরিবার থেকে উঠে আসা। এই আন্দোলন সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। প্রায় ৩০ হাযার মানুষ এ আন্দোলনে অংশ নেয় এবং তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে'।[২]

২. ফরাসি বিপ্লব ও বোহেমিয়ান বিদ্রোহ : ফরাসি বিপ্লবের সময় ছাত্ররা বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়ে। ফ্রান্সের শিক্ষার্থীরা রাজা ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তারা নতুন এবং গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে। ১৮৪৮ সালের বোহেমিয়ান বিদ্রোহের সময়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ছাত্ররা জাতীয়তাবাদী এ আন্দোলনে অংশ নেয়।

৩. হোয়াইট রোজ আন্দোলন : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নাৎসি শাসনের বিরুদ্ধে এক অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে। তারা 'হোয়াইট রোজ' নামে একটি গ্রুপ গঠন করে। তাদের এই প্রচেষ্টা নাৎসি সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে সহায়তা করে এবং নাৎসি প্রোপাগাণ্ডা মেশিনে কিছুটা হলেও ফাটল তৈরী করতে সক্ষম হয়।

৪. গ্রিলবোরো ধর্মঘট : যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনার উলওর্থ লাঞ্চ কাউন্টারে সাদা-কালো ভেদাভেদের প্রতিবাদে চারজন কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্র ধর্মঘট শুরু করে। তাদের আন্দোলনের সাথে শীঘ্রই আরও ৩০০ শিক্ষার্থী যোগ দেয় এবং এই আন্দোলন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাঞ্চ কাউন্টার গুলোতে বর্ণ বৈষম্য রহিত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৪ সালে নাগরিক অধিকার আইন পাস হয়। যা মার্কিন নাগরিক অধিকার আন্দোলনের একটি মাইলফলক ছিল।

৫. মে ১৯৬৮ মুভমেন্ট : ফ্রান্সের মে ১৯৬৮ মুভমেন্ট ছিল একটি বিশাল ছাত্র আন্দোলন। এই সময়ে ফ্রান্সের শিক্ষার্থীরা সংস্কার এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে। এই আন্দোলন ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে।

৬. জাতিবিদ্বেষ বিরোধী আন্দোলন : দক্ষিণ আফ্রিকার সোয়েতোর পাবলিক স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীরা বর্ণ বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭৬ সালের ১৬ জুন, জোহানেসবার্গে কয়েক হাযার শিক্ষার্থী একটি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে অংশ নেয়। তবে পুলিশ তাদের উপর গুলি চালায় এবং এতে অনেক শিক্ষার্থী নিহত ও আহত হয়। এই আন্দোলন ১৯৯৪ পর্যন্ত চলেছিল এবং শেষ পর্যন্ত বর্ণবিদ্বেষী শাসনব্যবস্থার পতন ঘটে এবং নেলসন ম্যান্ডেলা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

৭. তিয়েন আনমেন স্কোয়ার আন্দোলন : চীনের সাবেক কমিউনিস্ট পার্টির মহাসচিব হু ইয়াওবাংয়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া তিয়েন আনমেন স্কোয়ার আন্দোলনে হাযার হাযার ছাত্র। এছাড়াও সাধারণ মানুষ সরকারের স্বচ্ছতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং অন্যান্য অধিকার আদায়ের দাবীতে রাস্তায় নামে। ১৯৮৯ সালের ৪ঠা জুন চীনা সেনাবাহিনী তিয়েন আনমেন স্কয়ারে সমবেত মানুষের ওপর গুলি চালায়। এতে কয়েকশো মানুষ নিহত হয়। এই আন্দোলনের পর চীনে রাজনৈতিক স্বাধীনতা না এলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় কিছুটা উদারনীতি চালু হয়।

৮. ইরানের ছাত্র বিক্ষোভ : ১৯৯৯ সালে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে পুলিশের অযাচিত অভিযান এবং শিক্ষার্থীর ওপর নৃশংস হামলার পর ইরানের শিক্ষার্থীরা ব্যাপক বিক্ষোভে অংশ নেন। এই আন্দোলনের ফলে ইরানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এবং সর্বোচ্চ ধর্মীয়নেতা পুলিশী অভিযানের সমালোচনা করে সংযমের আহ্বান জানান। এই আন্দোলন পরবর্তীতে ইরানের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯. বাহান্নর ভাষা আন্দোলন : ব্রিটিশ উপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে মুক্তির পর এই অঞ্চলের ছাত্র সমাজই প্রথম অনুধাবন করেছিল আমাদের প্রকৃত মুক্তি হয়নি। শোষণের

১. আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ছাত্র সমাজ, মাইন উদ্দিন হাসান, ৬ই জুন'২১।
২. Dhakatimes 24.com-২৯শে জুলাই ২০২৪।

জাল বিস্তার করে আছে চতুর্দিকে। দেশভাগের মাত্র সাত মাসের মাথায় ১৯৪৮ সালের ১১ ই মার্চ বাংলার ছাত্র সমাজকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে মাঠে নামতে হয়। তৎকালীন পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ২১ শে মার্চ ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঘোষণা দেন- Urdu will be the only state language of Pakistan (উর্দু হবে পাকিস্থানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা) এতে গর্জে ওঠে ছাত্রসমাজ। এই প্রতিবাদের ধারাবাহিকতায় শিক্ষার্থীরা গড়ে তোলে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে প্রতিবাদ মিছিলে নামে ছাত্ররা। মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয় ঢাকার রাজপথ। ছাত্র আন্দোলনের মুখে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় সরকার।[৩] এমনি করে ১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতার সংগ্রাম, ১৯৯০ সালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, ২০১৮ সালে নিরাপদ সড়কসহ কোটা সংস্কার আন্দোলন এবং সর্বশেষ ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। যাবতীয় সামাজিক অন্যায়-অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছাত্র বিস্ফোভের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও একটি স্বৈরাচারী শাসকের পতন : ২০২৪ সালের জুলাই মাস এবং আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ জুড়ে ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব ও অভূতশ্রুত গণআন্দোলনের মাধ্যমে বিকারগ্রস্ত স্বৈরতন্ত্রের ধারক শেখ হাসিনা পলায়ন করে জনতার রুদ্র রোষ থেকে জীবন রক্ষা করেন। সমসাময়িক পৃথিবীর ইতিহাসে এটি একটি অনন্য সংযোজন। পৃথিবীর তাবৎ ইতিহাসে এরকম রক্তাক্ত গণআন্দোলনের রেকর্ড বিরল। উদীয়মান তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিকশিত নবজাগরণের বা রেনেসাঁর উন্মেষ থেকেই নবপর্যায়ের এই গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। দেশের তরুণ ছাত্র-জনতার বহু ত্যাগ, তিতিক্ষা ও এক সাগর রক্তের বিনিময়ে এই বিজয় অর্জন সম্ভব হয়েছে।

গত শতাব্দীর অন্যতম ফ্যাসিবাদী শাসক হিটলার তার পতনের বছর কয়েক আগে দম্ভ করে ঘোষণা করেছিলেন, "the third reich will rule the world for one thousand years. 'অর্থাৎ হিটলারের জার্মানি (তৃতীয় জার্মান রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য) এক হাযার বছর পৃথিবী শাসন করবে। এই ঘোষণার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে হিটলারের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। তার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এক নতুন পৃথিবীর যাত্রা শুরু হয়। ইতালীয় দার্শনিক ফ্যাসিবাদের প্রবক্তা ভিলফেডো পেরেটো (pareto) মুসোলিনির শাসনকে বৈধতা দেয়ার জন্য তত্ত্ব হাযির করেন -History is the graveyard of aristocracy অর্থাৎ মানব ইতিহাস অভিজাততন্ত্রের সমাধিক্ষেত্র। কিন্তু পেরেটোর তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণিত করে মুসোলিনির ভাগ্যে নেমে আসে করুন পরাজয়। তারও আগে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি দেশের অত্যাচারী রাজা চতুর্দশ লুই ঘোষণা করেন- I am the state, what I say is law. অর্থাৎ আমি রাষ্ট্র, আমি যা বলি তাই আইন'। এই ঘোষণার কয়েক বছরের মাথায় ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বকালে বাস্তিল দুর্গের পতনের মধ্য দিয়ে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়। রাজা ষোড়শ লুই ও রানী মেরি আতোয়িকে গিলোটিনে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ওই দেশের বীর জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সেখানে রাজতন্ত্রের অবসান হয়।

গভীর পরিতাপের বিষয় প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে ও ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটে। নিষ্ঠুর ও নিকৃষ্ট ফ্যাসিবাদী শাসক শেখ হাসিনা প্রায় ১৬ বছর যাবৎ দোণ্ড প্রতাপে তার স্বৈরশাসন অব্যাহত রাখে। ফলে জনগণের জীবনে নেমে আসে এক দুর্বিসহ অমানিশার ঘোর অন্ধকার। তার অবিচার, অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন, হত্যা, গুম, খুন, সম্পদ লুণ্ঠন, শোষণ, বঞ্চনা ও অধিকার হরণের কাহিনী বিশ্বের যে কোন বিবেকবান মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও শিহরণ সৃষ্টি করবে। অবশেষে গত জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্র জনতার বিদ্রোহ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদী হাসিনা সরকারের পতন ঘটে। দাম্ভিক হাসিনা তার পতনের কিছুদিন আগে ঘোষণা দেন 'হাসিনা পালায় না'। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস, এ ঘোষণার মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে, নির্লজ্জভাবে তিনি দেশ থেকে পালিয়ে জীবন রক্ষা করেন। এক ভয়ংকর লৌহমানবীর দম্ভের পতন দেখল সমগ্র বিশ্ব'।[৪]

নতুন প্রজন্মের যারা ৭১ এ গণহত্যা দেখেনি, তারা বলেছে এবার বায়ান্ন, ঊনসত্তর ও ২৫ মার্চের কালো রাত দেখেছে। মাথা উঁচিয়ে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা যারা এখনো জীবিত আছেন, ৭১ দেখেছিলেন, স্বৈরাচার আইয়ুব খানকে মোকাবেলা করেছিলেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, বায়ান্ন ও একাত্তরেও তারা এমন সীমাহীন নৃশংসতা ও নারকীয় নির্মমতা দেখেননি। স্বৈরাচারী এরশাদের বিরুদ্ধে যারা রাজপথে লড়াই করেছিলেন, তাদের অনেকে বলেছেন, স্বৈরাচার হিসেবে হাসিনার কাছে এরশাদ শিশুতুল্য।[৫]

স্মর্তব্য যে, হাসিনার সরকার কোটা সংস্কার আন্দোলনের সাথে কথিত 'ইসলামী জঙ্গীবাদ' মিশিয়ে পশ্চিমাদের একটা ধাপ্পা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। আর সেটি উঠে আসে বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনের ২৫ জুলাইয়ের এক বিশ্লেষণে। দেশে কিছু ঘটলেই জামায়াত শিবির ও অন্যান্য ইসলামী

৩. ইতিহাসের আলোচিত কয়েকটি ছাত্র আন্দোলন https://www.deshrupantor.com ১৪ই অক্টোবর ২০১৯।

৪. ছাত্র-জনতার সফল বিপ্লব বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়, ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০২৪।

৫. জনগনের মন জয় করুন, ড. আব্দুল লতিফ মাসুম, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৯শে আগস্ট ২০২৪ পৃষ্ঠা ০৬।

দলগুলিকে দোষারোপ করার অপরাজনীতি আমরা হরহামেশা দেখতাম। ঠিক সেভাবেই সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আরাফাত টাইম ম্যাগাজিনকে বলার চেষ্টা করেন যে, সারাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনে উদ্ভূত পরিস্থিতির নেপথ্যে জামায়াত জড়িত। সেকুলারদের সাথে নিয়ে তারা বাংলাদেশকে আফগানিস্তান (তালেবান) হওয়া থেকে রক্ষা করবেন।

কিন্তু মজার ব্যাপার হ'ল, টাইম ম্যাগাজিন আরাফাতের এই মুখস্ত বয়ান খারিজ করে দিয়ে লিখেছিল, 'যখন হাসিনার অর্থনৈতিক রেকর্ড বিপর্যয়ের মুখে ধুঁকছে এবং তার পরিবার প্রকাশ্যে উপহাসের পাত্রে পরিণত হয়েছে, তখন আওয়ামী লীগ তার অন্যতম পুঁজি ইসলামী চরমপন্থা দমনের গল্পের আশ্রয় নিচ্ছে। এতসত্ত্বেও চলমান অস্থিরতার পেছনে ইসলামী চরমপন্থীদের সক্রিয়তার যে দাবি আরাফাত করেছেন, তার পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। এক্ষেত্রে মাস্টারস্ট্রোক হিসেবে টাইম ম্যাগাজিন ড. আলী রিয়াজের এই বক্তব্য তুলে ধরেন, 'পশ্চিমা দেশগুলোর সমর্থন আদায় করতে এমন একটি বয়ান দাঁড় করানোর চেষ্টা চলছে যে, হাসিনা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। যাতে করে তার নৃশংস সমালোচনা বন্ধ করা যায়। আওয়ামী লীগ আগেও এটি ব্যবহার করেছে এবং এখন আবারো চেষ্টা করছে।

অন্যদিকে শেখ হাসিনা চেষ্টা করেছিলেন আন্দোনকারীদের 'রাজাকার' অভিহিত করে ইস্যুটিকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষের পুরনো খেলায় রূপ দিতে। তার সেই পুরনো বিভাজনের রাজনীতি সফল হয়নি। বরং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে 'রাজাকার' বা 'স্বাধীনতাবিরোধী' নামক যেই কমন শত্রুর ন্যারেটিভ দাঁড় করিয়েছিল হাসিনার সরকার, তা পাকাপাকিভাবে দাফন হয়ে যায়। সেই ন্যারেটিভ ব্যবহার করে যাবতীয় অপকর্ম, যুলুম ও মানবাধিকার লঙ্ঘন সব যায়েজ করার চেষ্টা করা হ'ত। ২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকার মাটিতে রাতের আঁধারে জঙ্গীবাদ ও মৌলবাদের জিগির তুলে হেফাযতে ইসলাম তথা কওমী মাদ্রাসা ভিত্তিক আলেম সমাজকে নৃশংসভাবে নির্মূল করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ঢাকার মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং সাধারণ জনতা তখন চুপ থাকলেও এবারের কোটা সংস্কার আন্দোলনে তাদের অনেকের সন্তান প্রাণ হারায় পুলিশের গুলিতে। সময় সময়ে প্রত্যেকের চুপ থাকার পাপ ও নিয়তি একে একে সবাইকে গ্রাস করেছিল। যেন সবাইকে যালিমশাহীর যুলুমের স্বাদ পাইয়ে তারপর তার পতন ঘটালেন মহান আল্লাহ। এটি আমাদের সবার জন্য এক বড় শিক্ষা'।[৬]

লেখক : সভাপতি, দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা

৬. গণহত্যা ও হাসিনার পতন বড় শিক্ষা, তারেকুল ইসলাম, দৈনিক নয়া দিগন্ত, পৃষ্ঠা ০৬, ২৮ আগস্ট ২০২৪।

সম্পাদকীয় বাকী অংশ

লোভহীন নিরেট সততা, সত্য ও কল্যাণের নিরন্তর অভীপ্সা এবং ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে মধ্যপন্থা অবলম্বনের চর্চা একজন মানুষকে ধাপে ধাপে সমাজ গড়ার জন্য উপযুক্ত করে তোলে। সেই সাথে সময়ের যথাযথ ব্যবহার মানুষকে যুগোপযোগী করে তোলে। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কালের শপথ করে সূরা নাযিল করেছেন এবং তাতে ঈমানদার ও সৎআমলকারীদের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি সত্যসেবী এবং ধৈর্যশীলদের বিশেষভাবে প্রশংসা করেছেন। কারণ সততা মানুষকে কঠিন সময়ে আদর্শের উপর সুদৃঢ় রাখে, আর ধৈর্য মানুষকে আবেগী ও ভুল সিদ্ধান্ত থেকে রক্ষা করে এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহযোগিতা করে।

সুতরাং মেধাবী এবং সচেতন তরুণ ও যুবক ভাইদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, সমাজ সংস্কারের জন্য প্রস্তুতি নিতে চাইলে সময়কে গুরুত্ব দেয়া ও সময়কে সঠিকভাবে পাঠ করার জন্য আমাদের উদ্যোগী হ'তে হবে। আমাদের পড়াশোনা, গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। এদেশ ও সমাজে যদি আমরা ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই, তবে অবশ্যই আমাদেরকে ইখলাছ ও ইস্তিকামাতের নীতিতে বলীয়ান হতে হবে। নববী আদর্শের বাইরে যাবতীয় পথ, মত ও কর্মসূচীকে পদদলিত করার মত নৈতিক বল ও সাহস থাকতে হবে। আদর্শের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান ধরে রাখতে হবে। উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া, ঐক্যের আহ্বান, প্রতিপক্ষের প্রতি সহনশীলতা সবই থাকবে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই আপোষকামিতাকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। কারণ আদর্শ ও নৈতিকতার গোপন ঘাতক হ'ল আপোষকামিতা, যা আমাদের অলক্ষ্যে আমাদেরকে লক্ষ্যচ্যুত করে দেয়। সুতরাং আসুন বর্তমান সময়টাকে আমরা নে'মত হিসাবে গ্রহণ করি, ইসলামকে সমাজের বুকে প্রচারের যে চমৎকার উর্বর ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে, তা কাজে লাগাই। আমাদেরকে মানুষের ঘরে ঘরে যেতে হবে, ইসলামের সঠিক বার্তা সর্বত্র পৌঁছে দিতে হবে, যাতে তারা বুঝতে পারে ইসলামের সৌন্দর্য, অনুভব করে রবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কেবল ইবাদতে নয়, বরং জীবনে সর্বক্ষেত্রে। এই তাযকিয়া ও তারবিয়াহর কর্মসূচীর মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ সমাজকে আমরা সঠিক পথ দেখাতে পারব।

সেই সাথে আমাদেরকে সতর্ক থাকবে হবে যেন আবেগে ভেসে একদিকে খিলাফতের নামে চরমপন্থা, অপরদিকে হেকমতের নামে আপোষকামিতা নামক দুই অন্তর্ঘাতী অস্ত্রের শিকার যেন আমরা না হয়ে যাই। নতুবা সময়ের দাবী মেটাতে আমরা ব্যর্থ হব এবং আমরা বহু মানুষের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতার নে'মত থেকে আবার বঞ্চিত হয়ে যাব। আল্লাহ আমাদেরকে দেশ ও সমাজকে ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজানোর তাওফীক দান করুন এবং যাবতীয় অকল্যাণ থেকে হেফাযত করুন। আমীন!

মাহফূযুর রহমান (জয়পুরহাট)

[মাহফূযুর রহমান (৬২) জয়পুরহাট সদরের পলিকাদোয়া গ্রামে ১৯৬২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি ৩ ছেলে ও ৩ মেয়ের জনক। তিনি ১৯৮২ সালে জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘে'-র প্রথম আহ্বায়ক ও ১৯৮৪ সালে প্রথম সভাপতি এবং ১৯৮৯ সালে 'যুবসংঘে'-র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মনোনীত হন। অতঃপর ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গঠিত হলে তিনি অত্র যেলার প্রথম সভাপতি মনোনীত হন। বর্তমানে তিনি 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ও যেলা 'আন্দোলনে'র প্রধান উপদেষ্টা। তাঁর নিম্নোক্ত সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন 'যুবসংঘে'-র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম (জয়পুরহাট)।

তাওহীদের ডাক : আপনি কেমন আছেন?

মাহফূযুর রহমান : আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি।

তাওহীদের ডাক : আপনি কিভাবে 'যুবসংঘে'র সন্ধান পান এবং কিভাবে এই সংগঠনে যুক্ত হন?

মাহফূযুর রহমান : ১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে আমরা পলিকাদোয়ায় একটি হাফেযিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। উক্ত মাদ্রাসার বার্ষিক মাহফিলের জন্য স্যারের একটি তারিখ নিতে রাজশাহীতে যাই। তিনি শর্ত দিলেন যে, কমপক্ষে ৫জন যুবককে উপস্থিত করতে হবে যারা 'যুবসংঘ' করবে। নির্ধারিত দিনে স্যার আসলেন এবং মাহফিল শেষে সকলের পরামর্শক্রমে আমাকে 'আহ্বায়ক' করে জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘে'র একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে দিলেন। এভাবেই 'যুবসংঘে'র সাথে আমার পথ চলা শুরু হয়।

তাওহীদের ডাক : আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের সাথে আপনার প্রথম পরিচয় কিভাবে হয়?

মাহফূযুর রহমান : ১৯৮২ সালে জয়পুরহাট যেলাধীন ক্ষেতলাল উপযেলার অন্তর্গত বটতলী ফাতেমাতুয যাহরা ফাযিল মাদ্রাসার সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি পোস্টারে আমীরে জামা'আত ও শায়েখ আব্দুল মতীন সালাফীর (ভারত) নাম দেখি। উক্ত সম্মেলনেই আমীরে জামা'আতের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়।

তাওহীদের ডাক : প্রথম দিকে আপনাদের দাওয়াতী কাজ কেমন ছিল?

মাহফূযুর রহমান : আহ্বায়ক কমিটি গঠনের পর আমাদের গতি বেড়ে যায়। অতঃপর আমরা 'যুবসংঘে'র প্রথম শাখা গঠন করি 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র সাবেক প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামের জন্মস্থান কোমরগ্রাম। মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামকে অর্থ সম্পাদক করে 'যুবসংঘে'র একটি শাখা গঠন করি। এরপর ৭ দিনের মধ্যে আরও ৪টি শাখা গঠিত হয়। পরের সপ্তাহে জয়পুরহাট-সদর, আক্কেলপুর, কালাই, ক্ষেতলাল ও পাঁচবিবি এই ৫ থানায় ১টি করে শাখা গঠিত হয়। আমরা জুম'আর দিনে দুই আযান, ফরয ছালাত শেষে দলবদ্ধ মুনাজাত, সাহারীর আযান না দেওয়া, জানাযার পর হাত তুলে সম্মিলিত মুনাজাত, মৃত্যুর দিনে বা ৩য় দিনে বা ১০ বা ৪০ দিনে মাইয়েতের বাড়ীতে জাঁকজমক সহকারে 'খানা'র আয়োজন সহ নানাবিধ শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমীরে জামা'আতের নির্দেশনা অনুযায়ী দাওয়াতী কাজ করতাম। ফলে মসজিদ থেকে চায়ের স্টল পর্যন্ত সর্বত্র 'যুবসংঘ'কে নিয়ে আলোচনা শুরু হ'ল।

অতঃপর ১৯৮৪ সালে 'যুবসংঘে'র তৎকালীন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম ভাই জয়পুরহাটে আসেন। তিনি ঐ সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের বি.এ সম্মানের ছাত্র ছিলেন। বর্তমানে যিনি 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক। জয়পুরহাট সদরের কোমরগ্রাম জামে মসজিদে প্রোগ্রাম হয়। সেখানে সকলের পরামর্শক্রমে নবগঠিত জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হিসাবে আমাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। শফীকুল ইসলাম ভাইকে প্রচার সম্পাদক করা হয়। এরপর ১৯৮৯ সালে আমি 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মনোনীত হয়েছিলাম।

তাওহীদের ডাক : আমীরে জামা'আতের সাথে আপনার উল্লেখযোগ্য কোন স্মৃতি আছে কি?

মাহফূযুর রহমান : হ্যাঁ অনেক আছে। তবে এখানে কয়েকটি উল্লেখ করতে চাই। যেমন- (১) 'যুবসংঘে'র যেলা কর্মপরিষদের মিটিংয়ের উদ্দেশ্যে প্রায় প্রতি মাসেই জয়পুরহাট থেকে ট্রেন যোগে রাজশাহীতে এসে আমি প্রথমে স্যারের সাধুর মোড়ের ভাড়া বাসায় যেতাম। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্যারের কখনও আসতে দেরি হ'লে আমি পার্শ্ববর্তী মসজিদে অপেক্ষা করতাম। স্যারের সাথে দেখা হওয়ার পর তিনি আমাকে বাসায় নিয়ে গিয়ে খাওয়াতেন। ফেরার সময় তিনি 'যুবসংঘে'র পরিচিতি, ভর্তি ফরম ও কিছু লিফলেট দিয়ে যেলায় ভালোভাবে কাজ করার পরামর্শ দিতেন।

(২) ১৯৯০ সালের শেষ দিকের একটি ঘটনা। বিকাল পাঁচটায় জয়পুরহাট থেকে ট্রেন যোগে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। স্যারের সাধুর মোড়ের বাসায় এসে শুনি, তিনি আর এখানে নেই। চক্রান্তের শিকার হয়ে তিনি ২০শে ডিসেম্বর রাজশাহী কোর্টের পাশে হড়গ্রামের একটি ভাড়া বাসায় চলে গেছেন। যার দোতলায় তিনি থাকেন। রাত ২-টার দিকে স্যারের বাসার খোঁজ পেলাম। এরপর দরজায় গিয়ে সালাম দেয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে দরজা খুলে দিয়ে স্যার বললেন, এত রাত্রে কিভাবে আসলে? খানাপিনা করেছ কি?

বললাম, খাইনি। তিনি বললেন, তুমি কি রান্না করতে পার? বললাম, ভাত-ভর্তা রান্না করতে পারি। তারপর ভিতরে গিয়ে রান্না ও খাওয়া সেরে স্যারের বাইরের লাইব্রেরী ঘরে ম্যাটের উপর ঘুমিয়ে গেলাম। এই অবস্থা স্যারের সাধুর মোড়ের বাসায় প্রায়ই হ'ত। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময়ে ট্রেনের সময় অনুযায়ী রাত্রি ১২-টার পরে ৮/১০ জন করে ভর্তিচ্ছু ছাত্র ও অভিভাবক স্যারের বাসায় যেয়ে ভিড় করত। সাদুড়িয়ার আব্দুল ওয়াদূদ একদিন আমার মত এরূপ নিজে রান্না করে ভাত-ভর্তা করে খেয়েছিল। পরের দিন ছিল শুক্রবার। ফজর ছালাত মসজিদে গিয়ে স্যারের সাথে জামা'আতে আদায় করলাম। ঐ দিনই ছিল হড়গ্রামে স্যারের প্রথম খুৎবা। তাঁর খুৎবা শুনে স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তি বললেন, এই মসজিদের মিম্বর থেকে আজই প্রথম 'আহলেহাদীছ' নাম উচ্চারণ করে খুৎবা শুনলাম। এর আগে কেউ এখানে 'আহলেহাদীছ' নাম উচ্চারণ করেনি। কারণ মসজিদের ইমাম ছিল 'শিবির' কর্মী। কমিটি ছিল নামকে ওয়াস্তে আহলেহাদীছ এবং নানা রাজনৈতিক দলের কর্মী।

(৩) স্যার জয়পুরহাটের সম্মেলনে এলেন। তখন শহর থেকে কাঁচা রাস্তায় কোমরগ্রাম যেতে হ'ত। কোমরগ্রাম বড় কবরস্থানের দক্ষিণ-পূর্ব পার্শে রাস্তায় ছিল বড় একটা 'হাবড়'। সেখানে গিয়ে হাঁটু-কাদা মাড়াতে হ'ত। স্যার আমাদের বললেন, এই ১৫/২০ হাত হাবড় কি তোমরা নিজেরা স্বেচ্ছাশ্রমে ভরাট করতে পার না? বললাম, প্রতি বারই ইলেকশনের সময় চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীরা এই হাবড় ভরাটের প্রতিশ্রুতি দেয়। মেয়াদ পেরিয়ে গেলেও আর কোন খোঁজ-খবর থাকে না। স্যারের কথা মতে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এবং 'যুবসংঘে'র ছেলেরা ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে এসে এক রাতেই হাবড় ভরাট করে দিলাম। পরদিন সকালে যারাই এ রাস্তা দিয়ে শহরে গিয়েছে, তারাই শত মুখে 'যুবসংঘে'র প্রশংসা করেছে। এতে আমরা বুঝি, স্যার কেবল ধর্ম সংস্কারক ছিলেন না, তিনি ছিলেন মূলত একজন সচেতন সমাজ সংস্কারক।

(৪) এক সম্মেলনে এসে স্যারকে নিয়ে আমরা কোমরগ্রামের ভিতর ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। সরু পথে রিক্সা চলে না। এক পর্যায়ে আমরা শফীকুল ভাইয়ের আব্বার মুদি দোকানের পাশে হাযির হ'লাম। স্যার হাত বাড়িয়ে শফীকুলের আব্বার সঙ্গে মুছাফাহা করলেন। পুরা দোকানের দিকে এক নযর তাকিয়ে বললেন, বিড়ি-তামাক-সিগারেট বিক্রি করেন কি? উনি বললেন, না। স্যার বললেন, এই দোকানে যেন ইসলামে অনুমোদিত নয়, এমন কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় না হয়। স্যারের এই কথাগুলি অন্যান্য দোকানদারদের কাছেও পৌঁছে যায় এবং তারাও তা আমল করে।

(৫) এক সম্মেলনে এসে স্যারকে নিয়ে আমরা পায়ে হেঁটে সম্মেলন স্থলে যাচ্ছি। গ্রামের ভিতর দিয়ে বেশ ঘোরা রাস্তা। স্যার বললেন, সম্মেলন স্থল কোন দিকে? আমরা আঙ্গুলের ইশারায় বললাম, গ্রামের নীচে ধানক্ষেতে। যা এখান থেকে দেখা যায়। স্যার বললেন, চলো ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাই। যেমন কথা তেমন কাজ। উনি ধানক্ষেতে নেমে পড়লেন এবং সোজা আড়াআড়ি ধান কাটার গোঁজ মাড়িয়ে সরাসরি সম্মেলন স্থলে পৌঁছে গেলেন। অতঃপর ওযূ করে স্টেজে উঠলেন। তাঁর এই সরলতা আমাদেরকে মুগ্ধ করল।

(৬) জামালগঞ্জের খেজুরতলীর আব্দুর রহমান আমাদের সংগঠনে ছিল। হঠাৎ জানা গেল সে শুব্বানের যেলা সভাপতির পদ পেয়েছে। সে নাকি সম্মেলনে আসার পথে রাস্তায় স্যারকে বাধা দিবে। তখন হাফিযার ভাইয়ের নেতৃত্বে 'যুবসংঘে'র বিশাল হোণ্ডা মিছিল নিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম। আমীরে জামা'আত কথাগুলি শুনলেন। অতঃপর বললেন, সোজা খেজুরতলী মসজিদে চলো এবং ওকে ও তার তার বাবাকে ডেকে নিয়ে এসো। আমরা সেটাই করলাম। ওদেরকে সামনে হাযির করলাম। তারা এতই ভীত হয়েছিল যে, সামনে আসার পর সালাম-মুছাফাহা এবং আপ্যায়ন ছাড়া তাদের মুখে অন্য কোন কথাই ছিল না। আমীরে জামা'আতের এই সম্মুখ মোকাবিলার সাহস দেখে আমরা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম।

(৭) একবার যেলা সম্মেলনের ঘটনা। স্যারের জন্য আমরা জয়পুরহাট সার্কিট হাউসে একটি রুম বরাদ্দ চেয়ে দরখাস্ত করি। কিন্তু কুচক্রীদের কারণে প্রশাসন রুম বরাদ্দ দিতে গড়িমসি করে। তখন এনডিসি-র দায়িত্বে আসা জনৈক তরুণ অফিসার ডিসি ছাহেবকে বলেন, স্যার! আমি ও আমার স্ত্রী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বোটানীর শিক্ষার্থী ছিলাম। স্যার একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ। তার কর্মীরা কোনরূপ হৈ-হাঙ্গামা করেন না। আমার অনুরোধ, আপনি একটির স্থলে দু'টি কক্ষ দিয়ে দিন। যাতে স্যারের সঙ্গীরা সেখানে থাকতে পারে। ডিসি ছাহেব সেটাই করলেন।

তাওহীদের ডাক : আপনার বন্ধুবর বগুড়ার আইয়ূব আলী সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন?

মাহফূযুর রহমান : সে আগে 'আইয়ূব ডাকাত' নামে পরিচিত ছিল। বগুড়ার কোন এক মাহফিলে সে স্যারের বক্তৃতা শুনে উদ্বুদ্ধ হয়। অতঃপর মাহফিলে শেষে সে স্যারের কাছে চলে আসে। তার পরিচয় জানতে পেরে স্যার তাকে আদর করে বলেন, তুমি পাপকর্ম ছেড়ে দাও এবং তওবা কর। তাতে তোমার পিছনের সকল গোনাহ মাফ হয়ে যাবে'। সে তাই করল এবং পূর্বের পাপকর্ম ছেড়ে দিল। অতঃপর সে নিয়মিত ছালাত আদায় শুরু করল। এরপর 'যুবসংঘে' যোগ দিল। নিজ গ্রাম পরাণবাড়িয়ার জামে মসজিদে ফরয ছালাতান্তে সম্মিলিত মুনাজাতের বিরুদ্ধে সে কথা বলতে শুরু করে। এতে মসজিদের ইমাম ক্ষিপ্ত হন। তিনি গ্রামের প্রভাবশালী কিছু লোককে ক্ষেপিয়ে তুলেন। একদিন তিনি মুনাজাত না করার অপরাধে কিছু মুছল্লীকে নিয়ে তাকে মারধর শুরু করেন। আইয়ূব প্রথমে নীরবে সহ্য করে। এরপরেও মারতে থাকলে সে হুংকার দিয়ে বলে উঠে, আমি আইয়ূব ডাকাত। আমি ভালো হয়েছি বলে তোমরা আমাকে মারতে পারছ।

যখন আমি ডাকাত ছিলাম তখন তোমরা আমাকে দ্বীনের পথে দাওয়াত দাওনি। আমি এখন ৫ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে পড়ছি। আর এখন তোমরা আমাকে মারছ বিদ'আতী মুনাজাত না করার জন্য। সাবধান! আর এক পা এগোবে না'। তখন সবাই চুপ হয়ে যায়। সে এখনও বেঁচে আছে। তবে বয়সের ভারে দুর্বল হয়ে গেছে। কিছু দিন আগেও তার সাথে আমার কথা হয়েছে।

তাওহীদের ডাক : শফীকুল ইসলামের প্রকৃত নাম কি এটাই ছিল? তার গান ছেড়ে দেওয়া এবং 'জাগরণী' শিল্পী হওয়া সম্পর্কে যদি কিছু জানাতেন?

মাহফূযুর রহমান : শফীকুল ভাইয়ের পূর্ব নাম ছিল শফীউল আলম। স্যার তার নাম পাল্টিয়ে শফীকুল ইসলাম করেন। তিনি আনছার বাহিনীতে চাকুরী করতেন এবং সফীপুর (গাযীপুর) আনছার একাডেমীর বিশেষ অনুষ্ঠান সমূহে গান গাইতেন। ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে পলিকাদোয়া হাফেযিয়া মাদ্রাসার বার্ষিক মাহফিলের এক পর্যায়ে আমি শফীকুল ভাইকে স্যারের কাছে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দেই এবং তার দরাজ কণ্ঠ সম্পর্কে জানাই। স্যার শফীকুল ভাইয়ের কণ্ঠ শুনে মুগ্ধ হয়ে নাম জানতে চাইলেন। নাম শুনে স্যার বললেন, এ নাম চলবে না। আজ থেকে তোমার নাম 'শফীকুল ইসলাম'। অতঃপর স্যার তাকে নছীহত করলেন, 'শফীকুল! আল্লাহ তোমাকে সুন্দর কণ্ঠের যে নে'মত দিয়েছেন, তা দিয়ে তুমি জান্নাত খরীদ করতে পার'। শফীকুল ভাই ওয়াদা করেন ও বলেন, 'স্যার! আজ থেকে শফীকুল আর গান গাইবে না'। স্যার বললেন, 'গান' শব্দ বাতিল। এখন থেকে সমাজ জাগিয়ে তোলার জন্য তুমি 'জাগরণী' গাইবে'। কবিতা লিখবে ও আমাকে দেখিয়ে নিবে। তারপর তাতে সুর দিয়ে আমাকে শুনাবে। বিভিন্ন সম্মেলনে আমার সাথে যাবে'। সেই ১৯৮২ সাল থেকে ২০১৫ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ৩৩ বছরের মধ্যে আমি আর কোনদিন তার কণ্ঠে 'গান' শুনিনি।

উল্লেখ্য যে, বগুড়া যেলার মেন্দীপুর-চাকলা সালাফিইয়া মাদ্রাসার বার্ষিক মাহফিলে আলোচনারত অবস্থায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অতঃপর বগুড়া 'শহীদ জিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে' চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঐ রাতেই মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন*। মাহফিলে তিনি 'কত ইসলামী দল ঘুরছে বাংলার পরে ও প্রাণবন্ধুরে' জাগরণীটি গেয়েছিলেন, যা জাগরণী বইয়ের সর্বশেষ সংস্করণে যুক্ত করা হয়েছে। তার জানাযায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত ইমামতি করেন এবং কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সহ মেহেরপুর, পাবনা, নওগাঁ, রাজশাহী, দিনাজপুর, গাইবান্ধা বগুড়া সহ বিভিন্ন যেলা থেকে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীল ও কর্মী সহ হাযার হাযার মানুষ তার জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। তৎকালীন জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি ও বর্তমান কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালামের বাড়িতে মুহতারাম আমীরে জামা'আতসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ রাতের খাবার গ্রহণ করেন।

তাওহীদের ডাক : শফীকুল ভাইয়ের সাথে আপনার অন্য কোন স্মৃতি আছে কি?

মাহফূযুর রহমান : (১) ১৯৯১ সালের ২৫ ও ২৬শে এপ্রিল রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত 'যুবসংঘে'র ২য় জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমার পরেই মুহতারাম আমীরে জামা'আতের প্রস্তাবক্রমে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভায় 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী' নামটি সানন্দে গৃহীত হয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ইসলামী কবিতা সমূহ রচনা ও তাতে সুর দিয়ে সমাজকে জাগিয়ে তোলার মহতী কামনা নিয়ে আল্লাহ পাকের সর্বশেষ অহি-র প্রথম অবতরণস্থল ঐতিহাসিক 'হেরা' গুহার নামানুসারে আহলেহাদীছ তরুণ শিল্পীদের এই সংগঠনকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী' নামকরণ করেন।

(২) ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর জাতীয় সংগঠন হিসাবে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আবির্ভাব ঘটলে শফীকুল ভাই জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মনোনীত হন। অতঃপর তিনি অর্থ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুর ৬ দিন পূর্বে টাকা-পয়সা হিসাব করে ৩৬,১০০ (ছত্রিশ হাযার একশ') টাকা তার কাছে রয়েছে বলে আমাকে জানান। মৃত্যুর একদিন পর আমি, তৎকালীন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি ও বর্তমান 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম, শফীকুল ভাইয়ের বড় ছেলেসহ আরও কয়েকজন তার রেখে যাওয়া সংগঠনের টাকা রাখার প্লাস্টিক বয়ম থেকে টাকা বের করি। গুণে দেখা গেল হিসাব মতো উক্ত টাকাই রয়েছে। একটি টাকাও কম-বেশী নেই। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।*

তাওহীদের ডাক : 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব হাফীযুর রহমান কিভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন? তার সাংগঠনিক তৎপরতা সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন।

মাহফূযুর রহমান : মাওলানা হাফীযুর রহমান ভাই ছিলেন খুব ভালো মানুষ ও নিবেদিত প্রাণ কর্মী। তিনি 'জমঈয়তে আহলেহাদীসে'র দায়িত্ব পালন করতেন। আমাদের দাওয়াতে তিনি 'যুবসংঘে'র সাথে সম্পৃক্ত হন। ২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী স্যারের গ্রেফতারের পর তিনি স্যারের মুক্তির জন্য আদালত সমূহে দৌড়-ঝাপ করতেন। তিনি 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক ছিলেন। মামলা পরিচালনার মূল দায়িত্ব তিনিই পালন করতেন। হাফীযুর রহমান ভাইয়ের এই আইনী তৎপরতা কুচক্রীদের নযরে পড়ে। ফলে তাদের ষড়যন্ত্রে জয়পুরহাটের পুলিশ প্রশাসনকে দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হুলিয়া বা গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে পত্রিকায় গ্রেফতারী পরোয়ানা দেখে তৎক্ষণাৎ হার্ট ফেল করে ২০০৫ সালের ২২শে নভেম্বর শনিবার দিবাগত রাত্রে 'আন্দোলনে'র বংশাল অফিসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন।*

তাওহীদের ডাক : তাওহীদ ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠিত কালাই কমপ্লেক্সের বর্তমান অবস্থা কি?

মাহফূযুর রহমান : আমীরে জামা'আতের নির্দেশনায় ১৯৯৩ হ'তে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ক্ষেতলাল থানার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর মৌজার বটতলী বাজারের পূর্ব পার্শ্বস্থ তালতলীতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে আমীরে জামা'আত ১৮ বিঘা ২৩ শতক জমি ক্রয় করেন এবং কোমরগ্রামে জয়পুরহাট বগুড়া মহাসড়কের উত্তর পার্শ্বে ২৪ শতাংশ জমি ক্রয় করেন। যার দলীল নং ১৯৪৬। অতঃপর হাফীযুর ভাইয়ের দায়িত্বে তিনি কালাই থানার পার্শ্বে 'কালাই কমপ্লেক্স' প্রতিষ্ঠা করেন। জমির পরিমান ২০ শতাংশ। দলীল নং ৩০৭৬। যেখানে ৪৫টি দোকান ও ছাদের উপর জামে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। ক্রেতা-বিক্রেতা এবং সংগঠনের নেতা-কর্মীদের যাতায়াত ও সমাবেশের কারণে স্থানটি দ্রুত জমজমাট হয়ে পড়ে। এই কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার বরকতে স্থানটি এখন বড় ধরনের একটি শহরে পরিণত হয়েছে। এখানে আরো কয়েকটি নতুন মার্কেট চালু হয়েছে। এখানে প্রতি বছর 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে স্যারের উপস্থিতিতে বড় বড় ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ত। এলাকা ও আশ-পাশের গ্রামগুলিতে নারী-পুরুষ সকলের মধ্যে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। সবকিছুতে নেতৃত্ব দিতেন হাফীযুর ভাই এবং আমার নেতৃত্বে 'যুবসংঘে'র ছেলেরা। কিন্তু তাওহীদ ট্রাস্টের জনৈক কুচক্রী সদস্য স্যারের এই সুন্দর পরিকল্পনা বিনষ্ট করে দেয়।

উল্লেখ্য যে, জয়পুরহাটসহ উত্তরাঞ্চলের ১৫টি যেলায় বগুড়ার ঐ কুচক্রী তাওহীদ ট্রাস্টের প্রজেক্ট সমূহ দেখা-শুনার দায়িত্বে ছিল। ২০০১ সালে অর্থ কেলেঙ্কারীর দায়ে আমীরে জামা'আত তাকে সকল দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেন। ফলে ঐ কুচক্রী তাওহীদ ট্রাস্টের আরও কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে তাওহীদ ট্রাস্টের একটি পাল্টা কমিটি গঠন করে এবং ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা আমীরে জামা'আতকেই বহিষ্কার করে। ফলে জনগণের সম্পদ বাঁচানোর জন্য আমীরে জামা'আত আদালতের শরণাপন্ন হন। যে মামলা অদ্যাবধি চলমান। এর পরিপ্রেক্ষিতে জয়পুরহাটেও একটি মামলা হয়। সেটাও চলমান।

মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই ঐ কুচক্রী নিজেদেরকে ট্রাস্টের ভুয়া মালিক দেখিয়ে উত্তরাঞ্চলে ট্রাস্টের সম্পত্তিগুলি আত্মসাৎ, ভোগদখল ও বিক্রি শুরু করে। যার এক শকুনী থাবা তালতলী ও কালাই কমপ্লেক্সের উপরেও পড়ে। সে তালতলীর সম্পত্তিগুলি ৯০ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে। আর সেই হারাম টাকা দিয়ে সে আমীরে জামা'আতের বিরুদ্ধে আদালতে মিথ্যা মামলা করে। যা আজও চলমান। যেলা 'যুবসংঘ' ও 'আন্দোলন' উক্ত জমি ও কমপ্লেক্স পুনরুদ্ধারে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা দ্রুত উত্তম ফলাফলের আশা করছি। আল্লাহ কবুল করুন।-আমীন!

তাওহীদের ডাক : দাওয়াতী জীবনে আপনার কোন অভিজ্ঞতা বা স্মৃতি আছে কি যা আমাদের অনুপ্রাণিত করবে?

মাহফূযুর রহমান : (১) ১৯৮৬ সালের কথা। তখন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অফিস ছিল রাণীবাজার মাদ্রাসা মসজিদের ৩য় তলার পূর্বপার্শ্বে। সে সময়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয় সংলগ্ন রাণীবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন প্রবীণ ক্বারী যাহহাক ছাহেব। ছালাতে তার তেলাওয়াত শুনে আমরা মুগ্ধ হ'তাম। উক্ত মসজিদে ২১ ও ২২শে অক্টোবর 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন'৮৬ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সুধীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। প্রধান অতিথি ছিলেন 'জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর সভাপতি ড. আব্দুল বারী। তখন 'যুবসংঘে'র নাম পরিবর্তন করে 'শুব্বান' করা হবে বলে চক্রান্ত চলছিল। সেদিন উপস্থিত ছিলেন রাবি প্রফেসর ড. আযহারুদ্দীন ছাহেব। ড. বারী ছাহেব 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের নিয়ে 'যুবসংঘে'র নাম পরিবর্তনের বিষয় চূড়ান্ত করার জন্য মাদ্রাসার একটি কক্ষে মিটিং করেন। সেখানে আমিও ছিলাম। আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে আমরা জানিয়ে দিলাম যে, 'যুবসংঘ' নামেই আমরা ময়দানে কাজ করে যাব, অন্য কোন নামে নয়।

উক্ত সম্মেলনে স্যারের তেজোদীপ্ত উদ্বোধনী ভাষণ শুনে সবাই মুগ্ধ হন এবং তা বই আকারে প্রকাশের দাবি করেন। বিশেষ করে রাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর আযহারুদ্দীন জোরালোভাবে দাবী করে বলেন, এই অমূল্য ভাষণ কোন অবস্থাতেই হারিয়ে যাওয়া চলবে না। ভাষণটি ক্যাসেট থেকে নিয়ে তিনি দ্রুত বই আকারে প্রকাশের দাবী জানান। পরবর্তীতে 'সমাজ বিপ্লবের ধারা' ও 'তিনটি মতবাদ' নামে আলাদা পুস্তক আকারে 'যুবসংঘে'র পক্ষ থেকে দু'দিনের দু'টি বক্তৃতা প্রকাশিত হয়।

(২) ২২শে ডিসেম্বর ১৯৮৯ সালে জয়পুরহাট যেলার আক্কেলপুর উপযেলার ইসমাঈলপুর গ্রামে কিছু হানাফী ভাই 'যুবসংঘে'র দাওয়াত কবুল করেন। আমি তাদের দাওয়াতে সেখানে জুম'আর খুৎবা দিতে যাই। সাড়ে ১২-টায় খুৎবা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যে হানাফী ভাইয়েরা এসে বেড়ার এই মসজিদে আগুন লাগিয়ে দেয় ও মুহাম্মাদ আলী ভাই সহ তার সাথীদের মারধর করে। যাওয়ার সময় বলে যায়, এখানে কোন আহলেহাদীছ মসজিদ চলবে না। তারা আমাকে তাদের হানাফী মসজিদে ছালাত আদায়ের কথা জানালে আমি বললাম, না; তিনজন হলেও আমি এখানে জুম'আর ছালাত আদায় করব ইনশাআল্লাহ'। পরবর্তীতে স্যারকে এই ঘটনা জানালে তিনি সেখানে পাকা মসজিদ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। আমি আহত ভাইদের খোঁজ-খবর নিয়ে তাদেরকে স্যারের মসজিদ নির্মাণ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে আসি। পরবর্তীতে স্যার তাওহীদ ট্রাস্টের মাধ্যমে সুন্দর একটি জামে মসজিদ করে দেন। যা অদ্যাবধি রয়েছে।

(৩) ২০২১ সালের ১লা আগস্ট কেন্দ্র কর্তৃক আমাকে নওগাঁ, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা-পূর্ব ও পশ্চিম, রংপুর-পূর্ব ও পশ্চিম এবং বগুড়া এই ৭টি যেলা অডিটের দায়িত্ব দেয়া হয়। ২৬

আগস্ট অডিটের রিপোর্ট কেন্দ্রে জমা দিতে হবে। আমি ১৫-২২ আগস্ট একাধারে সফর করে উক্ত যেলা সমূহের অডিট সম্পন্ন করি। গাইবান্ধা-পূর্ব যেলা অডিট শেষে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ভাষা সৈনিক নূরুল ইসলাম প্রধানের বাসায় দেখা করি। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং ইফতারের জন্য বিরিয়ানী ও কিছু ফলমুল দেন। এগুলো নিয়ে বগুড়া যেলায় গিয়ে আমি ইফতার করি। ২৩শে আগস্ট আমার অডিটকৃত লিখিত প্রতিবেদন জমা দিলে তা মজলিসে আমেলায় সমাদৃত হয়। যা আমীরে জামা'আতের প্রশিক্ষণের ফল।

(৪) ১৯৮৯ সালের ২১শে জুলাই 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাথে 'জমঈয়তে আহলেহাদীস' একতরফাভাবে 'সম্পর্কহীনতা' ঘোষণা করে। অতঃপর তা তাদের মুখপত্র সাপ্তাহিক আরাফাত পত্রিকায় ৩০/৪৮ ও ৪৯ সংখ্যায় দু'দুবার প্রকাশ করে। এসময় জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘে'র পক্ষ থেকে কোমরগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে আমীরে জামা'আতকে প্রধান অতিথি করে যেলা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনকে নস্যাৎ করার জন্য কেন্দ্রীয় জমঈয়তের নির্দেশনা মতে জয়পুরহাট যেলা জমঈয়তের ধনাঢ্য নেতারা তৎপর হয়ে ওঠেন। আমাদের সম্মেলন স্থলের বিপরীতে ঢাকা-জয়পুরহাট মহা সড়কের অপর পারে কোমরগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে তারা পাল্টা সম্মেলন আহ্বান করেন। সদ্য শুব্বানে যোগ দেওয়া আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বক্তা হিসাবে ছিলেন সেসময়ের প্রসিদ্ধ প্রবীণ বাগ্মী মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী (দিনাজপুর), মাওলানা রেযাউল্লাহ বিন মাওলানা ইসমাঈল (কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ) ও সদ্য দলছুট গোলাম কিবরিয়া নূরী (রাজশাহী) সহ অনেকে। বর্ধমানী ছাহেবের নাম শুনে প্রথম দিকে তাদের মঞ্চের সামনে বেশ কিছু লোক জমা হয়েছিল। কিন্তু স্যারের বিরুদ্ধে গীবত শুরু হলে সিংহভাগ শ্রোতা তাদের প্যাণ্ডেল ছেড়ে আমাদের প্যাণ্ডেলে চলে আসে। ফলে শ্রোতা না থাকায় এশার পূর্বেই তাদের সম্মেলন সমাপ্ত হয়। পরে বর্ধমানী ছাহেবকে মুরব্বী হিসাবে সম্মান করে আমরা আমাদের সম্মেলনে আসার দাওয়াত দিলাম। তিনি আসলেন। কিন্তু কি ভেবে পুনরায় চলে গেলেন।

এশার ছালাতের পর স্যারের আলোচনার সময় আমাদের সম্মেলন লোকে লোকারণ্য। যা অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত চলল। পরের দিন সর্বত্র বলাবলি শুরু হ'ল যে, 'যুবসংঘে'র সম্মেলন কত সুন্দর হ'ল। এরা তো কোন গীবত করল না। শুধু কুরআন-হাদীছের আলোচনা করল। এইসঙ্গে জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে লোকদের নানা কথা বলতে শোনা গেল।

তাওহীদের ডাক : যুবকদের উদ্দেশ্যে কিছু নছীহত করুন।

মাহফূযুর রহমান : তাদের সকল কাজ হৌক পরকালীন নাজাতের স্বার্থে। বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের দ্বারা সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে হবে। ভ্রান্ত পথে চলা যুবকদের বিশুদ্ধ আক্বীদায় ফিরিয়ে আনতে হবে। পরবর্তী কর্ণধার হিসাবে 'যুবসংঘে'র ও 'সোনামণি'র সদস্য সংখ্যা বাড়াতে হবে। হক-এর উপর টিকে থাকার জন্য স্যারের লেখনী নিয়মিত পড়তে হবে। তাঁর খুৎবা ও ভাষণ সমূহ শুনতে হবে। অন্যান্য ইসলামী বই-পুস্তক অধ্যয়নের পাশাপাশি মাসিক 'আত-তাহরীক', দ্বি-মাসিক 'তাওহীদের ডাক' ও 'সোনামণি প্রতিভা' পড়ার উপদেশ রইল।

তাওহীদের ডাক : পাঠকদের উদ্দেশ্যে আপনার কিছু বলার আছে কি?

মাহফূযুর রহমান : 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকার উপদেষ্টা, সম্পাদকমণ্ডলী ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমীরে জামা'আত ১৯৮৫ সালে জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী যৌথ সংখ্যা হিসাবে এই পত্রিকাটি প্রথম বের করেন। কিন্তু ঘরের সর্বোচ্চ নেতার চক্রান্তে সরকারী রেজিষ্ট্রেশন পায়নি। আমীরে জামা'আত সেদিন সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন, 'শত ফুল ফুটতে দাও' এই অনুপ্রেরণা নিয়ে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ১ম পদযাত্রা শুরু হয় ১৯৭৮ এর ৫ই ফেব্রুয়ারীতে। সাত বৎসর পরে আজ তার অন্যতম স্বপ্ন সফল হলো। তরুণ লেখক-লেখিকাদের অনভ্যস্ত হাতের লেখনী নিয়ে বের হলো 'তাওহীদের ডাক'। আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল দাওয়াত ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়াই হবে এর মূল লক্ষ্য। ইসলামের নির্ভেজাল সত্য জন সমক্ষে তুলে ধরাই হবে এর প্রতিজ্ঞা'।

দুর্ভাগ্য, সর্বোচ্চ নেতা শত ফুল ফুটতে দিবেন না। তাই ১৯৮৫ সালে ঢাকায় জমঈয়তের কনফারেন্স চলা অবস্থায় তিনি যাত্রাবাড়ী গিয়ে সদ্য প্রকাশিত 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকার ব্যানার নামিয়ে দেন। কনফারেন্সে এই পত্রিকা বিক্রি নিষিদ্ধ করেন। সেদিন আমরা যারপর নেই দুঃখিত ও মর্মাহত হয়েছিলাম। আমীরে জামা'আতের নির্দেশে 'যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজ ভাই লিখিতভাবে সর্বোচ্চ নেতা বরাবর প্রতিবাদ লিপি হাতে হাতে দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি।

অতঃপর তৎকালীন ইসলামী মূল্যবোধের বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২-টায় মারকায থেকে আমীরে জামা'আত সহ ৪জন কেন্দ্রীয় নেতাকে মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ না করলে এবং ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন পর ২০০৮ সালের ২৮ শে আগস্ট বৃহস্পতিবার কারাগার থেকে যামিনে বেরিয়ে আসার পর ৮ বছর ৮ মাস ২৮ দিন বিভিন্ন আদালতে হাযিরা দেওয়ার ব্যস্ততায় না থাকলে হয়তবা 'তাওহীদের ডাক' পুনরায় প্রকাশিত হ'ত। যাইহোক অবশেষে ২০১০ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী থেকে অদ্যাবধি পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে দ্বি-মাসিক হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। দো'আ করি এর প্রকাশনা অব্যাহত থাকুক! নতুন নতুন প্রতিভার বিকাশ ঘটুক! পাঠকদের প্রতি আমার আবেদন, এটি নিয়মিত পাঠ করুন। পরকালীন স্বার্থে এর প্রচার ও প্রসারে সহযোগিতা করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন।-আমীন!

যালেমদের মর্মান্তিক পরিণতি

-ড. ইহসান ইলাহী যহীর

উপস্থাপনা : যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবী থেকে যাবতীয় অন্যায়-সীমালংঘন, যুলুম-অত্যাচারের পরিসমাপ্তি ঘটানো। মানবজাতির প্রতিটি শাখা-প্রশাখা ন্যায় ও ইনছাফ ভিত্তিক নিয়ম-নীতি প্রতিষ্ঠা করা। এ জন্য ইসলাম সর্বক্ষেত্রে যুলুম-অবিচার থেকে দূরে থাকার জন্য গুরুত্বারোপ করেছে সবিশেষভাবে। অথচ অত্যাচারীরা অন্যায়-অবিচারের মাধ্যমে তাদের মতের বিরোধীদের সমূলে উৎখাত করতে চায়। তথাপি সত্যান্বেষীদের ন্যায়ের পক্ষে লড়ে যেতে হয় অত্যাচারীর খড়গের নীচে থেকেই। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে দেখা মিলে নতুন সূর্যের। বিজয় আসে সত্যের। যারা সত্যান্বেষীদের উপর যুলুম-অবিচার করে তাদের সাময়িক আস্ফালন, কর্তৃত্ব হয়তো তাদের আত্মতৃপ্তিতে ভোগায়। লক্ষণীয় যে, যালেমের পক্ষে যতই লোকবল থাকুক না কেন, যত মানুষই তাকে সাহায্য করুক না কেন তার পরাজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না। কারণ আল্লাহ তার পক্ষে নেই। সে যা কিছু অর্জন দেখতে পায় সেগুলো সাময়িক। যারা যুলুম করে, এমন কাউকে মহান আল্লাহ অতীতে ছাড় দেননি, তার শেকড় যতই শক্ত হোক। ফেরাঊন ও নমরূদ তাদের শক্তির দাম্ভিকতায় নিজেদের রব বলে দাবী করেছে। স্বীয় ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য এবং তার পথের কাঁটা সরিয়ে দেওয়ার জন্য দেশের সকল নবজাতক ছেলে সন্তানদের হত্যা করেছে। কিন্তু এতকিছুর পরও তাদের শেষ রক্ষা হয়নি। বর্তমান সময়েও আমরা একটি যালেম গোষ্ঠির পতন দেখেছি। যা ছিল তাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। নিম্নে যুলুম সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।

যুলুম কি? : যুলুম (الظُّلم) আরবী শব্দ। এর অর্থ হ'ল নির্যাতন, বৈষম্য, অবিচার, অনাচার, দূরাচার। সাধারণত অন্যায়ভাবে কাউকে শারীরিক, মানসিক, আর্থিক বা যেকোনো পন্থায় অবিচার বা নির্যাতন করাকে 'যুলুম' বলে। যুলুম একটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাধি। বর্তমানে এটি সর্বত্র ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। অন্যায়ভাবে কারু জান, মাল ও ইয্যত নষ্ট করার নামও হ'ল যুলুম। যে যুলুম করে তাকে বলা হয় 'যালেম' বা নির্যাতনকারী। আর যার উপর যুলুম করা হয় তাকে বলে 'মাযলূম' বা নির্যাতিত।

যুলুমে সহায়তা নয় : যুলুম যেমন অপরাধ, যুলুমে কোনভাবে সাহায্য করাও সমান অপরাধ। এমনকি যুলুম সমর্থন করাও গুরুতর অপরাধ। কেউ নিজে যুলুম না করেও যদি যুলুমের সমর্থন করে, যুলুমের পক্ষে বলে বা লেখে কিংবা সাক্ষ্য দেয়, সেও আল্লাহ্র দরবারে যালেম হিসাবে গণ্য হবে এবং তার হাশর যালেমদের সাথেই হবে। যুলুমের সহযোগী ও সমর্থকদের পরিণতিও জাহান্নাম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, وَلَا تَرْكَنُوآ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ– 'আর তোমরা যালেমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না। তাহ'লে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে। বস্তুত আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নেই। অতঃপর তোমরা কোনরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হবে না' *(হূদ ১১/১১৩)*। আর হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا لِيُدْحِضَ بِبَاطِلِهِ حَقًّا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَرَسُوْلِهِ– 'যে ব্যক্তি মিথ্যার মাধ্যমে সত্যকে খণ্ডন করে কোন যালেমকে সাহায্য করে, তার উপর থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দায়িত্ব উঠে যায়'।[১]

অত্যাচার-অবিচারের মুখোমুখি অবস্থান থেকেই সত্যের বিজয় আসে। এটাই সৃষ্টির অমোঘ নিয়ম। তাই ক্ষমতা থাকলে যুলুমকে থামিয়ে দিতে সর্বস্ব শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। তা সম্ভব না হ'লে মুখে প্রতিবাদ করতে হবে, তাও সম্ভব না হলে অন্তরে যালেম ও তার যুলুমকে অপসন্দ করতে হবে, অন্তর থেকে ঘৃণা করতে হবে। কোনভাবেই যুলুমের সহযোগী হওয়া যাবে না এবং সমর্থনের মাধ্যমে তাদের দোসরও হওয়া যাবে না।

যালেমদের মর্মান্তিক পরিণতি : সারা বিশ্বে বর্তমানে নানা ধরনের যুলুম ব্যাপকতা লাভ করেছে। যালেমের অত্যাচার-অবিচারে দুর্বল, অসহায়রা নির্যাতিত-নিপীড়িত হচ্ছে। জনজীবন হয়ে উঠেছে অতিষ্ঠ, দুর্বিষহ ও দুঃসহ। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিত্তবানরা দরিদ্র শ্রেণীকে, ক্ষমতাশীলরা নিরীহ ও সাধারণ মানুষের প্রতি অন্যায় ও হিংসার বশবর্তী হয়ে শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়নের স্টীম রোলার চালিয়ে যাচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে সাধারণ জনগণ তাদের নায্য অধিকার, ন্যায়-বিচার, সমতা, বাক স্বাধীনতা ইত্যাদি হ'তে বঞ্চিত হচ্ছে, তাদের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে। তবে মনে রাখা আবশ্যক যে, যুলুমকারীর পরিণাম অত্যন্ত মর্মান্তিক। যালেমকে আল্লাহ বরদাশত করেন না। অপর মানুষের উপর যুলুম-নির্যাতন করে যালেমরা তাদের ধ্বংস ডেকে আনে। যালেমের বিচার শুধু ক্বিয়ামতের দিন হবে না, বরং দুনিয়া থেকেই আল্লাহ তাদের যুলুমের বদলা নেওয়া শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ– 'দু'টি পাপের শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতে প্রদান করেন। সেই সাথে আখেরাতের আযাবও রয়েছে।

১. সুয়ূত্বী, জামে'উল আহাদীছ হা/২১৩১৮; আলবানী, ছহীহুল জামে' হা/১০২০।

এগুলি হ'ল যুলুম-সীমালংঘন ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি'।[২]

কুরআনের দীপ্ত ঘোষণা হ'ল, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের পূর্বের বহু জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি যখন তারা সীমালংঘন করেছিল' *(ইউনুস ১০/১৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেমকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অবশেষে তাদেরকে এমনভাবে পাকড়াও করেন যে, আর তারা পলায়নের সুযোগ পায় না'। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করেন, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ– 'আর এরূপই হয়ে থাকে তোমার পালনকর্তার পাকড়াও, যখন তিনি কোন পাপিষ্ঠ জনপদকে পাকড়াও করেন। নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও অতীব যন্ত্রণাদায়ক ও অত্যন্ত কঠোর' *(হূদ ১১/১০২)*।[৩]

যুলুমে ত্বরান্বিত হয় পতন : যালেমরা অপর মানুষের উপর অন্যায় বা অবিচার করে নিজের ও সমাজের পতন ও ধ্বংস ডেকে আনে ত্বরিৎ গতিতে। বিপদাপদ ও বিশৃঙ্খলায় নিপতিত হওয়ার অন্যতম একটিমাত্র কারণ হ'ল যুলুম। সেকারণ আল্লাহ সবাইকে এহেন ন্যাক্কারজনক আচরণ থেকে নিষেধ করেছেন। এমনকি নিজের জন্যও আল্লাহ এটিকে হারাম করেছেন। হাদীছে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا، 'হে আমার বান্দারা, নিশ্চয়ই আমি নিজের উপর যুলুম হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও তা হারাম করেছি। অতএব তোমরা পরস্পরের উপর যুলুম করো না'।[৪]

মানুষের অধিকার হরণ করা ও তাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা অনেক বড় ধরনের যুলুম। এই ধরনের অন্যায়ের কারণে শান্তি ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হচ্ছে। ফলে এক সময় যালিম বা অন্যায়কারীর জীবনে নেমে আসে নানা বিপদ-আপদ। যারা মানুষের উপর যুলুম করে এবং প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তাদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ فِي الدُّنْيَا– 'নিশ্চয়ই যারা মানুষকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়, মহান আল্লাহ তাদের শাস্তি প্রদান করবেন' *(মুসলিম হা/২৬১৩)*।

আল্লাহ্র কাছে মাযলূমের বদদো'আ দ্রুততম সময়ে পৌঁছে : যুলুমের কারণে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে, শান্তি ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। পরিণতিতে একসময় যালেমের জীবনে নেমে আসে নানান ধরনের আযাব-গযব। মাযলূমের দো'আ কখনো ব্যর্থ হয় না। অত্যাচারিত ব্যক্তির অন্তরের আকুতি মহান আল্লাহ্র কাছে খুব দ্রুত পৌঁছে যায়। তাই মাযলূমের অশ্রুফোঁটা ও হৃদয়বিদারী অভিশাপ যালেমের পতনের অন্যতম কারণ। মাযলূমের আর্তনাদের ফলে আল্লাহ্র তরফ হ'তে যালেমদের উপর নেমে আসে কঠিন আযাব। তাদের অধঃপতন ও পদস্খলন ত্বরান্বিত হয়। যুলুমের পরিণতি দুনিয়াতে ভোগ করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামনে গভর্ণর হিসাবে প্রেরণ করেন, তখন তাকে উপদেশ দিয়ে বলেন, وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ– 'তুমি মাযলূমের বদ দো'আর ব্যাপারে সতর্ক থেকো; কেননা মহান আল্লাহ ও মাযলূমের মধ্যে কোন পর্দা থাকে না'।[৫]

যালেমরা দুনিয়াতে লাঞ্ছিত হয় : আল্লাহ যালেমদেরকে তাদের অপকর্মের পরিণামে দুনিয়াতে লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও অপমানিত করে থাকেন। এটা আল্লাহ্র অমোঘ নিয়ম। যুগে যুগে বিভিন্ন যালেম সম্প্রদায় ও অত্যাচারীদেরকে আল্লাহ লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করেছেন। আল্লাহ বলেন, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ– 'আর কাফেররা তাদের রাসূলদের বলেছিল, অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেব, অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। তখন তাদের নিকট তাদের প্রতিপালক অহি করলেন যে, আমরা অবশ্যই যালেমদের ধ্বংস করে দেব' *(ইব্রাহীম ১৪/১৩)*।

(ক) পৃথিবীতে মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম সবচেয়ে বড় যুলুমটি করেছিল আদম (আঃ)-এর ছোট ছেলে কাবিল। নিজের কুরবানী আল্লাহ্র দরবারে কবুল না হওয়ায় যিদ ও একগুঁয়েমির বশবর্তী হয়ে বড় ভাই হাবিলকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ দুনিয়ায় তাকে নিঃসঙ্গতা ও হয়রানী-পেরেশানীর শাস্তি দিয়েছিলেন। আর পরকালের জন্য তো জাহান্নামের শাস্তি নির্ধারণ করেই রেখেছেন *(মায়েদাহ ৫/২৭-৩১)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا، إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ أَوَّلاً– 'কোন ব্যক্তি যখন অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে, তখন তার পাপের একটি অংশ আদমের প্রথম পুত্রের উপর বর্তায়। কেননা সেই সর্বপ্রথম হত্যার প্রচলন ঘটিয়েছিল'।[৬]

(খ) ইরাকের অত্যাচারী বাদশাহ নমরূদ যুলুম করেছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উপর। নিজেকে সে প্রভু দাবী করে চরম ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল। তার কথা অমান্য করার কারণে সে ইব্রাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল।

২. তিরমিযী হা/২৫১১; ইবনু মাজাহ হা/৪২১১; মিশকাত হা/৪৯৩২।
৩. বুখারী হা/৪৬৮৬; মুসলিম হা/২৫৮৩; মিশকাত হা/৫১২৪।
৪. মুসলিম হা/২৫৭৭; মিশকাত হা/২৩২৬।
৫. বুখারী হা/১৪৯৬, ৪৩৪৭।
৬. বুখারী হা/৭৩২১, ৬৮৬৭।

আল্লাহ তাকে লোকবল সহ মশা দ্বারা ধ্বংস করেন। পরকালে তো শাস্তি আছেই। আল্লাহ বলেন, قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلاَ يَضُرُّكُمْ- أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ- قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ- قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَّسَلاَمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ- وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ- 'সে বলল, এর পরেও কি তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর পূজা করবে, যা তোমাদের কোন উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না?'। 'ধিক তোমাদের জন্য এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের পূজা কর তাদের জন্য! তোমরা কি কিছুই বুঝ না?'। 'তারা বলল, তোমরা একে পুড়িয়ে মার এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও'। 'আমরা বললাম, হে আগুন! তুমি ইব্রাহীমের উপর ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও'। 'তারা ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে চক্রান্তের পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু আমরা তাদেরকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম' *(আম্বিয়া ২১/৬৬-৭০)*।

(গ) পৃথিবীর এক নিকৃষ্ট অত্যাচারী নাফরমান বাদশাহ্র নাম ফেরাঊন। সে নিজেকে বড় প্রভু দাবি করেছিল। নিজের ক্ষমতার মসনদ টিকিয়ে রাখতে বনী ইস্রাঈলের অসংখ্য ছেলে শিশুকে হত্যা করেছিল।[৭] অবশেষে মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে বেয়াদবী করে দরিয়ায় সলিল সমাধি হয়েছিল। তার যুলুমের মর্মান্তিক পরিণতি মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন বলেন, وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَاهَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ- وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لاَ يُرْجَعُونَ- فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ- 'ফেরাঊন বলল, হে পরিষদবর্গ! আমি তোমাদের অন্য কোন উপাস্য আছে বলে জানিনা। সুতরাং হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং এমন একটি (সুউচ্চ) প্রাসাদ নির্মাণ কর, যা থেকে আমি মূসার উপাস্যকে উঁকি মেরে দেখতে পারি। আর আমি অবশ্যই তাকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করি'। 'এভাবে ফেরাঊন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে জনপদে ঔদ্ধত্য দেখাতে লাগল। আর ধারণা করল যে, তারা কখনো আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না'। 'ফলে আমরা তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সাগরে নিক্ষেপ করলাম। অতএব তুমি দেখ যালেমদের পরিণতি কেমন হয়েছে' *(ক্বাছাছ ২৮/৩৮-৪০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ- 'আজ আমরা তোমার দেহটি রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তী কালের মানুষের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকো। কেননা আমার নিদর্শন সম্পর্কে বহু লোক গাফেল হয়ে থাকে' *(ইউনুস ১০/৯২)*।

আজও ফেরাঊনের মমি মিসরের জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। পরকালে তার জন্যও অপেক্ষা করছে জাহান্নামের লেলিহান আগুন। নবীযুগের প্রসিদ্ধ যালেম আবু জাহেল, আবু লাহাব, ওতবা, শায়বাদের লাঞ্ছনাকর পরিণতির কথা সবারই জানা। যুলুম ও সীমালঙ্ঘনের কারণে দূর অতীতে কওমে নূহ, 'আদ, ছামূদ, লূতসহ বহু জাতিকে আল্লাহ সমূলে ধ্বংস করেছেন। আল্লাহ বলেন, অবশ্যই আমি তোমাদের আগে বহু জাতিকে ধ্বংস করেছি, যখন তারা যুলুমে লিপ্ত ছিল *(ইউনুস ১০/১৩)*। মহান আল্লাহ আমাদের যুলুমের ভয়াবহ পাপ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন!

যালেম কখনোই সফলকাম হয় না : যালেম কখনোই সফলতার মুখ দেখতে পারে না। সাময়িকভাবে সে নিজেকে সফল মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে সে কখনো সফলকাম নয় এবং সে সঠিক পথও পায় না। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় কিংবা তাঁর আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে, তার চেয়ে বড় যালেম আর কে আছে? নিশ্চয়ই যালেমরা কখনো সফলকাম হয় না' *(আন'আম ৬/২১)*।

আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত : মানুষের উপর অনুগ্রহকারীগণ আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত হন। আর যালেম আল্লাহ্র রহমত হ'তে বঞ্চিত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَّ يَرْحَمُ النَّاسَ- 'আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না, যে মানুষের প্রতি দয়া করে না'।[৮] মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ

৭. বাক্বারাহ ২/৪৯; ইব্রাহীম ১৪/৬; ক্বাছাছ ২৮/৪।

৮. বুখারী হা/৭৩৭৬।

www.tawheederdak.com

عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ– ‘আর ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় যালেম আর কে আছে যে আল্লাহ্র উপরে মিথ্যারোপ করে? এসব লোককে তাদের পালনকর্তার সম্মুখে পেশ করা হবে। আর তখন সাক্ষীরা বলবে, এরাই তো সেইসব লোক যারা তাদের প্রতিপালকের উপর মিথ্যারোপ করেছিল। মনে রেখ, যালেমদের উপরেই রয়েছে আল্লাহ্র অভিসম্পাৎ’ *(হূদ ১১/১৮)*।

যুলুমবাজ শাসকের উপর আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন : যার ব্যাপারে আল্লাহ্র ক্রোধের বর্ণনা এসেছে, তার ধ্বংস অনিস্বীকার্য। জাহান্নামের আযাব হতে পরিত্রাণ পাওয়া খুবই কঠিন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَيَّاعُ الْحَلاَّفُ وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالشَّيْخُ الزَّانِى وَالإِمَامُ الْجَائِرُ– ‘চার শ্রেণীর মানুষের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন। মিথ্যা কসমের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়কারী। অহংকারী ফকীর। বৃদ্ধ ব্যভিচারী এবং অত্যাচারী শাসক’।[৯] আল্লাহ্র ক্রোধ এবং গোস্বা থেকে রেহাই পেতে শাসকবর্গের উচিত প্রজা-সাধারণের উপর অত্যাচার পরিহার করা এবং অধীনস্তদের উপর সর্ব প্রকার যুলুম করা থেকে বিরত থাকা। সবার সঙ্গে মানবিক আচরণ করা। শাসকবর্গের মধ্যে এ গুণ না থাকলে সে কখনো আল্লাহ্র ক্রোধ থেকে নিস্তার পাবে না।

যালেমদের দুনিয়াবী শাস্তি : যারা দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণ করবে, আল্লাহ্র সাথে শিরক করবে, দ্বীনের কর্মীদের ওপরে অত্যাচার-অবিচার করবে, আল্লাহ তাদের দুনিয়াবী জীবনে লাঞ্ছিত-অপমানিত করবেন। আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ– ‘নিশ্চয়ই যালেমদের জন্য এছাড়াও শাস্তি রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা জানে না’ *(তূর ৫২/৪৭)*। ইতিপূর্বে যারা ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, তাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করেছিলেন। তাদের সেই স্মৃতি পৃথিবীর বুকে রেখে দিয়েছেন, যা দেখে অনেক মানুষ আজও হেদায়াত পেয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, وَمَكَرُوا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ– فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ– فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُونَ– ‘তারা ভয়ংকর চক্রান্ত করেছিল এবং আমরাও কৌশল করেছিলাম। অথচ তারা তা বুঝতে পারেনি’। ‘অতএব দেখ তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছিল। আমরা তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছি’। ‘ঐ তো তাদের বাড়ী-ঘর জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে তাদের যুলুমের পরিণামে। এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে’ *(নামল ২৭/৫০-৫২)*। তিনি আরও বলেন, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ– وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَّدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يُنْصَرُونَ– وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ– ‘ফলে আমরা তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সাগরে নিক্ষেপ করলাম। অতএব তুমি দেখ যালেমদের পরিণতি কেমন হয়েছে’। ‘আমরা তাদেরকে নেতা করেছিলাম। অথচ তারা মানুষকে জাহান্নামের দিকে ডাকতো। ফলে ক্বিয়ামতের দিন তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না’। ‘এ দুনিয়ায় আমরা তাদের পিছনে অভিসম্পাৎ লাগিয়ে দিয়েছি। আর ক্বিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিতদের অন্তর্ভুক্ত’ *(ক্বাছাছ ২৮/৪০-৪২)*। যুলুমকারী ব্যক্তিরা সীমালঙ্ঘনকারী। এই সীমালঙ্ঘনের অপরাধে আল্লাহ ফেরাঊনকে সদলবলে লোহিত সাগরের পানিতে ডুবিয়ে মেরেছেন।

যালেমদের পরকালীন কঠিন শাস্তি : যারা নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষের উপর অত্যাচার করেছে, সমাজের অসহায় মানুষদের উপরে যুলুম করেছে, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করেছে এ সকল যালেমদেরকে আল্লাহ কঠিন শাস্তি দিবেন এবং এদের আযাব কমতি করা হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُونَ– ‘যেদিন যালেমরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। অতঃপর তাদের থেকে শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে কোনরূপ অবকাশ দেওয়া হবে না’ *(নাহল ১৬/৮৫)*। যে বা যারাই দুর্বল ও ইয়াতীমের সম্পত্তি গ্রাস করবে, জোরপূর্বক উঠিয়ে নিয়ে কোন মানুষকে হত্যা করবে, কোন নারীকে ধর্ষণ করবে, রাতের অন্ধকারে বিষ প্রয়োগ করে পুকুরের মাছ মেরে ফেলে আর্থিক ক্ষতি করবে ও মানুষের বাড়ী-ঘরে হামলা চালিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করবে, তাদের কাউকে আল্লাহ মাফ করবেন না। বরং তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন শাস্তি। আল্লাহ বলেন, وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ– ‘অতঃপর যখন তারা ভুলে গেল যা তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তখন যারা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করত, তাদেরকে আমরা বাঁচিয়ে নিলাম এবং যারা সীমালংঘন করেছিল, তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার কারণে কঠোর শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম’ *(আ‘রাফ ৭/১৬৫)*।

[ক্রমশ]

[সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ঢাকা (দক্ষিণ) ও প্রিন্সিপ্যাল, মারকাযুস সুন্নাহ আস-সালাফী, পূর্বাচল নতুন শহর, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ]

৯. নাসাঈ হা/২৫৭৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৫৫৮; ছহীহাহ হা/৩৬৩।

মোবাইল আসক্তিতে মায়োপিয়া রোগ

-তোফায়েল আহমাদ

ভূমিকা : বর্তমান যুগে প্রযুক্তির যত উন্নতি হয়েছে, ততই প্রযুক্তির ভুল ব্যবহার মানুষকে পৌঁছে দিচ্ছে ভয়াবহতার দিকে। এখন আমাদের অন্যতম সঙ্গী হল ফোন। পড়াশোনা অথবা কাজ মোবাইল ছাড়া যেন চলেই না। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই হাত চলে যায় মুঠোফোনের দিকে। ফেসবুক বা ইউটিউবে নজর রাখা কিংবা জুমকলে অফিসের জরুরী মিটিং বা হোয়াটসঅ্যাপে বাচ্চার স্কুলের সিলেবাস দেখা সবেতেই চাই মোবাইল ফোন। দিনের বেশীর ভাগ সময়টাই কেটে যায় মোবাইলের দিকে তাকিয়ে। বড়রা তো বটেই, শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রেও এই একই দৃশ্য। তবে অতিরিক্ত মোবাইল দেখার ঝোঁকই হ'তে পারে কাল। অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইমের ফলে তৈরী হচ্ছে চোখের একটি বিশেষ রোগ যাকে বলা হয় 'মায়োপিয়া'। মোবাইল, ল্যাপটপ অথবা ট্যাব, এই স্ক্রিন টাইমের আধিক্য সব থেকে বেশী দেখা গেছে মহামারীর পর থেকে। টিভি দেখার পাশাপাশি মুঠো ফোনে অতিরিক্ত সময়ে অতিবাহিত করার ফলে ধীরে ধীরে সকলের দৃষ্টি শক্তি কমতে শুরু করেছে। ন্যাশনাল লাইব্রেরী অফ মেডিসিনের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী জানা গেছে, '২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হবেন' *(দৈনিক ইনকিলাব, ১০ই জুন ২০২৪)*।

মায়োপিয়া উপসর্গ : ১. দূরের কোনও জিনিস একেবারে ঝাপসা দেখা। ২. দূরের কোনও জিনিসকে স্পষ্ট দেখার জন্য চোখের পাতাগুলিকে কাছাকাছি নিয়ে আসা। ৩. সারাক্ষণ মাথাব্যথা করা। ৪. চোখে যন্ত্রণা।

মায়োপিয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদরে মতামত :

১. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ন্যাশনাল আই কেয়ার কর্মসূচীর ডেপুটি প্রগ্রাম ম্যানেজার ডা. শহীদুল ইসলাম বলেন, গত ২০ বছরে দেশে অন্ধত্বের হার ৩৫ শতাংশ কমেছে। কিন্তু চশমা ব্যবহার করার মতো দৃষ্টির সমস্যা বাড়ছে। তার কারণ, আমাদের ঘরোয়া কাজ বেশী হচ্ছে, বাইরে যাওয়া কমেছে। বিশেষ করে ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারের পরিমাণ বেশী বাড়ছে। চশমা ব্যবহারকারী রোগীর সংখ্যা শুধু বাংলাদেশেই না, সারা বিশ্বে বাড়ছে' *(দৈনিক যুগান্তর ৯ই ডিসেম্বর ২০২১)*।

২. ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালের একদল গবেষক জানান, ঢাকার প্রতি ১০০ জনের মধ্যে প্রায় ৪০ জন শিক্ষার্থীর চোখে সমস্যা রয়েছে। হাসপাতালের শিশু চক্ষুরোগ ও স্কুইন্ট বিভাগের প্রধান মুহাম্মাদ মোস্তফার নেতৃত্বে দলটি ঢাকার ১৯টি স্কুলের ছয় হাযার ৪০১ শিক্ষার্থীর চোখ পরীক্ষা করেন। এর মধ্যে তারা আড়াই হাযারের বেশী শিক্ষার্থীর চোখে ত্রুটি খুঁজে পেয়েছেন। চিকিৎসকরা তাদের চশমা ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। এসব শিক্ষার্থীরা নার্সারি থেকে দশম শ্রেণীতে পড়ে' *(দৈনিক ইনকিলাব ১৩ ই অক্টোবর ২০২২)*।

৩. দেশের নামকরা চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও বাংলাদেশ আই হসপিটালের চিকিৎসক কাযী ছাব্বির আনোয়ার বলেন, কক্সবাজারে একটি আই ক্যাম্পে আমরা ৯০০ শিশু-কিশোরদের মধ্যে ১৩ জনের, মানে দশমিক ১৪ শতাংশের চোখে ক্ষীণদৃষ্টির সমস্যা পেয়েছিলাম। আর ঢাকায় আমার চেম্বারে যত শিশু-কিশোরদের চোখ পরীক্ষা করি, তার প্রায় ৭০ শতাংশ এ রোগে ভুগছে। তিনি বলেন, শিশু-কিশোরদের স্ক্রিনে সময় কাটানোর দৈর্ঘ্য কমিয়ে আনা দরকার। নচেৎ ডিভাইস আসক্তিতে তাদের চোখের অসুখ বাড়বে' *(প্রথম আলো ২০শে মে ২০১৬)*।

৪. জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের চিকিৎসকেরা বলেছেন, মাসে হাসপাতালটিতে গড়ে ৩ হাযার ৭০০ শিশু-কিশোর আসে। এদের ৭০ শতাংশ দূরের জিনিস ভালো দেখতে পায় না। বেসরকারী হাসপাতাল বাংলাদেশ আই হসপিটালের তথ্যও একই। এই হাসপাতালেও চিকিৎসা নিতে আসা ৭০ শতাংশ শিশু-কিশোর একই রোগে ভুগছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। ২০১৩ সালে ল্যানসেট এশিয়ায় ক্ষীণদৃষ্টিতে ভোগা শিশু-কিশোরদের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ ছেপেছিল। ওই প্রবন্ধের লেখক ও গবেষক অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ইয়ান জি মরগ্যানকে উদ্ধৃত করে বলা হয়, এশিয়ার দেশগুলোয় গত ৪০ বছরে ক্ষীণদৃষ্টিতে আক্রান্তের সংখ্যা দ্বিগুণ বা তিন গুণ হয়েছে। ১৯৫৫ সালে দক্ষিণ কোরিয়ায় ২০ বছর বয়সী তরুণদের ১৮ শতাংশ ক্ষীণদৃষ্টিতে ভুগত, ২০১১ সালে এই সংখ্যা ৯৬ শতাংশে দাঁড়ায়। হংকং, সিঙ্গাপুর ও তাইওয়ানে এই সংখ্যা প্রায় ৮০ শতাংশ *(প্রথম আলো, ২০শে মে ২০১৬)*।

৫. দেশের প্রথিতযশা চক্ষু বিশেষজ্ঞ নিয়ায আব্দুর রহমান শিশু-কিশোরদের চোখে সমস্যার কারণ হিসাবে বলেন, স্ক্রিনের দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকার কারণে তাদের চশমা ছাড়া দূরের জিনিস দেখতে পায় না। অক্ষিগোলকের আকৃতি যখন স্বাভাবিক থাকে, তখন প্রথমেই আলো গিয়ে পড়ে মানুষের চোখের মণিতে (কর্নিয়া)। সেখান থেকে মণির ভেতরের আরও কালো যে অংশ, সেই নয়নতারা (পিউপিল) ও লেন্স হয়ে আলো অক্ষিপটে (রেটিনা) পৌঁছায়। অক্ষিপটের কোষগুলো উদ্দীপিত হয়ে মস্তিষ্কে সংকেত পাঠালে তবেই মানুষ দেখতে পায়। লম্বা সময় চোখের খুব সামনে রেখে শিশু-কিশোররা যখন কম্পিউটার, ট্যাব বা মুঠোফোনে গেমস খেলে, তখন চোখ বিশ্রাম পায় না। চোখের মাংসপেশিগুলো সংকুচিত হয়ে যায়। এ কারণে তাদের চোখ আর চশমা ছাড়া দূরের জিনিস দেখতে পায় না *(প্রথম আলো ২০শে মে ২০১৬)*।

কীভাবে এই রোগের ঝুঁকি এড়াবেন : দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটার বা স্মার্টফোনের পর্দায় (স্ক্রিন) তাকিয়ে থাকলে দেখা দিতে পারে চোখের সমস্যা। ফলে চোখের ওপর থেকে বাড়তি চাপ

কমাতে সবচেয়ে কার্যকর উপায় হ'ল 'স্ক্রিন টাইম'-এ লাগাম টেনে ধরা। কিন্তু কাজের প্রয়োজনে স্ক্রিন যাঁদের সর্বক্ষণের সঙ্গী, তাদের জন্য প্রয়োজন স্ক্রিন টাইম নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিত চোখের ব্যায়াম করা। তন্মধ্যে (১) বড়দের ক্ষেত্রে কাজের সূত্রে ৮ ঘণ্টা ও প্রয়োজনে ১ ঘণ্টার বেশী স্ক্রিন টাইম না রাখা। (২) রাতে ঘুমোনোর এক ঘণ্টা আগে মোবাইল, টিভি কিংবা ট্যাবের দিকে না তাকানো। (৩) ঘন ঘন চোখের পলক ফেলা। (৪) ২০-২০-২০ নিয়ম মেনে চলা। অর্থাৎ টানা ২০ মিনিট কম্পিউটার বা মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ২০ ফিট দূরে থাকা কোনও জিনিসের দিকে অন্তত ২০ সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকা। (৫) কাজের ফাঁকে ফাঁকে চোখ বন্ধ করে চোখের মণি চারদিকে ঘোরান। ঘাড় ব্যথা করলে যেমন ঘাড় ঘুরিয়ে ঠিক করার চেষ্টা করা হয়, ঠিক তেমন। (৬) কিছুক্ষণ পরপর চোখে পানি দেওয়া।

উপসংহার : দেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ তরুণ তাদের স্মার্টফোনের ওপর এতোটাই নির্ভরশীল যে এটি আসক্তির মতো হয়ে গেছে। এদের মধ্যে অনেকে প্রযুক্তিকে আভিজাত্যের লক্ষণ মনে করেন। অথচ ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার যেমন মানুষের মেজাজেও দারুণভাবে প্রভাব ফেলতে পারে। তাই সময় থাকতেই আমাদেরকে পার্থিব জীবনে সুস্থ্য দেহ-মন গঠন এবং অপব্যবহারের কারণে পরকালীন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য মোবাইল ফোনের আসক্তি থেকে নিজেকে উত্তরণ করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন।-আমীন!

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' পবিত্র কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক সুশৃংখল ও পরিকল্পিত শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী ও সমন্বয়কারী শিক্ষা বোর্ড। এর মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত মেধাবী ও ইখলাছপূর্ণ যোগ্য আলেম ও দাঈ ইলাল্লাহ তৈরী করা এবং যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা।

(২) শিরক-বিদ'আত ও বাতিল আক্বীদা ও আমল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ময়দানে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।

(৩) শিক্ষার সকল স্তরে শুদ্ধভাবে কুরআন পঠন ও অনুধাবনের ব্যবস্থা করা এবং এর সাথে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ভাষাসহ মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানো।

(৪) উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

আপনার প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন!

বোর্ড-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ব্রাউজ করুন- www.hfeb.net

সার্বিক যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩০-৭৫২০৫০, ০১৭২৬৩১৫৯৭০, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭, ই-মেইল : hf.eduboard@gmail.com, Fb page : /hf.education.board

তাওহীদের ডাক-এর নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন!

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত পাঠক! **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র** একমাত্র মুখপত্র দ্বি-মাসিক তাওহীদের ডাক ১৯৮৫ সাল থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে কলম সৈনিক হিসাবে সমাজ সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। *ফালিল্লা-হিল হামদ।* লেখনীর মাধ্যমে বিশুদ্ধ দ্বীন প্রচার এবং অনৈসলামিক মূল্যবোধহীন সাহিত্যের বিপরীতে ইসলামী সাহিত্যের ইলাহী শিল্পরূপ তরুণ ও যুবসমাজের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়াই তাওহীদের ডাকের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় প্রায় তিন যুগ থেকে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বমুখর এই সমাজে নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে পত্রিকাটির লেখক, পাঠক, প্রচারক এবং শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক ভালবাসা ও সহযোগিতার ফলে। মহান আল্লাহ আপনাদের এই নিখাদ ভালবাসা এবং বিশুদ্ধ দ্বীন অনুশীলন ও প্রচার-প্রসারের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন- আমীন!

প্রিয় পাঠক! দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে চলতি বছরে কাগজের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আনুষঙ্গিক খরচও বেড়েছে কয়েকগুণ। ফলে স্বল্প মূল্যে পাঠকের হাতে পত্রিকা তুলে দেওয়া চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেকারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলতি সেপ্টেম্বর-অক্টোবর'২৩ সংখ্যা থেকে পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬ থেকে কমিয়ে ৪০ পৃষ্ঠা করতে হয়েছে। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র পত্রিকার মূল্য থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা পত্রিকা চালানো প্রায় অসম্ভব। সেকারণ হকের আওয়ায বুলন্দ রাখতে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য। ওয়াসসালাম। *-সম্পাদক।*

তাওহীদের ডাকে সহযোগিতা করতে যোগাযোগ করুন- সহকারী সম্পাদক (০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩)।

উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার : অভিভাবকদের দায়িত্ব নাকি অনুগ্রহ

-সারোয়ার মিছবাহ

ভূমিকা : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন ছেলের পড়ালেখা শেষ করে চাকুরী পেতে তার বয়স হয় প্রায় ৩০ বছর। যা উম্মতে মুহাম্মাদীর স্বাভাবিক এক জীবনের অর্ধেক। এই অর্ধেক জীবন ছেলের পূর্ণ দেখাশোনা করেন পিতা-মাতা। আর সন্তান যখন কর্মক্ষম হয়ে ওঠে, তখনই ঘনিয়ে আসে পিতা-মাতার বিদায় বেলা। ফলে অবসর সময় আর পার করা হয়ে ওঠে না। অথচ বাবারা জানেন, সন্তানকে এই দীর্ঘ মেয়াদী পড়ালেখা শেষ করাতে হয়তো তার জীবনের পশ্চিমাকাশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করবে। তবুও তারা সন্তানকে সাপোর্ট দিয়ে যান।

শৈশব থেকেই যারা পড়ালেখার সাথে নেই তাদের জীবনের চিত্রটা একটু ভিন্ন। তারা ১৫-২০ বছরের মধ্যে বিয়ে করে সংসারের হাল ধরে। খুব সকালেই কাজে চলে যায়। সন্ধ্যায় বাজার-সদাই নিয়ে বাড়িতে ফিরে। বাবা দু'দিন কাজ না করলেও সংসার থেমে থাকে না। এটা বাবার জন্য বেশ বড় পাওয়া। গড় প্রায় ৬০ বছরের একটি জীবনে ১৫/২০ বছর এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ। এটাকে অনেক লম্বা সময় হিসাবেই উপস্থাপন করা যায়। সন্তানকে লেখাপড়া না করানোর ফলে একজন বাবা তাকে সহযোগী হিসাবে প্রায় ১০-১৫ বছর বেশী পাবেন। অনেক আগেই সংসারের মূল দায়িত্ব ছেড়ে অবসর পাবেন।

এই দুইটা জীবনধারাকে তুলনা করলে ফলাফল অনেকটা এমন দাঁড়ায়, হাল-যামানায় জীবন উপভোগ করার জন্য সন্তানকে লেখাপড়া না করানোই ভাল। লেখাপড়া না করালে তারা অল্প বয়সেই উপার্জন শিখবে। তাদেরকে সংসার বুঝিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, বাবা শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব যাই হৌন, সন্তান লেখাপড়া করবে না, এটা যেন তারা মানতেই পারেন না। এখানে এসে বাবারা যেন লাভ-লোকসান একটু কমই বুঝেন। সন্তানের ভবিষ্যতের কাছে তারা সবকিছুকেই তুচ্ছ করে ফেলেন।

আমি আজ চিন্তার দাবী রাখব সে সকল ছাত্রের প্রতি, যাদের বাবা-মা তাদের কাছে সেবা গ্রহণ না করে লেখাপড়া করাচ্ছেন। পরিবারের হাল ধরার বয়সে উপনীত হবার পরেও অকপটে তাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করে যাচ্ছেন। তাদের উপার্জন গ্রহণ না করে তাদের পেছনেই টাকা ব্যয় বলেন, 'সংসার নিয়ে ভাবার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি লেখাপড়া করে যাও। বাকি সব আমি দেখছি'। এই ছাত্ররা কি জানে, তাদের পিতা-মাতারা কত বড় স্বপ্ন বুকে ধারণ করে দিন-রাত এই ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছেন! নিজেদের সুখ আর অবসরকে বিসর্জন দিয়ে আমৃত্যু খেটে যাচ্ছেন!

আমি তাদের প্রশ্ন করতে চাই, ৩০-এর অধিক বছর স্বপ্ন দেখার পরে যদি পিতা-মাতার সেই স্বপ্ন সজোরে আছড়ে পড়া কাঁচের মত টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তবে স্বপ্ন ভাঙতে এত দীর্ঘ অপেক্ষা কেন? পিতা-মাতাকে এত ত্যাগ স্বীকার করানোর কি প্রয়োজন? আজই ভেঙ্গে ফেলুন সেই স্বপ্ন! আজই বাবাকে ফিরে আসতে বলুন সন্তানকে গড়ে তোলার সংগ্রামী জীবন থেকে!

অক্ষরজ্ঞানহীন অনেক বাবা-মা জানেন না, আমাদের ছেলে কেমন লেখাপড়া করছে। তারা বোঝেন না, এভাবে লেখাপড়া করলে সন্তানের ভবিষ্যৎ কী। তারা শুধু কষ্টার্জিত টাকা সন্তানের হাতে তুলে দিয়ে বলতে পারেন, 'বাবা! মন দিয়ে লেখাপড়া কর'। এরচেয়ে বেশী কোন পরামর্শও দেয়ার সামর্থ্য তাদের নেই। তারা আশায় থাকেন, এত কষ্ট করে লেখাপড়া করাচ্ছি, ছেলে একদিন অনেক বড় হবে। আমি সেসমস্ত ছেলেদের প্রশ্ন করতে চাই, ৩০ বছর পরে যখন আপনার বাবা জানতে পারবেন, তার স্বপ্নের মহানায়ক ছেলে এতদিন কোন লেখাপড়াই করেনি, তখন তার মনের অবস্থা কেমন হবে? তিনি কি এতবড় ধাক্কা সামলাতে পারবেন? এটা কখনো আপনার চিন্তা হয়? দেখুন! তিনি হয়ত সেদিন আপনাকে কিছুই বলবেন না। তবে এতটুকু জেনে রাখুন, তার অন্তরফাটা কষ্ট থেকে সৃষ্ট বদদো'আ আপনার বাকি জীবনের অশান্তির জন্য যথেষ্ট হবে।

ছেলে-মেয়ের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্বের সীমারেখা : ইসলাম একজন পিতাকে ছেলে বালেগ হওয়া পর্যন্ত তার দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছে। ছেলে সাবালক হয়ে যাওয়ার পরে সন্তানকে দেখাশোনার দায়িত্ব পিতা-মাতার নয়। তখন পিতা-মাতাকেই দেখাশোনার দায়িত্ব সন্তানের কাঁধে এসে পড়ে। তবুও আমরা দেখি, সাবালক হওয়ার পরেও প্রায় ১৫ বছর পিতা-মাতাই সন্তানের দেখভাল করেন। এই বাড়তি যে দায়িত্ব তারা পালন করে থাকেন সেটা নিতান্তই অনুগ্রহ। বাবারা চাইলে ১৫ বছর বয়স থেকেই সন্তানকে নিজের সহযোগী হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। তাকে বলতে পারেন, 'তোমাকে জন্ম দিয়েছি। বড় করেছি। এখন তুমি আমাদের দেখাশোনা কর। অর্থ উপার্জন কর। আমাদের খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা কর'। তবে এমন বাবা-মা আমরা বেশী দেখি না। আমরা এমন বাবা-মা অহরহ দেখেছি, যারা সন্তানকে একটু বড় বানানোর আশায় নিজেদের জীবনের সর্বস্ব সুখ বিসর্জন দিতে দেন।

আমরা দেখেছি, আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'তে প্রতি বছর জানুয়ারীতে ভর্তিযুদ্ধের দৃশ্য। এমনও অভিভাবককে আমরা কান্না করতে দেখেছি, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন। অথচ সন্তানের মেধাহীনতার কারণে তার স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে না। তিনি যখন তার স্বপ্নগুলোর কথা বলেন, তখন তার ছেলে পাশে দাঁড়িয়ে

হয়ত তার কথাগুলো ওযন করতে না পারলেও আমরা বুঝি। তার বাবা যে কাজটি করছেন এটা তার দায়িত্ব নাকি অনুগ্রহ! পক্ষান্তরে একজন নিম্ন আয়ের অভিভাবকের ছেলে যখন ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতকার্য হয়, তখন সে অভিভাবক বাড়ীতে গিয়ে হয়ত তার স্ত্রীকে বলেন, 'আল্লাহ তো ভর্তির জন্য কবুল করলেন! বেতনের ব্যবস্থাও হয়ত তিনিই করবেন। আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে ভর্তি করেই দিয়ে আসি'। ঠিক যেমন আমার আব্বু বলেছিলেন। তখন বুঝিনি, এটা তাঁর দায়িত্ব না, অনুগ্রহ। তবে এখন বুঝি। তাই আমরা অভিভাবকের স্বপ্ন পূরণের সঙ্গী হওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করি।

বাবাদের ত্যাগের উদাহরণ হিসাবে আমার নিজের জীবনের অনেকগুলো স্মৃতির ধূসর চিরকুট রয়েছে। শুধু আমার নয়, সবার জীবনেই রয়েছে। পার্থক্য শুধু কারো কাছে সেগুলো অমূল্য, আবার কারো কাছে মূল্যহীন। আমি যখন কুল্লিয়া প্রথম বর্ষে পড়ি, তখন আমার অসুস্থতার কারণে বার্ষিক পরীক্ষাগুলো মাদ্রাসায় থেকে দেওয়া সম্ভব হয়নি। মাদ্রাসা থেকে আমার বাসা ৪৫ কি.মি দূরে হওয়ায় শীতের সকালে বাস ধরে পরীক্ষার আগে মাদ্রাসায় পৌঁছানোও অনিশ্চিত ছিল। তখন আব্বু আমাকে প্রতিদিন সকালে মোটরসাইকেলে মাদ্রাসায় দিয়ে যেতেন। ডিসেম্বরের কনকনে শীতের সকালে আব্বুর পেছনে বসে মাদ্রাসা পর্যন্ত আসতে আমার কাঁপুনি ধরে যেত। আমি যুবক হলেও তিনি তো চল্লিশোর্ধ মানুষ। তার কেমন কষ্ট হওয়ার কথা! অথচ তিনি আমাকে মাদ্রাসার গেটে নামিয়ে দিয়েই ফিরে যেতেন। আমি বলতাম, 'আব্বু! আপনার তো ঠাণ্ডা লেগে যাবে! একটু বসে যান'। তিনি বলতেন, 'না! কোন সমস্যা হবে না'। কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকালে ৬০/৭০ কি.মি. বেগে ড্রাইভ করলে হয়ত আমার হাত ঠান্ডায় অবশ হয়ে যেত। শীতে শরীর কাঁপতে কাঁপতে হয়ত কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেত। তবে দেখেছি, একজন চল্লিশোর্ধ বাবার হাত ঠান্ডায় অবশ হয় না। জমে যায় না। তাঁর শরীরে কাঁপুনি ধরে না। আমি বাবা নই। আমি হয়ত বুঝব না, বাবারা এত বীরপুরুষ হন কিভাবে!

আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিটি বাবাই নিজেদের সন্তানের ভবিষ্যতের ব্যাপারে অকল্পনীয় শক্তিশালী। তাঁরা সন্তানের কোন সাহায্য ছাড়াই বার্ধক্য অতিবাহিত করতে পারেন। তবে 'সন্তান মানুষ হবে না' এটা তাঁরা মানতে পারেন না। এমনও অভিভাবক আছেন, যারা রিকশা চালিয়ে বা দিনমজুরী করে সংসার পরিচালনা করেন। যাদের দৈনিক রোজগার ৫০০ টাকার বেশী নয়। যাদের জীবনে শখ-আহ্লাদ বলে কিছুই নেই। যারা ছেঁড়া স্যাণ্ডেল পরিবর্তন না করে সেলাই করান। নতুন একটা জামা না কিনে ছেঁড়া জামাটাই জোড়াতালি দেন। তবে এতটুকু জানি, সন্তানকে বড় করার যে স্বপ্ন তারা বুকে লালন করেন, তা মাউন্ট এভারেস্টের চেয়েও উঁচু। সীসাঢালা প্রাচীরের চেয়েও স্থায়ী ও সুস্থির। সুতরাং কোন সন্তান যদি মনে করে, পিতা-মাতার এই অনুগ্রহ নষ্ট করার জন্য তার কোনোই শাস্তি হবে না! তবে অবশ্যই সে ভুলের মধ্যে রয়েছে।

দায়িত্ব ও অনুগ্রহের মূল্যায়ন : অভিভাবকগণের দিকে তাকালে যেমন অসীম আগ্রহ চোখে পড়ে, তেমনই ছাত্রদের দিকে তাকালে অন্তরে আঘাত করে তাদের অতি অবহেলার কারণে। হেসে-খেলে, ঘুমিয়ে জীবন অতিবাহিত করা ছাত্রদের ভিড়ে বাবা-মায়ের কষ্ট বোঝা মেহনতি ছাত্রের সংখ্যা খুবই কম। অভিভাবক ছেলের বেতনের জোগাতে রোদ-বৃষ্টি, অসুস্থতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করলেও তার সন্তান মিথ্যা অসুস্থতার অভিনয় করে ক্লাস ফাঁকি দেয়। প্রাইভেটে কিংবা বই কেনার দোহায় দিয়ে টাকা দাবী করে। বাবা ভাবে, 'টাকাটা যদি দিতে না পারি, হয়ত আমার ছেলে অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে যাবে'। ফলে বাবা ধার-কর্য করে হ'লেও টাকা এনে সন্তানের হাতে দেন। বাবা বাড়ির দিকে রওনা দিতেই সন্তান ফূর্তিতে মেতে ওঠে। বন্ধু বান্ধব নিয়ে ভুরিভোজের আয়োজন করে। খাবারের পদের আধিক্য নিয়ে একে অপরের ওপর গর্ব করে। যেন সে বাদশাহর ছেলে। ছিহ্! তাদের কি একবারও মনে পড়ে না, 'আমার বাবা-মা এখন বাড়ীতে কী খাচ্ছেন'! আমরা এমনও ছাত্র দেখেছি, যার স্মার্ট ফোনের দাম তার বাবার রিকশার দামের চেয়েও বেশী। একজোড়া জুতার দাম তার মায়ের সারা বছরের কাপড়ের বাজেটের চেয়েও বেশী।

এই গাফেলদের ভীড়ে আমরা মেহনতী ছাত্রও পেয়েছি যারা রাত দুইটায় উঠে পড়ালেখা করে। প্রাইভেট পড়ার সামর্থ্য না থাকায় পড়া বুঝিয়ে নিতে বিভিন্ন শিক্ষক ও বড়ভাইয়ের কাছে যায়। আমরা তাদের পায়ে ক্ষয় হয়ে যাওয়া জুতা দেখেছি। ঠিক যেমন তার বাবার পায়ে দেখা যায়। আমরা তাদের সেলাই করা পাঞ্জাবি দেখেছি। ঠিক যেমন তার বাবার গায়ে দেখা যায়। আমরা তার বাবার যতটুকু আগ্রহী দেখেছি, তাকেও পড়ালেখায় তেমনই মনোযোগী পেয়েছি। তাদেরকে শরীরে জ্বর নিয়ে ক্লাসে উপস্থিত হ'তে দেখেছি। যেমন তাদের বাবারা জ্বরকে তুচ্ছ করে তাদের বেতন জোগাড় করে। তাদেরকে খাবারের ব্যক্তিগত মেন্যু সেট করতে না দেখলেও পরীক্ষায় প্রথম হ'তে দেখেছি।

উপসংহার : প্রিয় শিক্ষার্থীরা! আমরা আপনার আবেগকে আক্রমণ করছি না। কারণ, আবেগ কখনো স্থায়ী হয় না। আমরা আপনার স্থায়ী পরিবর্তন কামনা করছি। আমরা আপনাকে ভাবতে বলছি। আপনার বাবার সংগ্রামী জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ খেয়াল করতে বলছি। এই মুহূর্তে আপনার সেবা পাওয়ার অধিকার আপনার বাবার ছিল। সেই অধিকার থেকে আপনি তাকে কেন বঞ্চিত করছেন? এই বঞ্চিত হওয়ার প্রতিদানে আপনি তাকে কী দেবেন? এই দীর্ঘ ত্যাগের যাত্রা শেষে যদি আপনি তার মুখে হাসি ফোটাতে না পারেন, তবে আপনার অস্তিত্বের কী দাম থাকল? আপনি কেমন সন্তানের পরিচয় দিলেন? সুতরাং আমাদের কথায় যদি আপনার হারানো বোধশক্তি ফিরে আসে তবেই আপনার বাবার দায়িত্ব ও অনুগ্রহ সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ।

লেখক : শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী

স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় ত্রাণ বিতরণের কিছু স্মৃতি

-ড. ইহসান ইলাহী যহীর

উপস্থাপনা : ৩০শে আগস্ট ২০২৪ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে তিন দশকের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যায় বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট, ক্ষেত-খামার, লোকালয়-গ্রাম প্লাবিত হয়। বিগত ৩৪ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আঘাত হানা সবচেয়ে ভয়ংকর এই বন্যায় ৫৬ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২০২৪ সালের ২১শে আগস্ট ভারী বর্ষণ ও ভারতের ত্রিপুরা প্রদেশের ডুম্বুর পানিবিদ্যুৎ প্রকল্পের বাঁধ রাতের আঁধারে খুলে দেওয়ায় আকস্মিক এই ভয়াবহ বন্যা। এতে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে ফেনী ও নোয়াখালী সহ দেশের ১২টি যেলার ৭৩টি উপযেলা। ফলে দেশের উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ৫টি যেলার নিম্নাঞ্চলে স্বল্পমেয়াদী বন্যায় প্লাবিত হয়।

মানবসেবা এক বড় অর্জন, সবার ভাগ্যে এটা জুটে না! বেশ কয়েকটি যেলার ধনী পরিবারের সংবাদ আমাদের কাছে এসেছে। ৭-৮তলা বিশিষ্ট বহুতল ভবনের মালিক। শহরের রাস্তাঘাট যখন কোমর পানির নীচে তলিয়ে আছে, তখন গৃহকর্তা তার স্ত্রীকে বলে, তুমি বাজার-সদাই করে নিয়ে আসো। আমি নীচে যেতে পারবো নাহ! জুজুবুড়িতে কট খাওয়া এই যদি হয় কতিপয় পুরুষের অবস্থা, তখন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাদের উদ্ধার করবে কে? আলহামদুলিল্লাহ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এবং 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম' বন্যার এই উত্তাল ঢেউয়ে সর্বপ্রথম রেসকিউ টীমের হাল ধরে। প্রথমে লাইফ জ্যাকেট গায়ে দিয়ে নৌকা, অতঃপর খরস্রোতা ঢলে নৌকা উল্টে যাওয়ার আশংকায় বড় চাকা বিশিষ্ট মালবাহী ট্রাক্টর দিয়ে উদ্ধার কাজে সদা তৎপর থেকে মানব সেবার সর্বোচ্চ উদাহরণ পেশ করেছেন। দায়িত্বশীল ভাইদের দিন-রাত অক্লান্ত এই পরিশ্রম ভূয়সী প্রশংসার দাবী রাখে। অতঃপর কুমিল্লায় বন্যা আঘাত হানার পর যেলা 'যুবসংঘ' লাইফ জ্যাকেট গায়ে ও এ্যাংলেট পায়ে দিয়ে তারা উপদ্রুত অঞ্চলে উদ্ধার তৎপরতা চালায়। যার ফলে প্রাণে রক্ষা পায় নারী-শিশু-বৃদ্ধ সহ অসংখ্য বনু আদম। অনুরূপ বিভিন্ন যেলার দায়িত্বশীলগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আমাদের অভিভূত করেছে। অতএব মানবসেবা করার সুযোগ পাওয়া এক বড় অর্জন, সবার ভাগ্যে এটা জুটে না!

সবাই যেখানে শেষ, সেখান থেকেই 'যুবসংঘ'-এর কাজ শুরু : হঠাৎ হাযার হাযার পরিবার পানিবন্দী ছিল। তাদের কাছে ছিলনা কোন খাবার কিংবা যরূরী কোন ত্রাণ সামগ্রী। সরকারী বাহিনী ও বিভিন্ন সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকেরা উদ্ধার অভিযান চালিয়েছেন। তবে প্রবল স্রোতের কারণে কিছু প্রত্যন্ত এলাকায় সাহায্য পৌঁছে দেওয়াটা বেশ কঠিন ছিল। সবার উদ্ধার ও ত্রাণ বিতরণ যাত্রা যেখানে শেষ, সেখান থেকেই 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্ধার তৎপরতা ও ত্রাণ বিতরণ কাজ সেখান থেকেই শুরু। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাহাড়সম সাহস নিয়ে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করে তারা পরিশ্রম করেছেন। সেই সাথে কুমিল্লার বুড়িচংয়ে বন্যা আঘাত হানার পর অনেকেই ত্রাণ সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু পানির তোড়ের কারণে উপযুক্ত স্থানে সেগুলি সঠিকভাবে বিতরণ করতে পারছিলেন না। যেলা 'আন্দোলন' এবং 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলগণের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যা বিতরণ করিয়েছে। এমনকি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আমাদের সংগঠনের মাধ্যমে বুড়িচংয়ের বন্যা দুর্গত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করিয়েছে। তাদের বিতরণকৃত মোট প্যাকেটের সংখ্যা ছিল ৪৭ হাযারের উপর।

ডিস্ট্রিবিউশন ইউনিট : কুমিল্লা যেলার আলেখারচর বিশ্বরোড সংলগ্ন হাসান জামে মসজিদ ও ইসলামী কমপ্লেক্সকে মূল সহায়তাকেন্দ্র স্থাপন করা হয় এবং প্রতিদিন প্যাকেজিং-এর কার্যক্রম আঞ্জাম দেয়া হয়। অতঃপর সেগুলি ট্রাক/পিকাপে বন্যা উপদ্রুত অঞ্চলে। অতঃপর সেখান থেকে ট্রাক্টর যোগে গ্রামের গহীনে। অতঃপর ট্রাক্টর থেকে নৌকা। নৌকা যেখানে আটকিয়ে যায় সেখান থেকে ঠেলা গাড়ীতে করে আরও ভিতরে নিয়ে সেখান থেকে কলা গাছের ভেলা যোগে দুর্গম এলাকার ত্রাণ সহায়তা বঞ্চিত পরিবারের হাতে পৌঁছে যায় সকলের আমানত। উল্লেখ্য যে, কুমিল্লা মারকাযে একঝাঁক নিবেদিত প্রাণ কর্মী ভাইদের আন্তরিক সহযোগিতা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। তাঁরা হলেন হাসান জামের মসজিদের নিয়মিত স্থানীয় মুছল্লীবৃন্দ, মাওলানা তাসলীম সরকার, মাওলানা জামীলুর রহমান, বেলাল হোসেন, আহমাদুল্লাহ, রুহুল আমীন প্রমুখ। উদ্ধার, প্যাকেজিং, দাতা, সংগঠন এবং ডিস্ট্রিবিউশনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সাব-কন্ট্রোল সেন্টারের সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা!

সরেযমীন অভিজ্ঞতা :

ফেনী : ফেনী যেলার পরশুরাম থানাধীন মির্জানগর ইউনিয়নের কাশী নগর ও চম্পক নগর গ্রাম ছিল বন্যা ঢলের প্রবেশমুখ। হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ভাই, হেরিটেজ আইডিয়াল একাডেমী, বগুড়ার প্রতিষ্ঠাতা শায়খ মিয়া হাবীবুর রহমান মাদানী এবং প্রিন্সিপ্যাল ড. আব্দুল্লাহিল কাফীসহ আমরা বাঁধ ভেঙ্গে ঢল আসার মূল উৎসমুখে গমন করি। গাড়ী থেকে নেমে কেউ পদব্রজে, কেউবা ত্রাণবাহী ট্রাক্টরের উপর তীব্র ঝাঁকুনী সহকারে লক্কর-ঝক্কর অবস্থায় কাছাকাছি গিয়ে তারপর পায়ে হেঁটে বন্যার উৎসমুখে যাই। বানের পানি তখন

নেমে গিয়েছিল। কিন্তু রেখে গিয়েছে শত-সহস্র ক্ষতচিহ্ন। দুর্গম অঞ্চল এটা। এখানের অনেক স্থানের কোথাও রাস্তা ভেঙ্গে ফসলী মাঠের সাথে মিশে গিয়েছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কাশী নগর ও চম্পক নগরে পর্যাপ্ত ত্রাণ সহায়তা পৌঁছেনি। তাই এখানকার খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এখানে বানের পানির সাথে এত পরিমাণে পলি-কাঁদা এসেছে যে, নিম্নাঞ্চলের ফসলী জমিতে কোথাও ১ হাত বা তার কম-বেশী কাঁদা মাটিতে জমি ঢেকে আছে। বন্যার পানির স্রোতে রাস্তায় কোথাও গর্ত হয়ে গিয়েছে, কোথাওবা পিচ ঢালাই রাস্তার পিচ ও তার নীচের ইটের কংক্রিট পর্যন্ত রাস্তা থেকে সরে পাশের জমিতে পড়ে রাস্তা খানা-খন্দ হয়ে আছে। ফেনী যেলায় জীবন-মরণ বাজি রেখে যারা শুরু থেকে রেসকিউ টীমে কাজ করেছেন, তাঁরা হ'লেন ডা. শওকত ভাই, আরিফ ভাই, শামাঊন নূর ভাই, ইমরান গাযী ভাই প্রমুখ। তীব্র ঢলে বিদ্যুৎ, নেটওয়ার্ক ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদের নিজ আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ পর্যন্ত পাননি। কিন্তু থেমে যাননি। সাধ্যমতো তারা মনবতার সেবায় শহরে দিন-রাত পরিশ্রম করেছেন। ত্রাণের মূল্যবান আমানত নিজের কাঁধে বহন করে ফেনীর বিভিন্ন উপযেলায় প্রকৃত হকদারের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ উনাদের উত্তম পারিতোষিক দান করুন।- আমীন!

কুমিল্লা : (ক) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন সহ যেলা ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বুড়িচংয়ের জগতপুর, আরাগ আনন্দপুর প্রভৃতি গ্রাম-গঞ্জের মানুষের হাতে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করেন। আহলেহাদীছ অধ্যুষিত গ্রামের নাগর বাড়ী, হাজী বাড়ী, জা-বক্স বাড়ী, মেম্বার বাড়ী, মাঝি বাড়ী, কুতুব বাড়ী, আবীর মাহমুদ বাড়ী, মনা গাযী বাড়ী, আশকর বাড়ী, কাযী পাড়া, সুবহা গাযী বাড়ী, সিডা সমাজ, নবু সমাজ, জলা বাড়ী প্রভৃতি সমাজে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়। কুমিল্লা মারকায থেকে ট্রাক্টর যোগে বুড়িচং যাওয়ার সময় পথিমধ্যে রানিং অবস্থায় ট্রাক্টরের সামনের বাম পাশের চাকা বার্স্ট হয়। আল্লাহ্র অশেষ রহমত রাস্তার এক সাইডে গিয়ে গাড়ীটি নিয়ন্ত্রণে আসে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অপর এক ট্রাক্টর যোগে প্রচণ্ড তাপদাহের মধ্যেই বুড়িচংয়ের জগতপুর অভিমুখে রওয়ানা হই। পানির স্রোত কোন স্থানে রাস্তার উপর দিয়ে এত তীব্র বেগে প্রবাহিত হচ্ছিল যে, রাস্তা ভেঙ্গে সরু খালের ন্যায় পানি প্রবাহিত হ'তে থাকে। ঐ গর্তে আমাদের ট্রাক্টর উল্টে যাওয়ার উপক্রম হয়।

(খ) কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ থানায় ত্রাণ বিতরণের সময় আমরা কুমিল্লা থেকে ট্রাকের ছাদের উপর ত্রাণের মালামাল, তার উপরে আমরা স্বেচ্ছাসেবীরা সওয়ার হই। কুমিল্লা মারকায থেকে প্রায় ১ ঘণ্টা চলার পর আমরা মনোহরগঞ্জ থানার নাথের পেটুয়া বাজার অতিক্রম করে আরও ২০ মিনিট ভিতরে লক্ষণপুর বাজার থামি। সেখান থেকে মালামাল ট্রাক থেকে আনলোড করে বড় নৌকায় লোড করি। নৌপথে ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট দুপুরের কড়া রোদে গমনের পর উত্তর হাওলা আলিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন বড় দিঘীর ঘাটে নৌকা ভীড়ে। এখানে বড় নৌকা থেকে মালামাল আনলোড করে ঠেলা গাড়ীতে প্রায় হাফ কি. মি. গিয়ে সেখান থেকে ছোট নৌকা ও কলা গাছের ভেলা যোগে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ত্রাণ সহায়তা বঞ্চিত প্রায় প্রতিটি ঘরে আমরা ত্রাণের প্যাকেট পৌঁছে দেই। তারা যারপরনাই আমাদের উপর কৃতজ্ঞ হন এবং নেক দো'আ করে অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় দেন। মাগরিবের পর ফিরার পথে অন্য আরেকটা ত্রাণের ট্রাক যোগে কুমিল্লা মারকায ফিরে আসি।

নোয়াখালী : কুমিল্লা লাকসাম হয়ে চৌমুহনী বাংলাবাজার পার হয়ে আমকী বাজার থেকে ৫ কি.মি. ভিতরে, আমীরথী, হাশর, মলংচর গ্রাম সমূহের শেষ প্রান্তে ত্রাণ বিতরণ। অতঃপর সেখান থেকে আরও প্রায় ৭ কি.মি. ভিতরে চাটখিলের কালিকাপুর, রাম নারায়ণপুর, পশ্চিম বৈকণ্ঠপুর, পূর্ব বৈকণ্ঠপুর, রাজা রামঘোষ, গোমাতলী গ্রাম সমূহের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। নোয়াখালীতে প্রায় প্রতিটা বাড়ীর বাউণ্ডারী, টিনের বেড়া, সুপারি গাছের ঝড়ে পড়া পাতা, সিমেন্টের ব্যাগ, চট, নারিকেল পাতা কিংবা কলাপাতা দিয়ে হ'লেও তারা বাড়ীর পর্দা-পুশীদা রক্ষার চেষ্টা দেখে আমরা চমৎকৃত হ'লাম। এখানের প্রতিটা আশ্রয়কেন্দ্রে এলাকার যুবকরা শিফটিং করে রান্নায় সাহায্য এবং বন্যাত্রাণ পৌঁছেনি এমন এলাকার সন্ধান দেওয়া ও বন্যাত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার কাজটি স্বেচ্ছায় করছেন।

বন্যায় জাতীয় জাগরণ এবং ঐক্য :

সরকারীভাবে অতীতে বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে ভয়াবহ লুটপাট সংবাদ মাধ্যমে জানা গেছে। কিন্তু আওয়ামী সরকারের পতন পরবর্তী ভারতের সাথে আঁতাত করে ষড়যন্ত্রমূলক ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের ডুম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বাঁধ আকস্মিকভাবে খুলে দেওয়ায় সৃষ্ট ভয়াবহ এই বন্যায় দেশের আপামর জনসাধারণের জাতীয় জাগরণ এবং ঐক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিক, সমাজ সেবামূলক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্যা ত্রাণ বিতরণে অংশগ্রহণ করেছেন। দেশের প্রায় প্রত্যেক স্থান হ'তে কত হাযার ত্রাণবাহী ট্রাক, পিকাপ, কভার্ডভ্যান যে বন্যা উপদ্রুত অঞ্চলে গিয়েছে, তার হিসাব কে রাখে? বন্যার পরপর ত্রাণবাহী ট্রাকের কারণে ফেনী যেতে ঢাকা-চট্টগ্রাম চার লেনের মহাসড়কের কুমিল্লা থেকেই কখনো কখনো জ্যাম শুরু হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এবারের বন্যায় জাতীয় জাগরণ এবং ঐক্য চমৎকারভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে।

উপসংহার : বন্যায় নিহতদের আল্লাহ শাহাদাতের মর্যাদা প্রদান করুন। ক্ষতিগ্রস্তদের ধৈর্য্য ধারণের তাওফীক দান করুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে মানব সেবা নিয়োজিত হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

[সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ঢাকা (দক্ষিণ) ও প্রিন্সিপাল, মারকাযুস সুন্নাহ আস-সালাফী, পূর্বাচল নতুন শহর, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ]

আইরিশ সঙ্গীতজ্ঞ সিনাড ওকনরের ইসলাম গ্রহণ

[পুরা নাম সিনাড মারি বার্নাডেট ওকনর (৫৬)। ইসলাম গ্রহণ পরবর্তী নাম শুহাদা ছাদাক্বাত। জন্ম ৮ই ডিসেম্বর ১৯৬৬ সালে আয়ারল্যাণ্ডের ডাবলিনে। তিনি একাধারে প্রসিদ্ধ গায়ক, গীতিকার ও সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। ১৯৮৭ সালে তার মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম স্টুডিও অ্যালবাম 'দ্য লায়ন অ্যাণ্ড দ্য কোবরা' যা তাকে আন্তর্জাতিক সাফল্য এনে দেয়। অতঃপর ১৯৯০ সালে 'আই ডোন্ট ওয়ান্ট হোয়াট আই হ্যাভ নট গোট' অ্যালবামটি ছিল তার সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক সাফল্য। যা বিশ্বব্যাপী সাত মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছিল। ২০১৮ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। অবশেষে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমায় আক্রান্ত হয়ে তিনি ২৬শে জুলাই ২০২৩ হার্ন হিল, লণ্ডন, ইংল্যাণ্ডে মৃত্যুবরণ করেন]

সিনাডের শৈশব ছিল খুবই কঠিন। কিশোর বয়সে ডাবলিনের অ্যান গ্রিয়ানান ট্রেনিং সেন্টারে তাকে রাখা হয়েছিল। যা মূলত অল্পবয়সী মেয়েদের বন্দী রাখার জন্য তৈরী করা হয়েছিল। ঐ সময় ওকনরকে একজন সন্ন্যাসী গিটার কিনে দিয়েছিলেন এবং একজন সংগীত শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। সেখান থেকে সংগীত ক্যারিয়ারে তার এগিয়ে যাওয়া যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮৭ সালে তার প্রথম অ্যালবাম 'দ্য লায়ন অ্যান্ড দ্য কোবরা' প্রকাশ হয়। যা যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষ ৪০-এ মধ্যে অবস্থান করে নেয়।১৯৯০ সালে রিলিজ করা 'নাথিং কমপেয়ার্স টু ইউ' গানটির জন্যে তিনি সবচেয়ে সুপরিচিত। ওই বছরের সবচেয়ে হিট গানের তালিকায় ছিল এই গানটি। ১৯৮৭ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত তার ১০টি স্টুডিও অ্যালবাম প্রকাশ হয়েছে।

বিখ্যাত আইরিশ গায়িকা সিনিড ওকনর ২০১৮ সালের অক্টোবরে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। তিনি একজন আইরিশ ইমাম শেখ ড. উমর আল-কাদরী এর নিকট কালেমা পাঠের মধ্যদিয়ে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেন। তিনি জানিয়েছিলেন নাম পরিবর্তন করে তিনি নিজের নাম রেখেছেন শুহাদা ছাদাক্বাত। টুইটারে দেয়া বার্তায় তাকে সাপোর্ট করার জন্য অন্য মুসলমানদের তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তাঁর এই সিদ্ধান্ত 'যেকোনো বুদ্ধিমান ধর্মতত্ত্ববিদের সফরের স্বাভাবিক পরিণতি'। তিনি নিজের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন, যাতে দেখা যায় যে তিনি আযান দিচ্ছেন।

টুইটার বার্তায় আইরিশ গায়িকা আরও বলেছিলেন, প্রত্যেকটি ধর্মীয় গ্রন্থ ইসলামের দিকে পরিচালিত করে এবং ইসলাম অন্য ধর্মগ্রন্থগুলোকে অকার্যকর ও অনাবশ্যক করে দেয়। ফলে অন্য সব ধর্মগ্রন্থ অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়'। তিনি বলেছিলেন, আমি ঘোষণা করছি, একজন মুসলিম হয়ে আমি গর্ব বোধ করছি। আর যেসকল মুসলিম ভাই ও বোনেরা আমার এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। ইসলাম গ্রহণের পরই তিনি নিজের প্রোফাইল পিকচার পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন। সেখানে তাকে হিজাব পরিহিত ছবিতে দেখা গিয়েছিল। একটি টুইটের মাধ্যমে তিনি জানিয়েছিলেন, প্রথম হিজাবটি তিনি তার বান্ধবী এলেনের কাছ থেকে উপহার পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যখন আমি আমার গায়ে হিজাব জড়াই, তখন আমার শরীরে শীতলাবহ বয়ে যায়'।

আরেকটি টুইটবার্তায় শুহাদা বলেছিলেন, আমার বলা উচিত যে, পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলোকে সত্যায়িত করে। তবে সেখানে যেসব অনৈতিক পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে, তা সমর্থন করে না। আগের ধর্মগ্রন্থগুলোতে এমন কিছু লোক পরিবর্তন এনেছে, যারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে না এবং নিজেকে তার কাছে সমর্পিত করেনি'।

তবে ধর্ম নিয়ে ওকনর এই প্রথমবারের মত কথা বলেছেন, তা নয়। ও'কনর শিশু নির্যাতন, মানবাধিকার, বর্ণবাদ এবং নারীর অধিকারের মতো বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ১৯৯২ সালে তিনি একটি মার্কিন টেলিভিশনের এক লাইভ অনুষ্ঠানে তিনি ক্যাথলিক চার্চে অপব্যবহারের প্রতিবাদে পোপ 'জন পল'-এর একটি ছবি ছিঁড়ে ফেলেন বিতর্কের জন্ম দেয়।

৩ অক্টোবর ১৯৯২-এ, ও'কনর আমেরিকান টেলিভিশন প্রোগ্রাম শনিবার নাইট লাইভ (এসএনএল) এ উপস্থিত হন এবং ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন । শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত নতুন গানের সাথে বব মার্লির ১৯৭৬ সালের গান 'ওয়ার'-এর একটি ক্যাপেলা পরিবেশন করার পর তিনি আট বছর আগে তার মায়ের বেডরুমের দেয়াল থেকে তোলা পোপ জন পল-এর একটি ছবি ছিঁড়ে ফেলে বলেছিলেন, 'প্রকৃত শত্রুর সাথে যুদ্ধ কর' এবং ছবির টুকরোগুলো মেঝেতে ফেলে দিয়েছিলেন। ওকনর পরে বলেছিলেন যে, তিনি শিশু হিসাবে যে শারীরিক, যৌন এবং মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তার জন্য ক্যাথলিক চার্চ কিছু দায় বহন করে। তিনি বলেছিলেন, ক্যাথলিক যাজকরা বছরের পর বছর ধরে শিশুদের নির্যাতন করে আসছে। জন পল প্রকাশ্যে ক্যাথলিক চার্চে শিশু যৌন নির্যাতনের কথা স্বীকার করার নয় বছর আগেই তার এই প্রতিবাদ হয়েছিল। ২০১৪ সালে তিনি ফিলিস্তীনীদের প্রতি সংহতি স্থাপন করে ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে সেদেশে খেলতে যাওয়াকে প্রত্যাখ্যান করতে সরব হয়েছিলেন।

শুহাদা ছাদাক্বাতের ইসলাম গ্রহণের পূর্ব জীবন দেখতে অনেক সুন্দর হলেও প্রকৃত অবস্থা ছিল হতাশজনক। তিনি প্রশান্তির মাদকসহ নানাবিধ অপরাধে জড়ালেও কোথাও শান্তি খুঁজে পাননি। অবশেষে ইসলাম গ্রহণের ফলেই তিনি প্রকৃত প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন।

আব্দুর রহমান আল-মু'আল্লিমী

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

জন্ম ও পরিচয় : শায়েখ আব্দুর রহমান ১৮৯৪ সনের প্রথমার্ধের কোন একদিনে ইয়ামানের 'আতামাহ' প্রদেশের রাজিহ যেলার আল-মুহাক্কারা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এটি ছিল ইয়ামানের অন্যতম সম্ভ্রান্ত ও আদর্শ অঞ্চল এবং তাঁর পিতা-মাতা এই অঞ্চলের অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পারিবারিকভাবে শিক্ষকতা পেশায় জড়িত থাকায় তাদের 'মু'আল্লিমী' নামে অভিহিত করা হয়। তাঁর পিতা ইয়াহইয়া 'বায়তুর-রীমী' অঞ্চলে ইমামতি ও শিক্ষকতা করতেন।

শিক্ষাজীবন : শায়েখ আব্দুর রহমান তাঁর গোত্রের একজন আলেমের কাছে কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা জীবন শুরু করেন। এরপর তিনি পিতার সাথে বায়তুর রীমী চলে যান এবং পিতার নিকট কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি হুজারিয়ায় বড় ভাই মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়ার নিকট চলে যান। সেখানে তার বড় ভাই তাকে একটি সরকারী মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। তিনি কিছুদিন কুরআন, তাজবীদের পাশাপাশি গণিত, ইংরেজী, তুর্কি ভাষা ও অন্যান্য শিক্ষা লাভ করেন।

এরপর তিনি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'লে তাঁর ভাই তাঁকে একটি বিধবার বাড়িতে স্থানান্তরিত করেন। বিধবার সেবায় আল্লাহ্র রহমতে তিনি সুস্থতা লাভ করেন। ইতিমধ্যে একদিন তার পিতা তাকে দেখতে আসেন। তখন তিনি তার পড়াশোনার খোঁজ-খবর নেন। তার ব্যাকরণ পড়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি পিতাকে জানান যে, তিনি ব্যাকরণ পড়েননি। কারণ তিনি কোন প্রতিষ্ঠানে বেশিদিন পড়াশোনার সুযোগ পাননি। অতঃপর তার পিতা তাকে ব্যাকরণ শিক্ষার পরামর্শ দিলে তিনি বড় ভাইয়ের নিকট প্রায় দুই সপ্তাহ 'ইলমুন-নাহু' পড়েন।

অতঃপর তিনি পুনরায় বায়তুর রীমীতে তাঁর পিতার নিকট ফিরে যান। তখন ব্যাকরণ শিক্ষার প্রতি তার আগ্রহ বেড়ে যায়। তিনি কিছু ব্যাকরণের বই কিনলেন এবং পিতার নিকট পড়তে শুরু করলেন। সেখানে আহমাদ ইবনু মুছলিহ আর-রীমী নামে একজন সহপাঠীর সাথে তার বন্ধুত্ব হয়। তাঁরা দু'জন বেশিরভাগ সময় ব্যাকরণ চর্চা করতেন। এর পাশাপাশি তারা তাফসীর পড়তেন। এর প্রায় এক বছর পরে ইবনু হিশাম রচিত 'আল-মুগনী' পড়েন। এসময় তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ খাতায় নোট করতেন এবং তা বারবার পড়ে মনে রাখার চেষ্টা করতেন। ফলে তিনি নাহুশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

এরপর তিনি নিজ শহরে ফিরে যান। তাঁর পিতা তাঁকে বিশিষ্ট ফক্বীহ ও পণ্ডিত আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মু'আল্লিমীর সান্নিধ্যে থাকার পরামর্শ দিলেন। তাই তিনি সার্বক্ষণিক তার সান্নিধ্যে থেকে ইলমুন নাহু, ইলমুল হাদীছ, ইলমুল ফিক্বহ ও ইলমুল ফারায়েয বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। এরপর তিনি আবার বায়তুর-রীমীতে ফিরে এসে ফারায়েয শাস্ত্রের বিভিন্ন সমস্য সমাধানের জন্য 'আল-ফাওয়াইদুশ শানশূরিইয়াহ' গ্রন্থ পাঠে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি নতুন নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করে সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করেন। এভাবে ফারায়েযশাস্ত্রে তিনি অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। এসময় তিনি 'মাকামাতে হারীরী'সহ সাহিত্যের কতিপয় কিতাবও অধ্যয়ন করেন। তিনি কবিতার প্রতি ভীষণ অনুরাগী ছিলেন।,

কিছুদিন পর তাঁর ভাই সাক্ষাৎ করতে আসলে তিনি সকল বিষয়ে আব্দুর রহমানের গভীর পাণ্ডিত্য লক্ষ্য করে মুগ্ধ হন। পরে হুজারিয়ায় ফিরে গিয়ে বড় ভাই তাকে সেখানে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু সেখানে তিনি কিছু ফিক্বহের মজলিসে অংশগ্রহণ ব্যতীত তেমন কিছু অর্জনের সুযোগ পাননি। ফলে কিছুদিনের মধ্যে তিনি নিজ শহর আতামাহতে ফিরে আসেন। অতঃপর তিনি বিচারক সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ ইবনু আলী আর-রাযীর তাযকিয়াহ নিয়ে দক্ষিণ হায়দ্রাবাদের জামি'আ ওছমানিয়ার হাদীছ বিভাগে ভর্তি হন। সেখানে তিনি শায়েখ আব্দুল কাদীর মুহাম্মাদ ছিদ্দীকী আল-কাদিরীর নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করেন এবং কুতুবে সিত্তাহ ও মুয়াত্তা ইমাম মালেক বর্ণনার ইজাযাহ লাভ করেন।

শায়েখ আব্দুল কাদীর মুহাম্মাদ ছিদ্দীকী তাঁর সম্পর্কে বলেন, সম্মানিত ভাই, বিজ্ঞ পণ্ডিত আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াহইয়া আল-মু'আল্লিমী ইয়ামনী আমাকে ছহীহ বুখারী এবং ছহীহ মুসলিমের শুরু থেকে পাঠ করে শোনান এবং তিনি আমার কাছ থেকে যা বর্ণনা করার ইজাযাহ প্রার্থনা করেন। আমি তাকে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী, বিশস্ত, জ্ঞানী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনে করি। অতএব আমি তাকে স্বীকৃত শর্ত অনুসারে আমার নিকট থেকে ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম, জামে' তিরমিযী, সুনান আবুদাঊদ, সুনান ইবনু মাজাহ, সুনান নাসাঈ ও মুয়াত্ত্বা ইমাম মালেক বর্ণনা করার অনুমতি দান করলাম।

কর্মজীবন : শায়েখ আব্দুর রহমান আল-মু'আল্লিমী ১৩২৯ হিজরিতে সঊদী আরবের জীযান শহরে গমন করেন এবং তৎকালীন 'আসীরের আমির সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আল-ইদ্রীসীর নিকট উপস্থিত হন। তিনি তাকে প্রধান বিচারক হিসাবে নিয়োগ করেন এবং তার ন্যায়বিচার ও ধর্মপরায়ণতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে শায়খুল ইসলাম উপাধিতে ভূষিত করেন। এখানে তিনি বিচার বিভাগের পাশাপাশি ছিলেন শিক্ষকতাও করতেন। ১৩৪১ হিজরিতে আল-ইদ্রীসী মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।

অতঃপর তিনি নিজ দেশ ইয়ামানে ফিরে আসেন এবং এডেন উপসাগরবর্তী এডেন শহরে এক বছর শিক্ষকতা ও দ্বীনী

দাওয়াত প্রচার করেন। অতঃপর তিনি ভারত গমন করেন এবং হায়দ্রাবাদের জামি'আ ওছমানিয়ায় হাদীছ, সাহিত্য ও ইতিহাস সংক্রান্ত বইয়ের প্রুফরিডার হিসাবে যোগদান করেন।

হায়দ্রাবাদে কিছুদিন অবস্থান করে তিনি মক্কায় গমন করেন। ১৩৭২ হিজরীর রবীউল আউয়াল তিনি মসজিদুল হারামের লাইব্রেরীর দায়িত্বশীল নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি লাইব্রেরীর শিক্ষক, গবেষক এবং ছাত্রদের নিষ্ঠার সাথে সহযোগিতা করে তিনি সকলের প্রশংসা লাভ করেন।

শায়খের রচিত গ্রন্থসমূহ : তার রচিত প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল :

(১) ত্বলী'আতুত তানকীল বিমা ফী তা'নীবিল কাউছারী মিনাল আবাত্বীল।

(২) রিসালাতুন ফী মাক্বামে ইব্রাহীম ওয়া হাল ইয়াজূযু তা'খীরুহূ।

(৩) আল-আনওয়ারুল কা-শিফাহ বিমা ফী কিতাবি আযওয়া' 'আলাস-সুন্নাতি মিনাল যিলাল ওয়াত-তাযলীল ওয়াল-মুজাযাফাহ।

(৪) মুহাযারাতু ফী কুতুবির রিজাল ওয়া আহমিইয়াতুহা।

তার মৃত্যুর পর অপ্রকাশিত কিছু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে : (১) ইগাছাতুল ওলামা মিন ত্ব'নি ছাহিবিল ওয়ারিছাহ ফিল ইসলাম। (২) কিতাবুল ইবাদাত। (৩) আহকামুল কিযব।

এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত বেনামী প্রবন্ধ, কবিতা ও চিঠিপত্র পাওয়া গেছে। নিজে লেখালেখির পাশাপাশি তিনি অসংখ্য কিতাবের তাহক্বীক, তা'লীক ও তাছহীহ করেছেন।

সমসাময়িক আলেমদের মন্তব্য : শায়েখ আব্দুর রহমান আল-মু'আল্লিমী তার সমসাময়িক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের নিকট অত্যন্ত প্রশংসিত ছিলেন। যেমন :

(১) শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম আল-শায়েখ তাঁকে একজন বিজ্ঞ আলেম ও নবীর হাদীছের রক্ষক হিসাবে অভিহিত করেছেন।

(২) শায়েখ বকর আবু যায়েদ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'মুহাক্কিক আলেম হিসাবে তিনি এক স্বর্ণযুগ কাটিয়েছেন'।

(৩) মিশরীয় লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপির তত্ত্বাবধায়ক শায়েখ ফুয়াদ আস-সাইয়্যেদ বলেছেন, 'আমি মক্কার পবিত্র মসজিদে হজের সময় লাইব্রেরীতে যেতাম পাণ্ডুলিপি দেখতে এবং লাইব্রেরীর পরিচালক শায়েখ সুলায়মান আছ-ছানী'কে দেখতে। এসময় শায়েখ আব্দুর রহমান আল-মু'আল্লিমী মাঝে মাঝে আমাদের কাছে এসে যমযমের পানি দিতেন। একদিন আমি শায়েখ সুলায়মান আছ-ছানী'কে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনি কি আপনাকে প্রতিদিন যমযমের পানি পান করান না! শায়েখ ফুয়াদ বলেন, যদিও আমি তার গভীর জ্ঞান ও বিচক্ষণতার ব্যাপারে অবগত ছিলাম, তবু আমি তার অসাধারণ বিনয় ও নম্রতা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম'।

(৪) শায়েখ মুহাম্মাদ বাহজাত আল-বিতার বলেছেন, 'আমি যতবার মক্কার লাইব্রেরীতে প্রবেশ করেছি ততবার তাঁকে সতর্ক ও জ্ঞানার্জনে লিপ্ত দেখেছি। আসলে প্রচেষ্টার দ্বারা অসম্ভবও সম্ভব হয়'।

(৫) এছাড়া শায়েখ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, শায়েখ মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক হামযাহ, শায়েখ মুহাম্মাদ হামীদ আল-ফাক্বী এবং শায়েখ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

মৃত্যু : শায়েখ আব্দুর রহমান আল-মু'আল্লিমী ২৬ মে ১৯৬৬ বৃহস্পতিবার মক্কার মাসজিদুল হারামে ফজর ছালাত আদায় করে লাইব্রেরীতে নিজ কক্ষে ফিরে যান। সেখানে নিজ বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে বুকের উপর বই নিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। মাসজিদুল হারামে তাঁর জানাযার ছালাতে খ্যাতনামা আলেমগণসহ অনেক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। আল্লাহ তাঁর সৎআমলসমূহ কবুল করুন ও জান্নাতে উচ্চ মাক্বাম দান করুন।-আমীন!

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধীক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, **হিসাব নম্বর** ০১৫১২২০০০২৭৬১ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।

বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

হঠকারিতায় ধ্বংস

মূল : মুহসিন জব্বার, অনুবাদ : নাজমুন নাঈম

১৯৯৫ সালের এক রাতের ঘটনা। একটি বিশাল আমেরিকান যুদ্ধজাহাজ কানাডিয়ান উপকূলের কাছে উচ্চ গতিতে যাত্রা করছিল। কিছুক্ষণ পর জাহাজের রাডার ডিভাইসগুলি সংকেত দিল, জাহাজের চলার পথে একটি বিশাল বস্তু আছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন ভাবলেন অপর দিক থেকে হয়তো আরেকটি জাহাজ আসছে। তিনি জাহাজ দু'টির সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য জাহাজের রেডিও সেন্টারে ছুটে গেলেন। তিনি সামনে থাকা জাহাজটিকে লক্ষ্য করে কিছু নির্দেশনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তাদের মধ্যে কিছুক্ষণ কথপোকথন চলল...

ক্যাপ্টেন : আমি আমেরিকান যুদ্ধজাহাজের ক্যাপ্টেন বলছি। সংঘর্ষ এড়াতে ১৫ ডিগ্রী দক্ষিণে দিক পরিবর্তন করতে হবে। আমি আবার বলছি সংঘর্ষ এড়াতে ১৫ ডিগ্রী দক্ষিণ দিক পরিবর্তন করুন। দ্রুত মোড় নিন।

অন্যদিকের জাহাজ থেকেও তখন আওয়াজ শোনা গেল : এখানে কানাডিয়ান কর্তৃপক্ষ, আপনার অনুরোধটি রাখা সম্ভব নয়। বরং আমরা আপনাকে জাহাজটি ১৮০ ডিগ্রী ঘুরিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি। দ্রুত আপনার দিক পরিবর্তন করুন।

ক্যাপ্টেন : মানে কি! আমি আপনাকে একটি সংঘর্ষ এড়াতে মাত্র ১৫ ডিগ্রী দক্ষিণে দিক পরিবর্তন করতে বলছি। এটি কেবল আপনাকে করতে বলছি না। আমাদের জাহাজও ১৫ ডিগ্রী উত্তরে মোড় নিবে। যাতে আমাদের সংঘর্ষ না হয় এজন্য বলছি। দ্রুত করুন। হাতে বেশী সময় নেই।

কানাডিয়ান কর্তৃপক্ষ : এটি কোনভাবেই সম্ভব নয়। আমরা আপনাকে কমপক্ষে ১৩০ ডিগ্রী মোড় পরিবর্তন করার পরামর্শ দিচ্ছি। এখনো সময় আছে। আপনার জাহাজ ঘুরিয়ে নিন।

ক্যাপ্টেন : আপনি সংঘর্ষ এড়ানোর চেষ্টা না করে তর্ক করছেন। এতে আমরা উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হব। আপনি বুঝতে পারছেন না, আমাদের চেয়ে আপনার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা বেশি। কারণ আমরা একটি আমেরিকান যুদ্ধজাহাজ। আপনি কে?

কানাডিয়ান কর্তৃপক্ষ : আমাদের এটি কোন জাহাজ নয়। এটি একটি ভাসমান তেলক্ষেত্র। আমরা সমুদ্র তলদেশ থেকে তেল উত্তোলন করি। এটি নড়াচড়া করতে পারে না। সাবধান!

কিন্তু এই নিষ্ফল রেডিও সংলাপে সময় ফুরিয়ে গিয়েছিল এবং তেলক্ষেত্রের সাথে জাহাজটির সংঘর্ষ হয়েছিল। ফলে জাহাজ ও তেলক্ষেত্র উভয়টির সমূহ ক্ষতি সাধন হয়।

এই গল্প থেকে আমরা যে শিক্ষাটি লাভ করি তা হ'ল কারো সাথে যোগাযোগের সময় কেবল আমার কথাটাই তাকে বলা একমাত্র লক্ষ্য নয়। কারণ তার সেটি মান্য করার সুযোগ নাও থাকতে পারে। অথবা তার কাছে এর চেয়ে ভাল পরামর্শ থাকতে পারে। মোবাইল, টেলিফোনে হোক বা সরাসরি কারো সাথে কথা বলার সময় আমাদের লক্ষ্য হ'তে হবে চারটি। ১. অপর ব্যক্তির কথা মনোযোগ সহকারে শোনা ২.তার অবস্থা বুঝার চেষ্টা করা ৩. তারপর সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং ৪. সবশেষে নিজের কথাটি তাকে বলা। হঠকারিতা করে কেবল নিজের কথা বলে গেলে পুরো অবস্থা বুঝা সম্ভব হয় না। ফলে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে।

আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল, এমন পরিস্থিতিতে সময় নষ্ট না করে আসল কথাটা আগে বলা। কানাডিয়ান তেলক্ষেত্রের পরিচালক যদি প্রথমেই বলতো, এটি জাহাজ নয়। এটি নড়াচড়া করতে পারে না। তাহ'লে জাহাজের ক্যাপ্টেন সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি এই কথাটি না বলে শুধু নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। যা উভয়ের ধ্বংসের অন্যতম কারণ।

শিক্ষা : গল্পে একটি সংগঠনের নেতা-কর্মী বা কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীর পারস্পরিক কথোপকথনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা রয়েছে। কখনো উর্ধ্বতন দায়িত্বশীল তার কর্মীদের অবস্থা পর্যালোচনা ছাড়াই একটি নির্দেশ প্রদান করেন। যা বাস্তবায়ন করা কর্মীদের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। অপরদিকে কর্মীবৃন্দ তাদের অপারগতার কথা সহসা বর্ণনা করতে পারেন না। আবার নির্দেশ পালনেও সক্ষম হন না। ফলস্বরূপ সংশ্লিষ্ট সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আল্লাহ আমাদের সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে সে অনুযায়ী আচরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্র: কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

মিষ্টি খাওয়ার অধিকার

কাশিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। ছাত্ররা সামনে থেকে তাকে হামীদ স্যার বলেই সম্বোধন করে। কিন্তু আড়ালে ডাকে মিষ্টি স্যার। এলাকাবাসীর কাছেও মিষ্টি স্যার নামে বেশ পরিচিত। স্যার অবশ্য তাতে রাগ করেন না। বরং উপভোগ করেন বলেই মনে হয়। রাস্তায় বন্ধুবর কেউ যদি মিষ্টি হামীদ বলে ডেকে ওঠেন, তিনি তাতে বিরক্ত হন না। সরস গলায় বলেন, শুধু মিষ্টি ডাকলে হবে! মিষ্টি খাওয়াতেও তো হবে।

এই নামকরণের কারণ তার অতি মিষ্টিপ্রিয়তা। মিষ্টির লোভ তিনি কখনোই সামলাতে পারেন না। রসগোল্লার কথা বলতেই তার জিহ্বায় রস চলে আসে। ছানা জিলাপী দেখলেই চোখ ছানা বড়া হয়ে যায়। সন্দেশের কথা ভাবতেই নেচে ওঠে তার মন। এছাড়া দই, চমচম, জিলাপী, রসমালাই কোনটাই তার অপ্রিয় নয়।

আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে এই স্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন আব্দুল হামীদ স্যার। যোগদানের পরদিন স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীদের মিষ্টিমুখ করানোর জন্য নিয়ে আসেন চার কেজি রসগোল্লা। তখন স্কুলের শিক্ষক মাত্র ৮ জন। সাথে একজন অফিস সহকারী, একজন পিয়ন আর একজন গার্ড মিলে মোট ১১ জন। সবাইকে ৩টা করে রসগোল্লা দেওয়া হ'ল। পিয়ন আছগার আলী, গার্ড হায়দার আলী আর দুইজন শিক্ষক কেবল নিজেদের ভাগ শেষ করেছেন। বাকীরা দুই পিস গলধঃকরণ করেই নিবৃত্ত হয়েছেন। তখনো এক প্যাকেট রসগোল্লা মুখবন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে।

হেড স্যার বললেন, হামীদ ছাহেব! এই প্যাকেট আর খুলে কাজ নেই। আপনি বাড়িতে নিয়ে যান। ছেলে-মেয়েরা খাবে। হামীদ স্যার বললেন, বাড়ীর জন্য দুই কেজি নিয়েছি স্যার। এগুলো আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি, স্কুলের বাইরে যাবে না। কিন্তু উপস্থিত কারো আর একটা রসগোল্লা মুখে দেওয়ার অবস্থা নেই। অবস্থা দেখে একগাল হেসে আব্দুল হামীদ স্যার নিজেই রসগোল্লার প্যাকেট খুলে বসলেন। শিক্ষকগণ টেবিলের চারিদিকে বসে তার কাণ্ড দেখছেন। টেবিলের একপাশে কাপ-পিরিচ হাতে দাঁড়িয়ে আছে পিয়ন আছগার আলী। সবাইকে সামনে রেখে একে একে বাইশটি সরস রসগোল্লা পেটে চালান করলেন।

সেদিনই শিক্ষকদের থেকে ছাত্র হয়ে এলাকাবাসীর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে মিষ্টি স্যারের নাম। কাশিমপুর বাজারে যারা নিয়মিত যাতায়াত করেন তারাও কম-বেশী জেনে গেছেন। স্কুলের হেড স্যারের কল্যাণে এক সপ্তাহের মাথায় উপযেলা শিক্ষা অফিসেও বিষয়টা জানাজানি হয়েছে। এতে অবশ্য মিষ্টি স্যারের লাভই হয়েছে। যে কোন দাওয়াতে তার জন্য আলাদা করে মিষ্টি তুলে রাখা হয়। স্কুলের কোন অনুষ্ঠানে বা ছাত্রের ভালো ফলাফলে মিষ্টির ব্যবস্থা হলে সবাই যেখানে এক-দুই পিস পায়, সেখানে আব্দুল হামীদ স্যারের জন্য কমপক্ষে পাঁচ-সাত পিস বরাদ্দ থাকে। উপযেলা অফিসে গেলে অফিসার মহোদয় মিষ্টি আনার ব্যবস্থা করেন। নিজে দুই-এক পিস মুখে দেন। আর আমাদের মিষ্টি স্যারের খাওয়া দেখে চোখ জুড়ান।

কিন্তু স্যারের বাড়ির পরিবেশ সম্পূর্ণ অন্যরকম। বাড়ীর সদস্য বলতে স্ত্রী রাহেলা খাতুন, ছেলে রাহাত আলম, মেয়ে রাইদা। তারা নিজেরা যেমন মিষ্টি খেতে পসন্দ করেন না, তেমনি আব্দুল হামিদ ছাহেবের এই অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়াও তাদের পসন্দ নয়। কোন দাওয়াতের অনুষ্ঠানে সবার সাথে খেতে বসলে দুই-এক পিস মুখে দিয়ে ভদ্রতা রক্ষা করেন। ফলে বছর দুয়েক আগে যখন একবার মিষ্টি স্যার অসুস্থ হ'লে ডাক্তার ছাহেব বললেন, লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে সুগার বেড়েছে, তখন থেকে বাড়িতে মিষ্টি নিয়ে আসা বন্ধ। রাহেলা খাতুন তো রাত-দিন বকা-ঝকা করেন। তাতে কী আমাদের মিষ্টি স্যারের মিষ্টি খাওয়া থেমে থাকে! স্কুলে, অফিসে বা কারো বাড়িতে মিষ্টির আমন্ত্রণ না পেলে সেদিন সন্ধ্যায় কাশিমপুর বাজারে রসের হাড়ি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে তার আগমন ফুলের কাছে ভ্রমরের আগমনের ন্যায় নিশ্চিত।

এমন মিষ্টি পাগল আমাদের মিষ্টি স্যার এখন আর মিষ্টি খান না। রসের হাড়ি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের আশেপাশেও তাকে দেখা যায় না। রাস্তায় মিষ্টি স্যার বলে কেউ ডাক দিলে ফিরে তাকান না। মাথা নিচু করে চলে আসেন। বিষয়টা যারা এক-আধটু আঁচ করতে পেরেছেন, তারা বলাবলি করছেন, কোন কিছু অতিরিক্ত ভালো নয়। এক জিনিস প্রতিদিন খেলে তার প্রতি রুচি নষ্ট হয়ে যায়। যেমন ছোট বাচ্চারা প্রতিদিন ডিম, দুধ খেতে খেতে হাঁপিয়ে ওঠে, আর খেতে চায় না।

এরই মধ্যে একদিন আব্দুল হামীদ স্যারকে উপযেলা শিক্ষা অফিসে যেতে হয়। অফিসার মহোদয় বরাবরের মতো মুচকি হেসে জানতে চান, কেমন আছেন আব্দুল হামীদ ছাহেব? পিয়নকে কিছু বলার প্রয়োজন হয় না। দু-এক কথা হ'তে হ'তে সামনে মিষ্টির প্লেট হাযির হয়ে যায়। অফিসার মহোদয় বলেন, অনেক দিন আসেন না। নেন মিষ্টি খান। আব্দুল হামীদ স্যার কোন কথা বলতে পারেন না। চুপচাপ বসে থাকেন। আজ আর মিষ্টি দেখে তার জিভে পানি আসে না, চোখের কোণে অশ্রু জমেছে। চোখ মুছে বলেন, স্যার! ছেলেটা ফোন করে বলেছিল, আব্বা কোথায় আছো? বাড়ীতে থাক। আমি মিষ্টি নিয়ে আসছি। আজ এক সাথে মিষ্টি খাব। একটা সুসংবাদ আছে।

আমি আর ওর মা কতক্ষণ দরজা খুলে অধীর আগ্রহে বসে রইলাম। কিন্তু আমার ছেলেটা আর মিষ্টি নিয়ে এলো না। পাড়া-প্রতিবেশী হইচই করে বাড়িতে নিয়ে এলো তার গুলিবিদ্ধ মরদেহ। মোমবাতি যেমন করে নিভে যাওয়ার আগে একবার দপ করে জ্বলে ওঠে, বুকের আশাগুলো তেমন একবার জেগে উঠে নিরাশার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। এরপর নাকি দেশ থেকে সকল বৈষম্য দূর হয়েছে। সবাই নাকি তাদের অধিকার ফিরে পেয়েছে। আমি তো আমার ছেলের সাথে মিষ্টি খাওয়ার সুযোগ পেলাম না।

সংগঠন সংবাদ

‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন (২০২৪-২৬ সেশন)

নওদাপড়া, রাজশাহী ১২ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক লাউঞ্জে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে অর্থসহ তেলাওয়াত করেন ‘যুবসংঘ’ ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা‘রূফ ও জাগরণী পরিবেশন করেন ‘আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী’র কেন্দ্রীয় সহকারী পরিচালক রাকীবুল ইসলাম (মেহেরপুর)। এরপর স্বাগত ভাষণ দেন ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম ও উদ্বোধনী বক্তব্য দেন ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী।

বাদ আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত ড. ইহসান ইলাহী যহীরের সঞ্চালনায় কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ পরামর্শ ও গঠনমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। বাদ মাগরিব থেকে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ব্যতীত বাকী কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ তাদের অভিজ্ঞতা-পরামর্শ ও স্ব স্ব সম্পাদকের গোটা সেশনের সামারি তুলে ধরেন। এরই ধারাবাহিকতায় কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মিনারুল ইসলাম ২০২২-২৪ সেশনের বার্ষিক আয়-ব্যয় রিপোর্ট পেশ করেন। উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘে’র প্রতিষ্ঠাতা মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। বাদ এশা বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২৪-এ ঘোষিত ২০২২-২৪ সেশনের শ্রেষ্ঠ যেলা, শ্রেষ্ঠ সভাপতি, শ্রেষ্ঠ সাধারণ সম্পাদক ও ৪জন শ্রেষ্ঠ সংগঠককে পুরস্কৃত করা হয়। অতঃপর কেন্দ্রীয় সভাপতি মজলিস ভঙ্গের দো‘আ পাঠের মধ্যদিয়ে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন ২০২৪-এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য যে, বাদ আছর থেকে রাত্রি ১১-টা পর্যন্ত মুহতারাম আমীরে জামা‘আতের প্রতিনিধি হিসাবে ‘আন্দোলন-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের কক্ষে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের নিকট থেকে একে একে মতামত গ্রহণ করেন। ৮৫ জন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের মধ্য থেকে উপস্থিত ৬০ কাউন্সিল সদস্য এই মতামতে অংশগ্রহণ করেন। তাদের পরামর্শক্রমে ‘যুবসংঘে’র ২০২৪-২৬ সেশনের জন্য ২য় বারের মত কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসাবে মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী মনোনীত হন। পরদিন জুম‘আর খুৎবার পূর্ব মুহূর্তে ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলনে ‘যুবসংঘে’র নবমনোনীত পূর্ণাঙ্গ কমিটির নাম ঘোষণা ও বায়‘আত গ্রহণ করেন মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

২০২৪-২০২৬ সেশনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের তালিকা

পদবী	নাম	সাংগঠনিক মান	শিক্ষাগত যোগ্যতা
সভাপতি	মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী	কে কা সদস্য	লিসান্স, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়
সহ-সভাপতি	মুহাম্মাদ আবুল কালাম	কে কা সদস্য	কামিল
সাধারণ সম্পাদক	ফায়ছাল মাহমূদ	কে কা সদস্য	কামিল, দাওরায়ে হাদীছ
সাংগঠনিক সম্পাদক	আহমাদুল্লাহ	কে কা সদস্য	এম.এ
অর্থ সম্পাদক	আসাদুল্লাহ আল-গালিব	কে কা সদস্য	দাওরায়ে হাদীছ, এম.এ
প্রচার সম্পাদক	মুহাম্মাদ আব্দুন নূর	কে কা সদস্য	এম.এ
প্রশিক্ষণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ	কে কা সদস্য	এম.এ
ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক	হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা‘রূফ	কে কা সদস্য	এম.এ
তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক	মুহাম্মাদ যয়নুল আবেদীন	কর্মী	এম.এ
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	রাক্বীবুল ইসলাম	কে কা সদস্য	এম.এ, কামিল
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	সাজেদুর রহমান সাজিদ	কে কা সদস্য	বি.এ ১ম বর্ষ
দফতর সম্পাদক	মুহাম্মাদ আরাফাত যামান	কে কা সদস্য	অনার্স (অধ্যয়নরত)

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : বনু মুছত্বালিক্ব গোত্রের সর্দার কে ছিলেন?
উত্তর : হারেছ বিন আবু যিরার।

২. প্রশ্ন : বনু মুছতালিক্ব যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ) কখন মদীনা থেকে বের হন?
উত্তর : ৬ষ্ট হিজরীর ৩রা শা'বান।

৩. প্রশ্ন : বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধের কোন বন্দিনীকে রাসূল (ছাঃ) বিবাহ করেন?
উত্তর : জুওয়াইরিয়া (রাঃ)।

৪. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ) বনু মুছতালিক্ব গোত্রের কতগুলো-কে পরিবারকে মুক্ত করে দেন?
উত্তর : একশত পরিবার।

৫. প্রশ্ন : জুওয়াইরিয়া কার কন্যা ছিলেন?
উত্তর : হারেছ বিন আবু যিরার এর।

৬. প্রশ্ন : বনু মুছতালিক্ব যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে কে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন?
উত্তর : হযরত আয়েশা (রাঃ)।

৭. প্রশ্ন : ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের শাস্তি কী?
উত্তর : ৮০ বেত্রাঘাত।

৮. প্রশ্ন : হোদায়বিয়ার সন্ধি কবে সংঘটিত হয়?
উত্তর : ৬ষ্ঠ হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে।

৯. প্রশ্ন : হোদায়বিয়ার সন্ধিতে কাফেরদের সঙ্গে কত বছরের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর : ১০ বছরের।

১০. প্রশ্ন : 'হোদায়াবিয়া' কিসের নাম কী?
উত্তর : একটি কুয়ার নাম।

১১. প্রশ্ন : বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধে কতজন কাফের নিহত হয়?
উত্তর : ১০ জন।

১২. প্রশ্ন : কোন যুদ্ধ হ'তে ফেরার পথে ইফকের ঘটনা ঘটে?
উত্তর : বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধ হ'তে ফেরার পথে।

১৩. প্রশ্ন : হোদায়বিয়া মক্কা হ'তে কতদূরে অবস্থিত?
উত্তর : মক্কা থেকে উত্তর-পশ্চিমে ২২ কি-মি. দূরে।

১৪. প্রশ্ন : 'হোদায়বিয়া' স্থানটি বর্তমানে কী নামে পরিচিত?
উত্তর : 'শুমাইসী'।

১৫. প্রশ্ন : রিযওয়ান মসজিদ কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : হোদায়াবিয়ায়।

১৬. প্রশ্ন : হোদায়াবিয়ায় যাত্রাকালে রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে তাঁর সফরসঙ্গী কে ছিলেন?
উত্তর : হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ)।

১৭. প্রশ্ন : ৬ষ্ঠ হিজরীর কোন যুদ্ধে ৩০০ অশ্বারোহী ১৫ দিন যাবৎ তিনি মাছ খেয়েছিলেন?
উত্তর : সারিইয়া আবু ওবাদাহ ইবনুল জাররাহ।

কুইজ

১. প্রশ্ন : 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠির' প্রধান শফীকুল ইসলামের পূর্ব না কি ছিল?
উত্তর :.....।

২. প্রশ্ন : শায়েখ আব্দুর রহমান আল-মু'আল্লিমী কত সনে সঊদী আরবের জীযান শহরে গমন করেন?
উত্তর :.....।

৩. প্রশ্ন : বিশ্ব ইতিহাসে ১ম ছাত্র আন্দোলন কোথায় হয়েছিল?
উত্তর :.....।

৪. প্রশ্ন : আইরিশ গায়িকা সিনাড ওকনর কত সালে ইসলাম গ্রহণ করেন?
উত্তর :.....।

৫. প্রশ্ন : কাশিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের নাম কি?
উত্তর :.....।

৬. প্রশ্ন : দ্বি মাসিক 'তাওহীদের ডাকে'র প্রথম সংখ্যা কত সালে বের হয়েছিল?
উত্তর :.....।

৭. প্রশ্ন : আবুবকর (রাঃ) কাকে কুরআন অনুসন্ধান করে একত্রিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন?
উত্তর :.....।

প্রতিযোগীর নাম : .....
শ্রেণী : ..... **শাখা :** .....
মোবাইল : .....
প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা :.....
.....
.....।

গত সংখ্যার উত্তর : ১. মুসলিম ভাইয়ের সম্ভ্রম নষ্ট করা ২. প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ৩. রাজশাহী যেলা পরিষদ মিলনায়ত ৪. আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনের এক বিন্দু অশ্রু ও আল্লাহ্র রাস্তায় প্রবাহিত এক বিন্দু রক্ত ৫.উইলিয়াম টিণ্ডেল ৬. সিরিয়ার ৭. মাইয়োপিয়া।

গত সংখ্যায় অসংখ্য সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য হ'তে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্ত ৩ জন হ'ল-

১ম : মুহাম্মাদ সাব্বির প্রামাণিক (ছানাবিয়া ১ম বর্ষ)।

২য় : আরিফা ছিদ্দীকা ৭ম (ক)।

৩য় : নাবিলা খাতুন ৯ম শ্রেণী।

নির্দেশনা : কুইজের সকল উত্তর অত্র সংখ্যায় রয়েছে।

সুডোকু

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩×৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

৩	২	১		৫				৬
		৯	৩					৮
							১	
	১	৬	৭			২		৪
৯								৩
২		৩			৫	৮	৭	
	৬							
৫					৮	৬		
১				৬		৪	৩	৫

প্রতিযোগীর নাম : .....

শ্রেণী : ..... **শাখা :**.....

মোবাইল : .....

প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা :.....

.....।

গত সংখ্যায় 'শব্দজট-এর' সঠিক উত্তর

পাশাপাশি : (১) ইলহাম (৩) উপদেশ (৫) দরকার (৭) রহমত (৯) রজব (১১) ইফতার (১২) তওবা।

উপর-নীচ : (১) ইবাদত (২) মজুর (৩) উপহার (৪) শরীয়ত (৬) কাতার (৮) বধির (১০) হরকত।

গত সংখ্যায় শব্দজট-এর অসংখ্য সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য হ'তে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্ত ৩ জন হ'ল-

১ম রাহিদুল ইসলাম ১০ম শ্রেণী ও **২য় মুহাম্মাদ ফেরদৌস** ৭ম (ক) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, (বালিক শাখা) **৩য় সুমাইয়া বিনতে আরিফ**, ৭ম (ক) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, (বালিকা শাখা)।

(১) নির্ধারিত অংশ কেটে নিম্নের ঠিকানায় পাঠাতে হবে- বিভাগীয় সম্পাদক, আইকিউ, তাওহীদের ডাক, নওদাপাড়া, আমচত্বর, রাজশাহী। ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪

(২) নির্ধারিত অংশ পূরণ করার পর গোটা পৃষ্ঠার ছবি তুলে ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪ নম্বরে হোয়াটসআপ করতে হবে।

সতর্কীকরণ : কোনরূপ কাটাকাটি বা ফটোকপি করে পূরণ বা যে কোন ধরনের অসদুপায় অবলম্বন গ্রহণযোগ্য নয়।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেন কবে?
উত্তর : ৫ই আগস্ট ২০২৪।

২. প্রশ্ন : ৮ই আগস্ট ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
উত্তর : ড. মুহাম্মাদ ইউনূস।

৩. প্রশ্ন : বর্তমান দেশের কতটি নদীবন্দর রয়েছে?
উত্তর : ৫০টি।

৪. প্রশ্ন : দেশের ৫০তম নদীবন্দর কোনটি?
উত্তর : ভোলাগঞ্জ নদীবন্দর, সিলেট।

৫. প্রশ্ন : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন গঠিত হয় কবে?
উত্তর : ১লা জুলাই ২০২৪।

৬. প্রশ্ন : বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (IGP) কে?
উত্তর : মুহাম্মাদ ময়নুল ইসলাম।

৭. প্রশ্ন : ত্রিপুরার ডুম্বুর বাঁধ কোন নদীর ওপর অবস্থিত?
উত্তর : গোমতী।

৮. প্রশ্ন : অন্তর্ববর্তীকালীন সরকারের ধর্ম উপদেষ্টা নাম কি?
উত্তর : ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন।

৯. প্রশ্ন : বাংলাদেশের ১৭তম অ্যাটর্নি জেনারেল কে?
উত্তর : মুহাম্মাদ আসাদুজ্জামান।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : গম উৎপাদনে শীর্ষ দেশের নাম কি?
উত্তর : চীন।

২. প্রশ্ন : বিশ্বের কোন দেশে প্রথম AI হাসপাতাল চালু হয়?
উত্তর : চীন।

৩. প্রশ্ন : তৈরী পোশাক আমদানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।

৪. প্রশ্ন : বিশ্বে তৈরী পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
উত্তর : দ্বিতীয়।

৫. প্রশ্ন : বস্ত্র রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।

৬. প্রশ্ন : ৬ আগস্ট ২০২৪ হামাসের নতুন প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
উত্তর : ইয়াহিয়া সিনওয়ার।

৭. প্রশ্ন : বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম হীরার সন্ধান পাওয়া যায় কোন দেশে?
উত্তর : আফ্রিকার বতসোয়ানায়।

৮. প্রশ্ন : বৈশ্বিক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।

৯. প্রশ্ন : বৈশ্বিক আমদানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।

১০. প্রশ্ন : ইন্দোনেশিয়ার নতুন রাজধানীর নাম কি?
উত্তর : নুসানতারা।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

নার্সারী শ্রেণীর বই সমূহ

শিশু শ্রেণীর বই সমূহ

প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ

দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

তৃতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদাপুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

চতুর্থ শ্রেণীর বই সমূহ

অন্যান্য শ্রেণীর বই সমূহ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

অর্ডার করুন ০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

সদ্য প্রকাশিত বই সমূহ

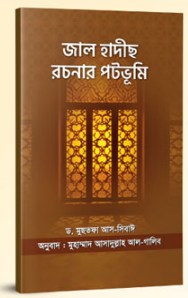

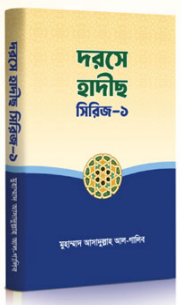

অর্ডার করুন ০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

তাওহীদের ডাক Tawheeder Dak সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৪ মূল্য : ৩০ টাকা

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ চলছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, মসজিদটি পাখির বাসার ন্যায় ছোট্ট হলেও' *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮)*। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, বিকাশ ও নগদ (মার্চেন্ট) : ০১৭২৪-৬২৩১৭৯

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭৫১-৫১৯৫৬২, ০১৭৯৭-৯০০১২৩। নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।

সীরাত কোর্সে অংশগ্রহণ করে **পবিত্র ওমরাহ পালনের** সুযোগ নিন

৩ মাস ব্যাপী

সীরাত কোর্স

(অনলাইন)

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর অনলাইন ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম হাদীছ ফাউণ্ডেশন অনলাইন একাডেমী ঘরে বসে দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের অনন্য প্লাটফর্ম।

পুরস্কার

পবিত্র ওমরাহ সফর (৩ জন) ও রাসূল (ছাঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত স্থান পরিদর্শন।

বিশেষ পুরস্কার ১০,০০০/- (৭ জন) অথবা সমমূল্যের বই।

কোর্সে যা থাকছে-

- ৩০টি লাইভ ক্লাস
- ক্লাস নোট
- ক্লাসের ভিডিও
- কুইজ টেষ্ট
- সার্টিফিকেট

কোর্সের সময় : অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, প্রতি রবি ও বুধবার রাত ৮:৩০-১০টা পর্যন্ত

ক্লাস শুরু : ২রা অক্টোবর; বুধবার।

কোর্স ফী : ২০০০ টাকা

উপহার হিসাবে প্রত্যেকের জন্য থাকছে **'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)'** গ্রন্থ।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন অনলাইন একাডেমী | যোগাযোগ : ০১৬০৬-৩২৫২০২

www.academy.hfeb.net | hfonlineacademy | hfonlineacademy | hfonline.ac@gmail.com